আজকের রাশিয়া

ষ্ট্যালিন

রাশিয়া যা ছিল

সোভিয়েট ইউনিয়নে কি পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা বুঝতে হলে আগে জানা দরকার, জারের আমলে রাশিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল, মহাযুদ্ধের সময় তার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, অন্তর্যুদ্ধ বা বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সময়ই-বা তাদের অবস্থা কিরূপ দেখা দেয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার অক্লান্ত-কর্মীদের কিরূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তা বুঝতে হলে তাঁরা রাশিয়াকে কিরূপ অবস্থাধীনে পেয়েছিলেন তার একটা মোটামুটি ইতিহাস জানতে হয়। এ জানা না থাকলে পদে পদে ভুল করতে হয়, হয়ত-বা এই স্রষ্টাদের কাজ আদৌ বুঝা যায় না।

জার-আমলে ঃ কৃষক

রাশিয়া ছিল প্রধানত কৃষি-প্রধান দেশ। শতকরা ১৪ জন লোক শহরে বসবাস করত, আর বাকি ৮৬ জন গ্রামাঞ্চলে থাকত। শতকরা ৭৫ জনের জীবিকা ছিল চাষাবাদ।

মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, ককেশাস এবং তুর্কিস্থানের জমি খুবই উর্বরা ছিল। তা সত্ত্বেও বেশি ফসল উৎপন্ন হতো না।

আজকের রাশিয়া

১৯১৩ সালে জার-শাসিত রাশিয়ায় ২৬ কোটি একর আবাদী জমির মধ্যে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমি ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ চাষীর হাতে। তার মানে, চাষী-পিছু ৮॥ একরের বেশি জমি ছিল না। অবস্থাভেদে কম-বেশিও ছিল। তার উপর, সব জমি একস্থানে না হয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ৩।৪ জায়গায় ছড়ানো ছিল। তাছাড়া, সারের অভাব, আদিম যুগের কাঠের লাঙলে পুরানো পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ফসল যা-কিছু তারা পেতো তাও সরকারী খাজনা এবং জমিদারের প্রাপ্য শোধেই চলে যেতো। তাছাড়া নিজেদের গাঁটের খেয়ে জমিদারদের ক্ষেতে বেগারও দিতে হতো তাদের।

শতকরা পঞ্চাশ জন কৃষক সেকেলে 'hooked' লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করত। ধনী কৃষকরাই শুধু উৎকৃষ্ট লাঙল ব্যবহার করতো। অনুন্নত ধরণের কাস্তে—তাও দেশে তৈরি হতো না। দেশে তখন মাত্র একটি কাস্তে-তৈরির ফ্যাক্টরী। কতটুকুই বা তৈরি হতে পারে সেখানে! প্রায় দশ লক্ষ রুবল মূল্যের কাস্তে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতির প্রায় আদ্দেক বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো।

২০ লক্ষ গ্রামে কৃষকরা ছড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তারা বাস করত। একখানা কি দু'খানা ছোট ঘরে গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া, পশু-পাখী নিয়ে তারা পশু-জীবন

যাপন করত। ঘরে জানালা প্রায়ই থাকতো না, থাকলেও ছোট ছোট ধরণের। স্বাস্থ্য-রক্ষার ছোট-খাট নীতি মেনে চলার বিদ্যা-বুদ্ধিও তাদের ছিল না। Encyclopaedia Britannica মতে, "The houses are generally built of wood and wear a poverty striken aspect. Owing to the great risks from fire the villages usually cover a large area of ground, and the houses are scattered and straggling."

কৃষকদের ঘরে আগুন-লাগা লেগেই ছিল। এমন-কোন গ্রাম ছিল না যেটা প্রতি দশ বছরে একবার পুড়ে ছাড়খার না হয়েছে। আগুন নিভানোর জল পর্যন্ত মিলত না।

ছেলের মৃত্যু-শোক সইতে হয়নি এমন মাতা চোখে পড়ত না। অভাব-অভিযোগের মধ্যে পড়ে অতি সহজেই শিশুরা নানা অসুখে-বিসুখে মাছির মত মরত।

মরিস তাঁর বাল্যস্মৃতি বর্ণনাকালে এক জায়গায় বলেছেন, In all the hundreds of years of its existence, the thousands of men and women who had lived and swettered and died there had never known a school house. Few, very few of the muzhiks, there had learned to read and write or even to sign their names......

জার আমলেঃ শ্রমিক

শতকরা ১৪ জন শ্রমিক শহরে বাস করত। শ্রমশি বা খনিতে মজুরের সংখ্যা ছিল খুবই কম—৩৫ লক্ষের ে নয়। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের সংখ্যা এর দ্বিগুণ হবে। ত নানা কাজ করে দিন কাটাত।

জার-শাসিত রাশিয়া নানারকম কাঁচা-মালে সমৃদ্ধ ছিল অ তার সদ্ব্যবহার মোটেই করা হত না। কর্তৃপক্ষ শ্রমশিে উন্নতি মোটেই চাইতো না—পাছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হ এবং তাদের প্রভুত্বে ভাগ বসায় বা তা হাত-ছাড়া করে। ত তারা দেশের অর্থনৈতিক দিকে দৃকপাত করেনি।

কয়লা আমেরিকার ২৭ ভাগের এক ভাগ, কাঁচা লো বার ভাগের এক ভাগ, পিগ আইরণ বার ভাগের এক ভা তৈল ৬ ভাগের এক ভাগ, তামা ত্রিশ ভাগের এ ভাগ, দস্তা (zinc) ৪৭ ভাগের এক ভাগ, তুলা চৌদ্দ ভাগে এক ভাগ উৎপন্ন হতো তখন রাশিয়ায়।

শহরের শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা সম্পর্কে Coat বলেন, The housing conditions of the urba workers were shocking. They lived either i insanitary wooden shacks on the outskirts or i the cells and attics of big houses in the centre c the towns, invariably in cases of extreme over crowding."

স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভ্রূক্ষেপ ছিল না জার আমলে। ১৯১২ সালে সমগ্র রাশিয়ায় ২১৪৭৭ জন ডাক্তার ছিল। য়ুরোপীয় রাশিয়ার শহরে প্রতি ১৩৮০ জন লোকে একজন ডাক্তার আর গ্রামাঞ্চলে প্রতি ২১,৯০০ লোকের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিল। এশিয়াটিক রাশিয়ায় শহরে প্রতি ২৮০০ লোকের মধ্যে একজন ডাক্তার এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৭৬০০ লোকে একজন ডাক্তার ছিল।

অসুখ-বিসুখে ডাক্তার পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। ১৯১০ সালে ২ কোটি লোক সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

সমগ্র ইউরোপে জন্মের হারের দিক দিয়ে রাশিয়া যেমন প্রথম ছিল তেমনি মৃত্যুর হারেও সে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শিশু-মৃত্যুর হার ছিল ৩২·৭ পার্শেণ্ট।

১৯১৪ সালে জার-শাসিত রাশিয়ায় লোক-সংখ্যা ১৭½ থেকে ১৮ কোটি ছিল। তন্মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ লক্ষ। তার মধ্যে আবার শতকরা ৮৩ জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত। সমগ্র দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ২১ পার্শেণ্ট; বাকি ৭৯ পার্শেণ্ট ছিল অশিক্ষিত। প্রদেশগুলো বা মধ্য-এশিয়ায় ৫ পার্শেণ্টও শিক্ষিত ছিল কিনা সন্দেহ। এ ছিল জার-শাসিত রাশিয়ার আংশিক চিত্র।

সোভিয়েট সরকার থেকে এক অনুমতি লাভ করে, চেকো-শ্লোভাকিয়ান-বাহিনীকে ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্টে নিয়ে যাবার; ব্লাডিভোষ্টক হ'য়ে তারা সেখানে যাবে। ব্লাডিভোষ্টকেব পথে এই বাহিনী মিত্রশক্তি থেকে এক আদেশ পায়, হোয়াইট রাশিয়ান বিপ্লব-বিরোধীদের সংগে মিলে সোভিয়েট সরকারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করবার। ২৫শে এপ্রিল থেকে চেক সৈন্যের অভিযান আরম্ভ হয়, আর আগষ্টের গোড়াতেই প্রায় সমগ্র সাইবেরিয়া এবং ভল্‌গা অঞ্চলেরও অনেকাংশ তারা অবরোধ করে বসে। এই ভূখণ্ড দখলের পর চেক সৈন্যেরা এসেম্বলীর মেনশেভিক সোস্যালিষ্ট রিভলিউশনারী এবং কনষ্টিটুশনাল ডেমক্রাটিক মেম্বারদের গঠিত কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলী কমিটির শাসন ঘোষণা করে।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে বামপন্থী সোস্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারীরা জার্মাণদের সংগে যে চুক্তি হয়, তা বাতিলের জন্য চেষ্টা করে। নভেম্বর বিপ্লবের সময় তারা অবশ্য সোভিয়েট সরকারকে সমর্থন করে বটে, কিন্তু সর্বান্তঃকরণে নয়—কারণ কৃষক-সমস্যা সম্বন্ধে তারা তাদের সংগে একমত হ'তে পারেনি। ব্রেষ্ট-লিটভস্‌স্ক্‌ সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত পিপল্‌স্‌ কমিশারের কাউন্সিলের সংগে তারা সহযোগিতা ক'রে আসছিল, তার পরক্ষণ থেকেই তারা সোভিয়েট সরকারের সাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়! কিন্তু সে সময়ে গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কৃষক কমিটি

(poor peasant committee) সংগঠন ও কুলক বা ধনী চাষীদের বিপক্ষে বিশেষ ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েট সরকার খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে।

১৯১৮ সালের ২৪শে জুন বামপন্থী সোস্থালিষ্ট রিভলিউশনারীদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থির হয়, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীর সর্বাপেক্ষা অগ্রণী প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হ'বে। ৬ই জুলাই 'চেকার' (Che-Ka) তিন জন শ্রেষ্ঠ নেতাকে হত্যা করা হয় এবং জাল কাগজপত্রের সাহায্যে জার্মেণ এমবাসিতে প্রবেশ ক'রে কাউণ্ট মিরবাককে (Mirbach) হত্যা করা হয়। ইত্যবসরে চেকা বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা চেকার প্রেসিডেণ্ট ডি'জেরজিন্স্কীকে (D'zerjinskey) ও অন্যান্য কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার ক'রে, টেলিগ্রাফ ষ্টেশন দখল ক'রে Coup d'Etat ঘোষণা করলো। এই বিদ্রোহ একদিনেই থামিয়ে দেওয়া হয়।

৬ই জুলাই যারোশ্লাভ্‌লে (Yaroslavl) হোয়াইট গার্ড বাহিনীর বিদ্রোহ দেখা দেয়। ভলোগ্‌দাতে (Vologda) মিত্রশক্তির যে সংগঠন ছিল, তারই প্রেরণায় ও অর্থ-সাহায্যে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই দিনেই রাইবিন্স্ক, মারোম প্রভৃতি শহরেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। অধিকন্তু মুরমেন্স্কে যে ব্রিটিশ ফ্রণ্ট গঠিত হয়, তার সংগে চেকোশ্লোভাক বাহিনীর

একটা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ২৩শে জুলাই একটা উত্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। বিদ্রোহীরা সর্বত্রই কম্যুনিষ্ট সভ্য ও কর্মচারীদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার ক'রতে থাকে। যারোশ্লাভলের কাছে ভল্‌গা নদীতে তারা ১০৯ জনকে ডুবিয়ে মারে। এখানে প্রায় পনেরো দিন এই বিদ্রোহ স্থায়ীত্বলাভ করে। পরে অন্যান্য শহরাদি থেকে যখন সোভিয়েট সৈন্য এসে হাজির হয় তখন—২১শে জুলাই নাগাদ তা প্রশমিত হয়ে যায়।

মস্কোর এই বামপন্থী সোস্যালিষ্ট রিভলিউশনারীদের সংগে মুরায়েভের পরিচালনাধীনস্থ '১১ই জুলাইর বিদ্রোহ'ও সংশ্লিষ্ট ছিল। চেক-বাহিনীর বিপক্ষ সৈন্য বাহিনীর নায়ক ছিল এই মুরায়েভ। ব্রিটিশ সৈন্য জুলাইয়ের শেষ দিকে ওনেগা এবং ২রা আগষ্ট আর্চেঞ্জেল অধিকার করে—এখানে উত্তরাঞ্চলে Supreme Administration গঠিত হয়। জুলাইয়ের শেষে ব্রিটিশ সৈন্য বাকুও অধিকার করে। এই সময়ে—জুলাই ও আগষ্টে হোয়াইট রাশিয়ান বাহিনীর কার্যকলাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তারা উত্তর-ককেশাস্ অধিকার ক'রে বসে।

এই ভাবে চারিদিক থেকেই বিপ্লব-বিরোধীদের দ্বারা সোভিয়েট সরকার বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। হোয়াইট রাশিয়ান ও মিত্রবাহিনীর সাথে একযোগে আক্রমণ ছাড়াও বিপ্লব-বিরোধীরা সোভিয়েট নেতাদের হত্যার জন্য সন্ত্রাসবাদ-মূলক

পদ্ধতি গ্রহণ করে। ২০শে জুন পেট্রোগ্রাডে প্রেস ও প্রচার-কার্যের কমিশার ভোলোডারস্কিকে হত্যা করা হয়। ২৯শে আগষ্ট পেট্রোগ্রেড চে-কার প্রেসিডেণ্ট ইউরিট্স্কীকে হত্যা করা হয়। এই দিনেই ফ্যানি কেপলেন নামক জনৈক মহিলা লেনিনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। এই মহিলাটি ছিল দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট-রিভলিউশনারী।

সে-সময়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে অবরোধ-করা, ক্যাম্প বিশেষের মত মনে হত—বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ, হোয়াইট বিপ্লবী-বিরোধীদের দ্বারা চারদিক থেকেই পরিবেষ্টিত। জ্বালানি কাঠ, কাঁচা মাল-মশলা, এমন-কি খাদ্য-সামগ্রী পাবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে—সর্বোপরি সর্বত্র দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়া দেখা দিয়েছে। ১৯১৮ সালে এমনও হয়েছে যে মস্কোর কোন স্থানে একটি মাত্র ময়দা-বোঝাই গাড়ীও দেখা যায়নি। দৈনন্দিন আহার্য সামগ্রী ৫০।১০০ (Grammes) গ্রাম কমে গিয়েছিল —নানা দ্রব্যও কমতি দেখা দেয়—যাও-বা জুটত তাও ভেজাল দেওয়া। আহার্য-সামগ্রীর সমস্যা সোভিয়েট সরকারের জীবন-মরণের সমস্যা হ'য়ে দেখা দিল। রুটির জন্য সংগ্রাম সমাজতন্ত্রবাদের জন্য সংগ্রামের সামিল হ'য়ে দাঁড়াল (The struggle for bread became a struggle for Socialism)। ১১ই জুন এক ডিক্রি জারী করা হ'ল, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কৃষক-কমিটি সংগঠনের জন্য। কুলক বা ধনী কৃষকদের শস্য বাজেয়াপ্ত

করা ও তা একচেটে করা বিষয়ে এই কমিটিগুলো বিশেষ সাহায্য ক'রত। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থান থেকে শস্য-সংগ্রহের জন্য যে-সব শস্য-সংগ্রাহক দল প্রেরিত হ'ত, তারা এই সংগ্রামের সময় বিশেষ কাজ করতে সমর্থ হয়।

লাভের আশায় মাল ধ'রে রাখা বন্ধ করার জন্য স্বাধীনভাবে শস্য বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হল। Class-principle অনুসারে যাবতীয় শস্য বণ্টিত হত। এই সংকট সময়ে এই খাদ্য-সামগ্রী জোগান ব্যবস্থাই সোভিয়েট সরকারের অকাল মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

সোভিয়েট সরকারের সাফল্যের আর একটি কারণ লাল-ফৌজ সংগঠন। ১৯১৮ সালে ১৮ই জানুয়ারী শ্রমিক ও কৃষক গঠিত লালফৌজ বাহিনী সংগঠনের জন্য এক ফতোয়া জারী করা হয়। প্রথম দিকে Voluntary Service-নীতিতেই এই সংগঠনের কাজ চলে, কিন্তু ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েটের পঞ্চম কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, সমগ্র দেশে Military mobilisation-এর জন্য। তদনুসারে রাজনৈতিক কমিশারের অধীনে পুরানো বাহিনীর অভিজ্ঞ কর্মচারীদের আহ্বান করা হয়। ১৯১৮ সালের শরৎকালে লালফৌজ বাহিনীতে ৫০০,০০০ যোদ্ধা যোগদান করে। প্রত্যহ এই সংখ্যা পুষ্ট হয়েই চলে। সর্বত্র অতি দ্রুতবেগে Party cells গঠিত হতে থাকে।

উত্তর ফ্রন্টে লালফৌজ সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের ভোলেগ্ডা ও ভিয়েটকা আক্রমণ প্রতিহত করে এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে ভল্গা অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান আক্রমণ করে চেকো-শ্লোভাকিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পর্যন্ত চালায়। তারা ইউরাল অঞ্চলে যেয়ে পৌঁছালো। জারিসিন (Ysaritsin) শহরটি নিয়ে এক তীব্র সংগ্রাম চলে। ক্রাসনভ (Krasnov) চেকোশ্লোভাকিয়ান বাহিনী এবং অষ্ট্রাখান ও ইউরালের কসাকদের সংগে মিলিত হবার জন্য বহু পরিমাণ সৈন্য নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। ভোরশিলভের অধীনে ষ্ট্যালিনের সুযোগ্য পরিচালনায় ক্র্যাসনভের আক্রমণ বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-রাশিয়া, বিশেষ করে জারিসিন রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন ও বিপ্লব-বিরোধীদের সংগে সংগ্রামের ভার ছিল ষ্ট্যালিনের উপর।

জার্মাণীতে ও অষ্ট্রো-হাংগেরীতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট সরকার জার্মাণ কবল থেকে হোয়াইট রাশিয়া ও ইউক্রেণ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। লিথুয়ানিয়া ও ইস্তোনিয়ায় সোভিয়েট-শাসন ঘোষণা করা হয়। ১৩ই নভেম্বর অল রাশিয়ান এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিবেশনে ব্রেষ্ট-লিটভস্ক সন্ধি সর্ত বাতিল ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মিত্রশক্তি যখন জার্মাণদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন তারা ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট থেকে সোভিয়েট

রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য-বাহিনী পাঠাতে সমর্থ হয়। উত্তরাঞ্চলে হস্তক্ষেপ ছাড়াও দক্ষিণ-রাশিয়ায় তাদের আর একটা সক্রিয় অভিযান শুরু হয়। ক্রাসনভ দক্ষিণে জার্মেণীর সংগে সহযোগিতার স্বপ্ন দেখছিল—তার স্থানে ডেনিকিনকে পাঠানো হল। ব্রিটিশ বাহিনীর সাহায্যে কোলচাক সাইবেরিয়ায় Coup d'Etat পত্তন করে। প্যারি কনফারেন্স থেকে এক আমন্ত্রণ-পত্র বার করা হয়ঃ রাশিয়ায় যে ক'টা গভর্ণমেণ্ট দেখা দেয়, Prinkipo দ্বীপে তাদের সংগে এক সম্মিলনে মিলিত হবার জন্য। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট সরকার এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে। কোলচাক, ডেনিকিন এবং অন্যান্য হোয়াইট সেনাপতিরা সে বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করে। ফলে এ বৈঠক আর হয়নি। গৃহ-যুদ্ধের সময় সোভিয়েট সরকার মিত্রশক্তি এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে বার বার শান্তি স্থাপন ও বৈরভাব ত্যাগ করার জন্য ব্যর্থ আবেদন করে।

ব্যাভারিয়া ও হাংগারীতে সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার বিপক্ষে যে অবরোধ ও হস্তক্ষেপ পলিসি চলে তার মূলে আঘাত করা হয়। ফরাসী নৌ-বহরে ভীষণ বিশৃংখলা দেখা দেয়। অন্যান্য দেশেও সোভিয়েট রাশিয়ার এই অবরোধের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের পরিসর বেড়ে চলে। সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থনে

আন্দোলন বৃদ্ধি ও হস্তক্ষেপ-কার্যে সক্রিয়-বাহিনীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হওয়ায় ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েট থেকে তাদের সৈন্য-বাহিনী ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়—তাতে অবশ্য অবরোধ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। নানা হোয়াইট-রাশিয়ান বাহিনীকে অস্ত্রাদি ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং অর্থ-সাহায্য করে তারা তাদের হস্তক্ষেপ নীতি বাঁচিয়ে রাখে।

মিত্রশক্তিকে বাধ্য হয়ে ২৬শে মার্চ ওডেসা ও ২৭শে এপ্রিল আর্চেঞ্জেল ছেড়ে যেতে হয়। বসন্তকালে রাশিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যের সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করে। হোয়াইটরা স্থির করল এই সুযোগে তারা আবার নতুন করে আক্রমণ চালাবে এবং তার সংগে সংগে সর্বত্র উত্থানের সাহায্য করা হবে। বাস্তবিক পক্ষে ওরিয়ল, ব্রিয়ানস্ক, সামারা, সিমব্রিস্ক এবং উত্তর-ককেশাসে উত্থান দেখা দেয়। জুন মাসে হোয়াইটরা পেট্রোগ্রাডের নিকটবর্তী ক্রাসনায়া গোরকা ফোর্টে এক বিদ্রোহ সংসাধিত করে। ষ্ট্যালিন দৃঢ়হস্তে এই সব বিদ্রোহ দমন করেন।

মিত্রশক্তির সহায়তায় হোয়াইট রাশিয়ানরা নব উদ্যমে বিরাটভাবে আক্রমণ চালালো। মস্কো আক্রমণের জন্য কোলচাকের সৈন্য-বাহিনী এগিয়ে যেয়ে ডেনিকিনের সৈন্যের সংগে মিলিত হবার কথা ছিল। তিনি পশ্চিম দিকে পোলাণ্ড আক্রমণ চালাবেন, যুডিনিচ (Yudenich) প্রেট্রোগ্রাডের দিকে

এগিয়ে যাবে। বসন্তকালের এই বিরাট অভিযান 'মাঠে মারা' গেল। কোলচাক-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হল। ডেনিকিনের অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া হল, যুডিনিচকেও হটিয়ে দেওয়া হল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে পুনরায় আক্রমণ শুরু হল। যুডিনিচ পেট্রোগ্রাডের নিকটস্থ পুলকোভো পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেল। ডেনিকিন ১৩ই অক্টোবর ওরেল (Orel) এবং ১৭ই অক্টোবর নভোশিল টুলু প্রদেশ দখল করে নেয় ও অন্যান্য বিপ্লব-বিরোধীদের চাইতে মস্কোর অধিকতর নিকটবর্তী হতে সক্ষম হয়। সেনাপতি মায়েভস্কীও ঘোষণা করল, ১৯১৯ সালের খৃষ্টের জন্মোৎসবে মস্কোতে তাঁর সৈন্যের সংগে যেয়ে মিলিত হবেন—এদিকে ডন অঞ্চলের পুঁজিপতিরা ঘোষণা করল, যে বাহিনী সর্বপ্রথম মার্চ করে মস্কো পৌঁছাবে, তাকে এক মিলিয়ন রুবল পুরস্কার দেওয়া হবে।

যাহোক হোয়াইট গার্ডদের আর মস্কো মার্চ করে যাওয়া হয়ে উঠেনি। ডেনিকিনের বাহিনী বিধ্বস্ত করে দেওয়া হল, তার সৈন্য বাহিনীর অতি অল্প অংশ পালিয়ে ক্রিমিয়ার ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ নৌ-বহরের আশ্রয় গ্রহণ করে; যুডোনিচকেও তাঁরই মত একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হয়; কোলচাককেও বাধ্য করা হয় সমগ্র সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসতে। ১৯১৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর লাল ফৌজ বাহিনী, "Supreme Ruler"-এর অর্থাৎ কোলচাকের রাজধানী ও মস্কো দখল

করে। ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত "Supreme Ruler" দ্বয়ই ধৃত হয় আরকুটস্কে। শহরের রিভলিউশনারী কমিটির বিচারে তারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রাণপণ চেষ্টা ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কঠোর নিয়মানুবর্তীতার ফলে যুডেনিচ, কোলচাক ও ডেনিকিনকে পরাজয় করা সম্ভবপর হয়। জ্বালানি কাঠ, কাঁচা মাল, খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার যে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তা সত্ত্বেও পার্টির কার্য-কুশলতার গুণে শহর ও সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়। পার্টির ও ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যদের ব্যাপকভাবে সমাবেশের ফলে লক্ষ লক্ষ কমুনিষ্ট শ্রমিক মস্কো-প্রেট্রোগ্রাড ও অন্যান্য শহর থেকে ফ্রণ্টে পাঠানো সম্ভব হয়। ডেনিকিন ও কোলচাকের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলে তাতে ষ্ট্যালিনের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় ও ফলে তাদের পরাজয় ঘটে।

শত্রুর বিরুদ্ধে এই সব সংগ্রামে সোভিয়েট রাশিয়ার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতির সম্পর্কে ষ্ট্যালিন-রচিত যে সুচিন্তিত পলিসি গ্রহণ করা হয় তার প্রভাব অসামান্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে অসংখ্য জাতি ছিল তাদের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন-মূলক নীতি অবিচলিতভাবে পালন করা হয়; ফলে প্রত্যেকটি জাতির পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য তারা পায়।

হোয়াইট রুশীয় বাহিনীর উপর জয় লাভ করার ফলে প্রতিবেশী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোরও খানিকটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সোভিয়েট রাশিয়া সক্ষম হয় ; ফলে শান্তির কথাবার্তা শুরু হয়—সর্বপ্রথম ইস্তোনিয়ার সংগে সন্ধি-সর্ত স্বাক্ষরিত হয়—৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২০ সালে। এই সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট রাশিয়ার অবরোধ তুলে নেয়।

১৯২০ সালে আবার এক নতুন আক্রমণ শুরু হয়। এই আক্রমণের অন্যতম নায়ক সেনাপতি Wrangel (রেঙ্গেল)। তিনি পরিখা বেষ্টিতভাবে ক্রিমিয়ায় অপেক্ষা করছিলেন। পোলাণ্ডও এই সময় নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। অথচ সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট প্রথম থেকেই তার স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর করে—ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবারও অধিকারী বলে স্বীকার করে। তা ছাড়া তার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করারও সম্ভাবনা ছিল। তা সত্ত্বেও অন্তর্যুদ্ধের সময় অবিচ্ছিন্নভাবে তারা সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হোয়াইট রাশিয়া, ইউক্রেণের অংশবিশেষ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রাংশ জয় করার ইচ্ছা ছিল তাদের। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে পোলাণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ইউক্রেণ জয়ই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। পোলিশ সৈন্য-বাহিনীর এক অংশ কিয়েভ অল্পদিনের জন্য দখল করে। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি লাল ফৌজের প্রথম অশ্বারোহীদল ভরোশিলভ ও বুডেনির

পরিচালনায় গ্যালিসিয়ার রাজধানী লাউ পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়—একদল ওয়ারসো পর্যন্ত ধাওয়া করে। ওয়ারসোর বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতিতে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জও আতংকিত হয়ে পোলাণ্ডকে সাধ্যমত সাহায্য করতে থাকে, যাতে তারা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পারে।

ওয়ারসো থেকে পশ্চাৎবর্তী হলেও সোভিয়েট রাশিয়া যার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়। পোল্যাণ্ড হোয়াইট রাশিয়ার অনেকাংশ—এমন কি মিন্‌স্ক পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। পোল্যাণ্ডের সংগে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার এই লাভ হল যে, সে তার সমস্ত শক্তি রেঙ্গেলের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার সুযোগ পেল। রেঙ্গেল ক্রিমিয়ার তখন নিজের অবস্থাকে খানিকটা সুরক্ষিত করে তুলেছে—এমন-কি ডনেজ বেসিন এবং নীপার নদীর পশ্চিম দিকের ইউক্রেণ অঞ্চল আক্রমণের উদ্যোগ করছে। লাল ফৌজের আক্রমণে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল—ক্রিমিয়ার দ্বারে পেরেকোপ অঞ্চলে কে আত্মরক্ষার্থে দাঁড়াতে বাধ্য হতে হল। ১৯২০ সালের ৭ই নভেম্বর রাত্রে—বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী দিবসে পেরেকোপ অভিমুখে অভিযান শুরু হল। অত্যল্প দিনের মধ্যেই বিপ্লব-বিরোধী ফ্রন্ট—যা অজেয় বলে মনে হয়েছিল—বিধ্বস্ত হয়ে গেল লালফৌজের প্রচণ্ড আক্রমণে। রেঙ্গেল তার অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী নিয়ে

মিত্রশক্তির জাহাজে কনষ্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিল। এইভাবে হোয়াইট বাহিনীর শেষ অভিযানটি ব্যর্থ হয়ে গেল— সোভিয়েট ইউনিয়ন যে অন্তর্যুদ্ধ ও বাইরেকার হস্তক্ষেপের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণ আহুতি দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেছে তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই হস্তক্ষেপ ও অন্তর্যুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন দেশের গঠন কার্যে মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়—দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি-কর্ম, কৃষ্টিগত জীবন পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করে।

Restoration period অন্তে অর্থাৎ ১৯২২-২৭ সালের পর আরম্ভ হয় সোভিয়েট রাশিয়ার পুনর্গঠনের যুগ। এই যুগে গঠনকার্য আরম্ভ হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী (১৯২৮-৩২) ও দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী (১৯৩৩-৩৭) পদ্ধতির কার্যক্রমে তা সিদ্ধও হয়েছে। ইউনিয়নের প্রভূত অর্থ-নৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতিতে রাজনৈতিক (Political power) বলবৃদ্ধিও হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে U. S. S. R-এর বলাবল আজ অতি সুস্পষ্ট। এখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর (১৯৩৮-৪২) কাজ চল্‌ছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নেতৃত্বে, বিশেষত লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে ষ্ট্যালিনের পরিচালনায় সোভিয়েট ইউনিয়নের এই উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে।

নব-অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তন

১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী অন্তর্যুদ্ধের অবসান হয়। য়ুরোপে বৈদেশিকদের সশস্ত্র অভিযানেরও শেষ হয়, একমাত্র পূর্ব-সাইবেরিয়ায় রয়ে যায় জাপানীরা। ১৯২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তারা সেখানে ছিল।

মহাযুদ্ধ, অন্তর্যুদ্ধের এই ছ' বছর সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে সে একেবারে অন্তঃসার-শূন্য হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ জয় করতে শ্রমিকদের ও কৃষকদের যে দাম দিতে হয় তা অতুলনীয়।

মিত্রশক্তিবাহিনী ও শ্বেতবাহিনীর পলায়নের সময় (ভাল কথায় retreat বা পেছনে হটার সময়) শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, করাতের কল, খনিসুলভ সাজ-সজ্জা, সেতু—যা-কিছু হাতের কাছে পেয়েছে ভেঙেচুরে একাকার করেছে। কৃষি-সাজ-সরঞ্জামও বাদ পড়েনি। কৃষি-যন্ত্রপাতি নষ্ট করেছে, সকল রকম প্রতিষ্ঠানাদি ভেঙে চুরমার করেছে, জীবজন্তু হত্যা করেছে। এক কথায়, শ্রমশিল্প ও কৃষিকাজ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া তারা যানবাহন, রাস্তাঘাটও নষ্ট করে অনেক।

সোভিয়েট সরকার সমগ্র সাধারণতন্ত্রের কর্তৃত্ব পেলো বটে, তবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হলে

শ্রমশিল্পে ও কৃষিকাজে বিপুল ব্যয়ের দরকার। মহাযুদ্ধের সময় যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তার তুলনায় এসময়ে শ্রমশিল্পে উৎপন্ন হয় মাত্র ২০ পার্শেণ্ট, কৃষিতে ৩৩ থেকে ৪০ পার্শেণ্ট, তাছাড়া ১৯২১ সালের বসন্তকালীন আবাদের সময়ে চাষীর হাতে ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ লাঙল—তাও আবার ভাঙা-চুরা। ১৯১৪ সালে তার পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ।

এই সব অবস্থাধীনে লেনিনকে নব অর্থনৈতিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। কারণ তখন উৎপাদন বাড়াতে হবে যে-কোন উপায়ে।

লেনিন তাঁর স্বভাব-সুলভ অসীম সাহসের সংগে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। ৮ই থেকে ১৬ই মার্চে দশম পার্টি-কংগ্রেসে (১৯২১ সালে) নানা আলোচনার পর 'নব-অর্থনৈতিক পদ্ধতি' গৃহীত হয় এবং এর অব্যবহিত পরেই কতকগুলো বিধান (বা ডিক্রী) জারী করে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

আগে যেখানে কৃষকেরা শস্যাদি দিয়েই খাজনা দিতো এইসব বিধানাদির বলে, তার বদলে ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাদের উপরে। বিভিন্ন ট্রাষ্টের অধীনে শ্রমশিল্প গঠিত হল; কতকগুলোকে সমবায়, কোম্পানী ও ব্যক্তিগত লোকের কাছে চুক্তিবদ্ধ ভাবে ছেড়ে দেওয়া হল—তবে সবই রইল নেশনেল ইকনমির সুপ্রীম কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে।

আজকের রাশিয়া

প্রথমে যখন কৃষকদের হাতে জমি ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন আশা করা গিয়েছিল যে, রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনানুরূপ যন্ত্রপাতি ও শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি জোগাবে, আর কৃষকরা তাদের উদবৃত্ত শস্য রাষ্ট্রকে দিয়ে দিবে। ট্যাক্সরূপে উদ্‌বৃত্ত ফসল দেওয়া হল বটে. কিন্তু রাষ্ট্র উপরোক্ত কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগাতে সক্ষম হল না। চাষের উপযোগী যন্ত্রপাতি, অশ্ব, গরু প্রভৃতি না পাওয়ায় কৃষকেরা শস্যাদি, শাক-সব্জী, তিসি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করতে সক্ষম হলনা, মহাযুদ্ধের সময় যে-পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হতো সে-পরিমাণ ফসলও পাওয়া গেলনা। কৃষকদের সরাসরি এমন-কোন প্রেরণাই (incentive) ছিলনা যার ফলে তারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করে।

লেনিন বলতেন, কতকগুলো 'কাগজের মুদ্রার' বদলে কৃষকদের থেকে ফসল নেওয়া হয়েছে।

কৃষি যন্ত্রপাতি ও শ্রমশিল্পজাত যেসব দ্রব্য বিদেশ থেকে আনা হ'ল কাগজের মুদ্রার বদলে তা চাষীরা পেলোনা। ফলে তাদের মধ্যে উৎসাহের ভাটা দেখা দিল। উদ্‌বৃত্ত ফসল না পাওয়ায় শহরের শ্রমিকদেরও অশেষ অসুবিধা হতে লাগল। তারাও দমে যেতে শুরু করল।

শ্রমশিল্পকে যে-গতিতে জাতীয়-সম্পত্তি করে তুলতে চাওয়া হয়েছিল, অন্তর্যুদ্ধের চাপে তার চাইতে দ্রুতগতিতে কাজ

সারতে হয়। নতুন বিধানের বলে গভর্ণমেন্ট চেয়েছিল, প্রত্যেক ট্রাষ্ট আত্মনির্ভরশীল হবে, আগেকার যেসব মালিক ও টেকনিকেলম্যান বিরোধিতা করেছে তারা অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান অধীনে পেয়ে এবং দায়িত্বশীলপদ পেয়ে সরলভাবে উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা হলোনা, তারা পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করল। বলশেভিক নেতারা তাদের দিকে সচেতন দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলেন।

এসব নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কর্ণধার ছিলেন তাঁরাই; তাই তাঁরা 'দায়িত্বশীল কর্মচারীদের' নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে কিছুটা সক্ষম হলেন। অবশেষে ১৯২১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'ষ্টেট প্ল্যানিং কমিশন' বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করা হল। দেশের যাবতীয় অর্থ-নৈতিক বিভাগের কর্তৃত্ব তার উপর দেওয়া হল। গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদের কার্যকরী যন্ত্র (machinery) তারা স্থাপন করলেন।

১৯২১ সালের গোড়ার দিকে R. S. F. S. R-এর অর্থ নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল দেখা যাক।

১৯১৭ সালের বসন্তকালে আয় ধরা হয় ৯০০ কোটি রুবল আর খরচ ধরা হয় ৩১০০ কোটি রুবল। ঘাট্‌তি হয় প্রায় ২২০০ কোটি রুবল। নভেম্বর বিপ্লবের সময় আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ দাঁড়ায়।

আজকের রাশিয়া

১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সালে—ব্লকেড, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, অন্তর্যুদ্ধের সময় কারেন্সি আরো দ্রুত অপকর্ষ (depreciated) হয়। শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সের বদলে লওয়া হয় ফসল, মজুরীর বদলে দেওয়া হয় খাদ্য-দ্রব্য, বাসস্থান, ভ্রমণের সুবিধা ইত্যাদি।

নব-অর্থ নৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বাজেট ও কারেন্সীতে সমতা রক্ষার বনিয়াদ পত্তন করা হয়। এর ফলে মাত্র তিন বছরে পুনর্গঠনের কাজের সুব্যবস্থা করা হয়।

নব অর্থ নৈতিক পদ্ধতির প্রচলন মানে পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন নয়। Strategic retreat বা উদ্দেশ্য-মূলক পিছু-হঠা ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ এবং তারই অব্যবহিত পরে নানা বিধান জারীর ফলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নানাদিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠল, শ্রমশিল্প ও কৃষি কাজে দ্রুত উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তোলা হল।

আগে বলা হয়েছে, ট্যাক্স বাবদে যে ফসল লওয়া হত তার বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণের ট্যাক্স লওয়া হয়। মোট উৎপাদনের ১০ ভাগের ১ ভাগ কর বলে ধার্য হয়; জার-আমলে শস্যের ৩০ পার্শেণ্ট কর ধার্য হত। ভাল ভাল বীজ ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি দিয়ে সোভিয়েট সরকার তাদের সাহায্য করতে লাগল। আমেরিকা থেকে হাজার হাজার ট্রাক্টার আনানো হল, পুটিলভ ওয়ার্ক্‌সেও কতক তৈরি হতে লাগল। গ্রামগুলি নানা কো-অপারেটিভে মিলিত হয়ে ট্রাক্টার

কিনে নিতে লাগল। উদ্‌বৃত্ত ফসল বাজারে বেচা-কেনার অনুমতি দেওয়া হল কৃষকদের। ফলে, ১৯২২ সালে যেখানে ৬৩.৫ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন[১] আবাদী জমি ছিল সেখানে ৭০ মিলিয়ান ডেসিয়াটিন জমি হয় ১৯২৩ সালে এবং ১৯২৪ সালে হয় ৭৫.৫ মিলিয়ান ডেসিয়াটিন। ১৯১৩ সালে ছিল ৯৫.৭ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন জমি।

তাছাড়া 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র' (Model farm) স্থাপন করে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে চাষাবাদ শিক্ষাদানের সুযোগ করে দেওয়া হল। পশুজননের আধুনিক পদ্ধতিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কৃষির ন্যায় শ্রমশিল্প পুনর্গঠনের কাজও সহজ ব্যাপার ছিলনা। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, বাইরে থেকে ধার পাওয়া অসম্ভব। ১৯২৪ সালের শেষ পর্যন্ত কয়লার উৎপাদন হয় মহাযুদ্ধের সময়কার উৎপাদনের মাত্র ৫২%, ধাতব দ্রব্যাদি ২৫%; পশম ১১৯.৫ পার্শেণ্ট; সমগ্র শ্রমশিল্পে মাত্র ৪২ পার্শেণ্ট মাল উৎপন্ন হয়।

২০০ জন অভিজ্ঞ নিয়ে যে 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন' (Gosplan) গঠিত হল তার তত্ত্বাবধানে কাজ চললো বেশ দ্রুতগতিতে। ১৯২১ সালের মার্চ থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলো ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ট্রাষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

[১] ১ ডেসিয়াটিন—২.৭৫ একরের সমান।

প্রত্যেকটীর জন্য আলাদা আলাদা সনদ দেওয়া হল। শ্রম-শিল্পাদি পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্রীয় ট্রাষ্টগুলো পরিচালনার যে নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তার সামঞ্জস্যের জন্য ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল এক বিধান জারী করা হয়। তার বলে সুপ্রীম ইকনমিক কাউন্সিল প্রত্যেকটি ট্রাষ্ট গঠন করে ঋণ শোধক্ষম ভিত্তিতে পরিচালনা করার বন্দোবস্ত করে দেয়। প্রত্যেক ট্রাষ্টের 'বোর্ড অব ডাইরেক্টাররা' তার ভালমন্দের জন্য দায়ী থাকে। ট্রাষ্ট্র এবং ট্রেডইউনিয়নের সম্পর্ক আইনের বলে নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাজেটের দিক দিয়েও একটা সুব্যবস্থা হয় ১৯২৪-২৫ সালে। তার আগে উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ঘাটতিই হত প্রচুর। শুধু 'কাগজের মুদ্রা' বার করেই কাজ চালানো হত। উক্ত বছরে বাজেটে সমতা (Balanced) স্থাপিত হয়। এ সময়ে স্থায়ী মুদ্রা-নীতিও (Stable Currency) সংস্থাপিত হয়।

নব অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় অনেকেই ভবিষ্বাণী করেছিলেন, বিদেশের অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া শ্রমশিল্পাদির যথোচিত ব্যবস্থাদি অসম্ভব।

কিন্তু এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। নভেম্বর বিপ্লব থেকে উদ্ভূত নবীন কৃষক ও মজুরদের সৃষ্টিশীল কর্ম-প্রেরণার সাহায্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ সালেই মহাযুদ্ধের আগেকার স্তরে পৌঁছায়, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া সমগ্র

য়ুরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আজ জগতের সমালোচকরা বুঝতে পেরেছে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্যই নব অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রবর্তন না সাময়িক পরিস্থিতিকে আয়ত্বে আনার জন্যই তার প্রবর্তন।

পঞ্চবার্ষিকী তিনটির সময় কি ভাবে এই নব অর্থনৈতিক পদ্ধতির বিলয় হয়ে যায় তা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যাবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতি

[১৯২৮—৩২]

সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজ ১৯২৮ সালে অনেকটা শেষ হয়। ১৯২৩ সালে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় ১৯২৭-২৮ 'অর্থনৈতিক বছরে' তার ১১৩·৭ পার্শেন্ট উৎপন্ন হলেও দেশ প্রধানত কৃষিপ্রধানই রয়ে যায়। সোভিয়েট সরকারের প্রধান সমস্যা লোকজনের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, দেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক মালমশলার প্রসার সাধন, ইউ, এস, এস, আর-কে উন্নতিশীল শিল্প-প্রধান দেশরূপে তৈরি করে তোলা, নেশনেল ইকনমির সমাজতান্ত্রিক রূপ প্রবর্তন করা, আর দেশকে সুরক্ষিত করে তোলা। তা করতে হলে শ্রমশিল্পে ও কৃষিশিল্পে অতি আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা চাই।

এই উদ্দেশ্যে প্রবুদ্ধ হয়েই 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন' ('Gosplan') পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করে। সোভিয়েট সরকার ১৯২৮ সালের পয়লা অক্টোবর তা প্রবর্তন করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক অর্থনৈতিক বা কৃষ্টিগত কার্যাবলী এই পঞ্চবার্ষিকীর নিয়ন্ত্রণাধীন। শ্রমশিল্পের প্রত্যেক বিভাগের গতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রধানত শ্রমশিল্প-প্রধান দেশ হতেই হবে।

এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা প্রথমে অসম্ভব বলে অনেকের মনে হলেও পাঁচ বছরের মধ্যে সোয়া চার বছরেই প্রায় ৯৬·৪ পার্শেণ্ট সফল হয়ে উঠে অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই প্রথম পরিকল্পনা সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রমশিল্পের নানাবিভাগে সোভিয়েটের স্থান নিচে দেওয়া হল। ১৯১৩ সাল থেকে শ্রম-শিল্পের উন্নতির গতি বুঝা যাবে তাতে।

পৃথিবীতে স্থান

	১৯১৩ সাল	১৯২৮	১৯৩২	য়ুরোপে স্থান
বিদ্যুৎশক্তি	৩৫	১০	৭	৪
কয়লা	৬	৬	৪	৩
পিট	—	—	১	১
তৈল	২	৩	২	১
পিগ লোহা	৫	৬	৫	৪
ইস্পাত	৫	৫	৫	৪
যন্ত্রপাতি	৪	৪	২	১
কৃষি যন্ত্রপাতি	—	৪	২	১
কম্বাইন	—	—	২	১
মোটরকার, লরী	—	১২	৭	৫
ট্রাক্‌স্	—	১১	৬	৪
তাম্র	৭	৯	৯	২
এলুমিনিয়াম	—	—	১১	৯
সিমেণ্ট	—	৮	৭	৫
Superphosphates	—	১৮	৯	৬

এই সময়ের মধ্যে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমশিল্পে ও কৃষিশিল্পে উভয়েই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়। ১৯২৮ সালে সমাজতান্ত্রিক বৃহদাকারের শ্রমশিল্পের (Socialised large-scale Industry) উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৯ পার্শেণ্ট পৌঁছায়।

কৃষি

কৃষিক্ষেত্রেই প্রধানত বেশি কাজ দেখা দেয়। 'সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় কৃষিশালায়'[১] পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বেশি অসুবিধা হয়নি ; কারণ এগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অনুরূপভাবেই চালনা করা হয়। তবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যক্তিগত জোত (holding) নিয়ে যে সমস্যা দেখা দেয়, সেটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কতকগুলো ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র নিয়ে 'যৌথকৃষিক্ষেত্র'[২] (Collective farms) স্থাপন ক'রে এর সমাধান করা হল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এগুলো চালানো হল।

এই পদ্ধতি কতটা সফল হল তা এ থেকেই বুঝা যায় যে, এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলেই ১ কোটি ৫০ লক্ষ পৃথক জোত জমি একত্র করে ২১১,০০০টী যৌথকৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রায় ৬০ পার্শেণ্ট জোত জমি একত্রীভূত করা হয়।

---

১ সোভ্‌খোজ ; ২ কোল্‌খোজ।

'সোভিয়েট নেশনেল ইকনমির' সোস্থালাইজেসনের উন্নতি গতি নিচে দেওয়া গেল।

	১৯২৮	১৯৩২
নেশনেল ইকনমি	৪৪·০	৯৩·০
বৃহৎশিল্পের মোট উৎপাদন	৯৯·০	৯৯·৯৩
আবাদী মোট জমি	২·৮	৭৪·৭
খুচরা ব্যবসায়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে মূলধন নিয়োগ করা হয়।	৭৫·২	৯৯·০

শ্রমশিল্প

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির সফলতায় সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিশিল্পপ্রধান (Agrarian Industrial Country) দেশ থেকে উন্নত ধরণের শ্রমশিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়।

নেশনেল ইকনমির মোট উৎপাদনে শ্রমশিল্প ও কৃষিশিল্পের হার ঃ

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩২
শ্রমশিল্প	৪২·১	৫৩ ১	৭০·৭
কৃষিশিল্প	৫৭·৯	৪৬·৯	২৯·৩

প্রথম বার্ষিকীর সময় উৎপাদনোপায়ের (means of production) উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। প্ল্যান অনুযায়ী নতুন নতুন কারখানা ও তার সাজসরঞ্জামাদি তৈরির যন্ত্রাদির

উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাতে বড় বড় যন্ত্রাদির বিদেশ থেকে আমদানী কমে যায়।

ভোগের দ্রব্যের চাইতে উৎপাদনোপায় কত বেড়ে যায় নিচের হিসাবে তা দেওয়া গেল:

	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩২
উৎপাদনোপায় (Producers' good)	৪১.৮	৪৪.৪	৫৬.০
ভোগের দ্রব্য (Consumers' good)	৫৮.২	৫৫.৬	৪৪.০

শ্রমশিল্পের কতকগুলো বিভাগে উন্নতি খুব দ্রুতগতিতে চলে। যন্ত্রপাতি গঠন ১৯২৮ সালে মোট শ্রমশিল্পের উৎপন্নদ্রব্যের ১৩.৫ পার্শেণ্ট ছিল; ১৯৩২ সালে তা দাঁড়ায় ২৬.১ পার্শেণ্ট—প্রায় দ্বিগুণ।

১৯২৮ সালের আগে যে-সব শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না, বা নামেমাত্র যার অস্তিত্ব ছিল, সেগুলি হল ট্রাক্‌টার ও অটোমোবাইল, মেশিন, টুল্‌স, উড়োজাহাজ, কেমিকেল দ্রব্য।

১৫০০ নতুন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি ছাড়াও অনেকগুলো কারখানা অতি আধুনিক ধরণে পুনর্গঠন করা হয়।

নব-নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদিত দ্রব্যের মোট সমষ্টি ১৯৩২ সালে যা দাঁড়ায় তা চমকপ্রদ; কারণ এর অনেকগুলোই সবে মাত্র ১৯৩১ সালে, এমন কি ১৯৩২ সালে নির্মিত হয়। যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর সে সীমায় তারা তখনো পৌঁছায়নি।

১৯৩২ সালে এই সব নতুন প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন :

সমস্ত শ্রমশিল্পের	৩৬ পার্শেন্ট
উৎপাদনোপায়ের	৪২·২ "
ভোজ্য দ্রব্যের	২৮·৪ "
বিদ্যুৎশক্তির	৬৮·৬ "
লৌহজ ধাতুর	২৩·৪ "
অ-লৌহজ শ্রমশিল্পের	৩৪·২ "
ধাতব-শ্রমশিল্পের	৪১·০ "
মূল রাসায়ণিক শ্রমশিল্পের	৬০·৮ "
চামড়া ও জুতাদি শ্রমশিল্পের	৪৯·৪ "
তৈরি জুতাদি শ্রমশিল্পের	৬৪·১ "
খাদ্যদ্রব্য শ্রমশিল্পে	২৫·৭ "

১৯৩২ সালের ১০ই এপ্রিল যে-হিসাব নেওয়া হয় তাতে দেখা যায় যে, মোট ১৮১,৪০৩টি ধাতবদ্রব্য-কাটার মেশিনের মধ্যে ৪৪ পার্শেন্ট প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে সোয়া ৩ বৎসরের মধ্যেই খাটানো হয়। এই সময়ে ধাতু-পেটানো মেশিনের ৪৪৬·১ পার্শেন্ট কাজে লাগানো হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর গোড়া থেকেই শারিরীক-শক্তির পরিবর্তে যাতে যান্ত্রিক-শক্তির প্রয়োগ চলে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। যদিও ইতিমধ্যেই এদিকে অনেকটা সাফল্য দেখা দেয়, অনেকগুলো বিভাগে দৈহিক-শক্তির বদলে যান্ত্রিক-শক্তির প্রবর্তন হয়ে গেছে, তাহলেও দৈহিক-শক্তির

স্থানে যান্ত্রিক-শক্তির প্রয়োগ দ্বিতীয় বার্ষিকী কার্যপদ্ধতির অন্তর্গত। ১৯৩২ সালে ডনেট্জ্ বেসিন থেকে যে কয়লা তোলা হয় তার ৭১·৯ পার্শেণ্ট যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হয়; পিটের উৎপাদনেরও ৬৪ পার্শেণ্ট যন্ত্রের সাহায্যে; কাঁচা লোহার ২৫·৫ পার্শেণ্ট এবং দেশলাই-শিল্পের ৮০ পার্শেণ্ট অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে শ্রমশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায় অর্থাৎ যথাক্রমে ১৫,৮১৮ মিলিয়ন রুবল মিলিয়া ও ৩৬,৮১৩ রুবল মূল্যের দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

১৯১৩ সালের তুলনায় শ্রমশিল্পে পঞ্চবার্ষিকীর আন্দাজ (estimate) ও প্রকৃত উৎপাদিত-দ্রব্যের হিসাব দেওয়া হোল। এই হিসাবে ১৯২৬-২৭ সালের বাজার-দরে এবং মিলিয়ন রুবল হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে:

উৎপাদিত মোট	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩২	পঞ্চবার্ষিকী ১৯২৮ মতে আন্দাজ	১৮৩২ সালের তুলনায় বৃদ্ধির হার
শ্রমশিল্প দ্রব্য	১০,২৫১	১৫,৮১৮	৩৬৮১৩	৩৬,৬০০	১৩২·৭
গ্রূপ "ক"	৪,২৯০	৭,০২৪	২০,৪৮৬	১৭,৪০০	১৯১·৬
গ্রূপ "খ"	৫,৯৬১	৮,৭৯৪	১৬,৩২৭	১৯,৩০০	৮৫·৬

পঞ্চবার্ষিকীর সময় Socialised Sector-এ যে-পুঁজি

খাটানো হয় তার পরিমাণ ৫০,৫০০ মিলিয়ন রুবল; পঞ্চবার্ষিকীতে এইজন্য অনুমান করে ধরা হয়েছিল ৪৬,৯০০ মিলিয়ন রুবল।

পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলে নেশনেল ইকনমিতে মূল-পুঁজি ও নিযুক্ত-পুঁজির (Basic Capital ও Capital investment-এর) বাৎসরিক বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া গেল:

	জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাধীনে মূলপুঁজি In million Roubles (In 1933 prices)	In million Roubles (In prices of the respective years) জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় নিযুক্ত পুঁজি।
১৯২৮	৪৯,৩৯৪	৪,০৯৭
১৯২৯	৫১,৬৪৫	৫,৮৭৩
১৯৩০	৫৯,৯০৩	৯,২৫০
১৯৩১	৭১,৮৭০	১৪,৯০৪
১৯৩২	৮৫,২২২	১৯,০০০

কৃষি-বিভাগে মূল পুঁজি পাঁচগুণ বেড়ে যায় অর্থাৎ ১৯২৮ সালে যেখানে ১৯১৬ মিলিয়ন রুবল ছিল ১৯৩২ সালে তা বেড়ে ১১,৩৬৭ মিলিয়ন রুবল হয়। ট্রাকটার পার্কের (Tractor Park-এর) অশ্বশক্তি ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর ছিল ২৭৮,১০০, h.p.; ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী তা হয় ২,২২৫,০০০ h.p.।

যান-বাহন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলে রেলওয়ের যান্ত্রিক উন্নতি, রেলপথের দৈর্ঘ্যের (length) প্রসার সাধন হয়। তবে উক্ত পদ্ধতির আমলে শ্রমশিল্পের যে-প্রকার উন্নতি হয়েছে তার পক্ষে যে তা অপ্রচুর তার সন্দেহ নেই।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত লৌহবর্ত্ম স্থাপন করা হয়েছে মোট ৬৫০০ কিলোমিটার, স্টেশন লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ৫০০০ কিলোমিটার। তুর্কিস্থান-সাইবেরিয়ান-রেল লাইন তৈরিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইহা ১৪৪২ মাইল লম্বা। এই লাইন মধ্য-সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্র ও পশ্চিম-সাইবেরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

লৌহবর্ত্মের উপরকার বাষ্পীয়যন্ত্র ও শকটাদির সংস্কার ও উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। যা তখনো বর্তমান ছিল তা অত্যন্ত পুরাণো ও নিকৃষ্ট ধরণের ছিল। এই সময়ে নতুন এক প্রকার ইঞ্জিনের প্রবর্তন হয়; "E" ধরণের ইঞ্জিন-গুলোর টেনে নেওয়ার শক্তি (traction power) যুদ্ধের আগেকার গুলোর চাইতে শতকরা ৭৫ পার্শেণ্ট বেশি। প্রায় ১৪০০ কিলোমিটারের উপরকার গাড়ী বৈদ্যুতিক বলে চালিত হয়।

স্বয়ং-চালিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Block-signalling) আগে কোথাও ছিল না; এক্ষণে প্রায় ৫৮৩ কিলোমিটারের

ওপর তার প্রবর্তন করা হয়েছে। রেলপথে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। প্রথমবার্ষিকীর শেষে ১৫৩ কিলোমিটার পথে বৈদ্যুতিক শক্তি বলে গাড়ী চালিত হয়।

১৯৩২ সালের দিকে মালবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ীর জন্য পরিকল্পিত বরাদ্দ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়; তবে আশানুরূপ কাজ হয় নি।

পরিকল্পনা মতে মাল ও যাত্রীর চলাচলে কি পরিমাণ পুঁজি খাটানোর কথা ছিল, কতই বা খাটাতে হয় তার হিসাব নিচে দেওয়া গেল :

	Freight মিলিয়ন টন		যাত্রী মিলিয়ন		নিয়োজিত পুঁজি মিলিয়ন রুবল	
	পরিকল্পনা মতে	প্রকৃত খরচ	পরিকল্পনা মতে	প্রকৃত খরচ	পরিকল্পনা মতে	প্রকৃত খরচ
১৯২৯	১৬৫·০	১৮৭·৬	৩০২·৩	৩৬৫·২	৫১৮	৮৭৩
১৯৩০	১৮৫·০	২৩৮·৪	৩৩৭·৫	৫৫৭·৭	৭৪৩	১,২৪২
১৯৩১	২১০·০	২৫৮·৩	৩৮০·৮	৭২৩·৭	৯৫০	১,৯৬০
১৯৩২	২৪০·৩	২৬৭·৯	৪১৬·৭	৯৬৭·১	১১৮৭	৩,০০০

যোগাযোগসম্পন্ন জলপথের সুব্যবস্থা এই সময়ে আরম্ভ হয়। হোয়াইট-সি-বাল্‌টিক খালের কাজ ১৯৩৩ সালে শেষ হয়। এই খালে হোয়াইট-সি ও বাল্‌টিক-সির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ম্যারিন্‌স্‌ক্‌ সিষ্টেমের ফলে ভলগা নদীর সংগে ক্যাস্পিয়ান উপসাগরের যোগাযোগ হয়।

জাহাজাদি চলাচলের উপযুক্ত জলপথের পরিমাণ এই সময়ে ৭১,৬০০ কিলোমিটার থেকে ৭৭,৬০০ কিলোমিটারে উঠে। সিগনেল সম্বলিত জলপথের পরিমাণও ৫২,১০০ কিলোমিটার থেকে ৫৮,২০০ কিলোমিটারে উঠে।

মাল ও যাত্রী বহনেও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করা হয়। ১৯২৮ সালে যেখানে ৩৯,৮৮২,০০০ মেট্রিক টন মাল নেওয়া হয়, সেখানে ১৯৩২ সালে ৭[illegible],৯২২,০০০ মেট্রিক টন মাল চলে। ১৯২৮ সালে যাত্রী হয় ২০,০২২,০০০ জন এবং ১৯৩২ সালে সে স্থানে ৪৩,৬০০,০০০ জন, প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি।

বাণিজ্যিক মালাদির পরিমাণও ঐ সময়ে ১৮,৪১৬,০০০ টন থেকে ৩৪,৩৪৯,০০০ টন হয়।

পরিকল্পনার আদিতে আকাশ-পথের মাত্র শৈশবাবস্থা। প্রথম পরিকল্পনার সময় তার অনেক উন্নতি হয়—আকাশ-পথের পরিমাণ ৯,৩২৬ কিলোমিটার থেকে ৩১,৯০০০ কিলোমিটারে উঠে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

গোড়ার দিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যায়: ১৯২৮ সালে ৭৯৯,৫৩২,০০০ রুবলের মাল রপ্তানী হয়, ১৯৩০ সালে ১,০৩৬,৩৭১,০০০ রুবলের মাল রপ্তানী হয়। এর পরই রপ্তানীতে মন্দা পড়ে যায়। এর কারণ কতকটা সর্বজনীন মন্দা (Slump); তা ছাড়া, নিজেদের বাজারে চাহিদা বেড়ে যাওয়া

এবং বহির্বাণিজ্যে পরিবর্ধমান স্বাধীনতাও তার কারণ। ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালের রপ্তানী ৩৯ পার্শেণ্ট কমে যায়।

জগত-জোড়া বাজারে দ্রব্যের দর মন্দা পড়ে যাওয়ার দরুণ অর্থের পরিমাণে যে কমতি দেখা যায় তাতে এই বুঝায় না যে, মাল উৎপাদন অনেক কমে গেছে। ১৯৩২ সালে ১৯২৯ সালের চাইতে মাল বেশি গেছে ; ১৯২৯ সালে মাল রপ্তানী হয় ১৪·১ মিলিয়ন টন, ১৯৩০ সালে ২১·৫ মিলিয়ন টন, ১৯৩১ সালে ২১·৮ মিলিয়ন টন এবং ১৯৩২ সালে ১৭·৫ মিলিয়ন টন।

১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালের আমদানীও ২২ পার্শেণ্ট কম ছিল। জগৎ-জোড়া বাজারে আমদানীর পরিমাণ ৬০ পার্শেণ্টের জায়গায় সোভিয়েটের এই অল্প পড়তিতে তাদের জগৎ-জোড়া বাজারের হাত থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তিরই সূচনা বুঝায়। সোভিয়েটের বহির্বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়নি তাতে।

প্রথম পদ্ধতির সময় আমদানী ও রপ্তানীর যে হিসাব সোভিয়েট মাশুলের মারফতে পাওয়া যায় তা[illegible] তার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায় ঃ

(হাজার রুবলে)

	রপ্তানী	আমদানী	মোট টার্ণওভার
১৯২৮	৭৯৯,৫৩২	৯৫৩,১০৪	১,৭৫২,৬৩৬
১৯৩০	১০,৩৬,৩৭১	১,০৫৮,৮২৫	২,০৯৫,১৯৬
১৯৩২	৫,৭৪,৯০০	৭০৪,০০০	১,২৭৮,৯০০০

রপ্তানী দ্রব্যের প্রকৃতিতেও যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাতে দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতিরই সূচনাবোধক। যুদ্ধের আগে মোট রপ্তানীয় ২৬·২ পার্শেণ্ট ছিল শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য, সেস্থলে ১৯২৮ সালে ৫৩·৮ পার্শেণ্ট ছিল; ১৯৩২ সালে ৫৮·৩ পার্শেণ্ট দাঁড়ায়।

নিচেকার লিপিতে এই পরিবর্তন দেখানো গেল।

	১৯১৩	১৯২৮	১৮৩২
কৃষিজাত দ্রব্য	৭৩·৮	৪৬·২	৩১·৭
অন্যান্য দ্রব্য	২৬·২	৫৩·৮	৬৮·৩

এই দফার মধ্যেও আবার এই ক'বছরে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়; যেমন, ১৯১৩ সালে কৃষিজাত যে-সব দ্রব্য রপ্তানী করা হয় তার মধ্যে কাঁচামাল ছিল ৯০·৬ পার্শেণ্ট। ১৯৩২ সালে তার পরিমাণ ৭৭·৩ পার্শেণ্টে দাঁড়ায়। তার কারণ, দেশের মধ্যে এই সব কাঁচামালের চাহিদা বেড়ে যায়। শস্য রপ্তানী ১৯১৩ সালে ছিল ৯,৬০০,০০০ টন, ১৯৩২ সালে তা দাঁড়ায় ১,৭৬০,০০০ টনে।

ভেড়ার লোম, চামড়া ও ফ্লাক্সের রপ্তানীর হার বেড়ে যায়।

তৈরী মাল (Finished goods) রপ্তানী অতি দ্রুত বেড়ে চলে। এগুলো সাধারণত প্রাচ্যে রপ্তানী করা হতো আর কাঁচামাল ও খাদ্য-দ্রব্য পাশ্চাত্য দেশে পাঠানো হত।

মিউনিসিপাল উন্নতি

নতুন নতুন শ্রমশিল্পকে কেন্দ্র করে যে-সব শহর গজিয়ে উঠতে লাগল নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে সে-সব শহর গড়ে তোলা চলল। তার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হল। শুধু বাসস্থান তৈরির জন্যই ৫০০০ মিলিয়ন রুবল খরচ পড়ে।

যেখানেই নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান বা কোন-কিছুর গঠন কার্য শুরু করা হয়, সেখানেই বাসস্থানাদি এমন কি নতুন নতুন শহর দেখা দিতে শুরু করে। প্রথমে প্রয়োজনীয় লোকজনের বিজ্ঞানসম্মত বাসস্থান তৈরি হয়, তারপর আরম্ভ হয় তাদের সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী—"কৃষ্টির প্রাসাদ," ভোজন গৃহ, থিয়েটার, সিনেমা, ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শিশুসদন, স্নানাগার একে একে তৈরি হতে থাকে।

ডোনেটজের কয়লা অঞ্চলে, বাকুর তৈল কূপের ন্যায় পুরাণো পুরাণো শ্রমশিল্পের কেন্দ্রে—যেখানে শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা তখনো আদিম ধরণের ছিল, যেখানে তারা পর্ণকুটীরে বা ব্যারাকে বাস করে সেখানে 'শ্রমিকাবাস' তৈরি হতে লাগল।

নতুন নতুন শ্রমশিল্প-প্রধান নগরী তৈরি হল বা তৈরি শুরু করা হল। ষ্ট্যালিনগ্রাড, সেলিবিনস্ক, ম্যাগ্নিটোগরস্ক, আইগার্কা, কিরোভস্ক, ষ্ট্যালিন্স্ক, ষ্ট্যালিনাবাদ প্রভৃতি শহর পত্তন করা হল।

গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হতে লাগল, নতুন নতুন স্কোয়ার দেখা দিতে লাগল, বাসস্থানের জন্য জায়গা বাড়ানো হল।

গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্যের সংগে সংগে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও এসে জুড়ে বসল। আগেকার নগরীগুলোকেও বিদ্যুৎ, খাল ও যথোপযুক্ত জল সরবরাহের সাহায্যে চাংগা করে তোলা হয়। পঞ্চবার্ষিকীর শেষ দিকে ৫০টি শহরে ট্রাম চলে, ১৯২৮ সালে মাত্র ৩৯টি শহরে ট্রাম চলত। যুদ্ধের আগে রাশিয়ায় মোটর-বাস ছিল না বললেই হয়; এই সময়ে ১১৭টি শহরে মোটর বাস চালানো হল। বিদ্যুত-শক্তি সর্বত্রই প্রযুক্ত হয়। বড় বড় কেন্দ্রের তো কথাই নেই। যুদ্ধের আগে যেখানে ২১টি শহরে পয়-প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল সেখানে এই সময়ে ৫৫টি শহরে তার সুব্যবস্থা হয়।

৩৬২টি শহরে জলের সুব্যবস্থা করা হয়; ১৯১৭ সালে মাত্র ২৩৪ টি শহরে সাধারণ গোছের জলের ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৮ সালের তুলনায় জলের ব্যবস্থা মস্কোতে দ্বিগুণ, খারকোভে চারগুণ, বাকুতে প্রায় সাড়ে তিনগুণ আর গোর্কি শহরে প্রায় সাতগুণ বাড়ানো হয়।

মিউনিসিপাল ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, "অল-ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মিউনিসিপাল ইকনমি"র হাতে।

আজকের রাশিয়া

লেবার

প্রথম পঞ্চমবার্ষিকীর আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান অন্যতম।

১৯২৯ সালেও ১'৬ মিলিয়ন বেকার ছিল। ১৯৩০ সালে সবাইকে কাজ দেওয়া হয়। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চল থেকেও বহুলোককে এনে শ্রমশিল্পে বহাল করা হয়। প্রথম বার্ষিকীর পত্তনকালে শ্রমশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২'৬ মিলিয়ন। সাকল্য নেশনেল ইকনমিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা তখন ১২'১৬ মিলিয়ন থেকে ২২'৯৪ মিলিয়ন উঠে। যান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নতির ফলে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ৪১% পার্শেণ্ট বেড়ে যায়, গড়পড়তা মজুরীর হারও দ্বিগুণ হয়ে যায়। বেতনের তহবিল ১৯২৮ সালে ছিল ৮১৫৮'৮ মিলিয়ন রুবল, তার স্থানে ১৯৩২ সালে হয় ৩২,৭৩৭'৭ মিলিয়ন রুবল।

বাসস্থানের উন্নতিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ২৩'৫ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার পরিমিত স্থানে নতুন বাসগৃহ তৈরি হয়। ১৯২৮ সালে সাধারণের ভোজনাগারে আহার করে সাড়ে সাত লক্ষ লোক, আর ১৯৩১ সালে প্রায় দেড়কোটি লোকের আহার জোগান হয় সাধারণত ভোজনাগারে।

নতুন নতুন প্রয়োজনাদি মিটানোর তাগিদে বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটগুলোতে

শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। টেকনিকেল স্কুলে ১৯২৭-২৮ সালে যেখানে ছিল চার লক্ষ তের হাজার ছাত্র তার স্থানে ১৯৩২ সালে হয় প্রায় পৌনে তের লক্ষ ছাত্র।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নতি কম হয়নি। ১৯২৭-২৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে যেখানে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ সেখানে পঞ্চবার্ষিকীর শেষ দিকের সংখ্যা ছিল দু' কোটি ১৮ লক্ষ। ১৯১৪-১৫ সালে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮ লক্ষ।

১৯৩২ সালে বয়স্ক-শিক্ষার ফলে বয়স্ক মজুরদের শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত হয়। ১৯২৮ সালেও এইরূপ শিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল ৫৮'৪ পার্শেণ্ট।

বেতার-বার্তা, সিনেমা বা আধুনিক আবিষ্কৃত বস্তুর সাহায্যে জনগণের কৃষ্টিগত উন্নয়নের সর্ববিধ চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতি

[১৯৩৩-৩৭ সাল]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলে বৃহদায়তনের শ্রমশিল্প, বিশেষ করে গুরু শ্রমশিল্প (Heavy Industry)—বিদ্যুতীকরণ, সাধারণ ও কৃষিসম্পর্কিত মেশিন তৈরি, ধাতব প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির এবং বৃহয়াতনের যৌথ কৃষিশালা পত্তনের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির বনিয়াদ গড়ে তোলা হয়। শ্রমশিল্প এবং কৃষি থেকে পুঁজিবাদ এবং আগাছাদি দূর করে শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের পথ খোলসা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক পদ্ধতির যান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করা এবং বৃহদায়তনের শ্রমশিল্পের আরো উন্নতি সাধন করা। দক্ষিণে এবং ইউরাল-কাজনেট্স্ক বেসিনে ধাতব শ্রমশিল্পের প্রসার সাধন, এবং পূর্ব-সাইবেরিয়ায় এবং সুদূর প্রাচ্যে নতুন নতুন ধাতব শ্রমশিল্প গড়ে তোলার প্ল্যান করা হয়। মেশিন গঠন শ্রমশিল্পের উন্নতি, (তার মধ্যে কৃষিযন্ত্রাদি ও মেশিনাদি, যানবাহনের সাজসজ্জা, লঘু শিল্প ও খাদ্য শিল্প, অটোমোবাইল ও লোকোমোটিভ, কয়লার খনি, তৈল শ্রমশিল্প প্রভৃতি রয়েছে) আরো দ্রুত বেগে

চালাতে হবে। মূল্যবান ধাতুর শ্রমশিল্পের উন্নতি এবং নতুন নতুন তৈল ও কয়লা খনির অঞ্চলগুলির উন্নতি সাধনও এই বার্ষিকীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।• লঘুশিল্প ও খাদ্যশিল্প প্রভৃতি ব্যবহার্য পণ্যের (consumer's goods) উৎকর্ষ ও পরিমাণ বাড়ানোর উপরও জোর দিতে হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় শ্রমশিল্পে যেখানে মোট বরাদ্দ ছিল ২৫ মিলিয়ার্ড রুবল, * সেখানে দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ছিল ৬৯.৫ মিলিয়ার্ড রুবল; তন্মধ্যে গুরু শ্রমশিল্পে ব্যয় করা হবে ৫৩.৪ (প্রথম বার্ষিকীতে ২১.৩ মিলিয়ার্ড রুবল খাটানো হয়) মিলিয়ার্ডরুবল। লঘু শিল্প ও খাদ্য শিল্পে বরাদ্দ করা হয় ১৬.১ মিলিয়ার্ড রুবল। প্রথম বার্ষিকীতে খরচ হয় ৩.৫ মিলিয়ার্ড রুবল।

কৃষিতে সমবায়ীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। তা ছাড়া, পশুজনন, মাখন, পনীর প্রভৃতির বড় বড় কারখানা গড়ে তুলতে হবে, গ্রাম্য-কারিকরদের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, কৃষিতে যান্ত্রিকতা সাধনের (mechanasation) কালে অর্থাৎ ট্রাকটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির তৈরীর কালে কৃষির উন্নতি দ্রুতবেগে চলতে থাকে। কাজেই প্রথম বার্ষিকীতে যেখানে ৯.৭ মিলিয়ার্ড রুবল খরচ করা হয় সেখানে

* একশো কোটিতে ১ মিলিয়ার্ড।

দ্বিতীয় বার্ষিকীতে বরাদ্দ করা হয় ১৫·২ মিলিয়ার্ড রুবল। সেচের কাজ ব্যাপকভাবে করতে হবে।

রেলওয়েতে ১৮·৫ মিলিয়ার্ড রুবল খরচ করা হবে। যে ট্রাঙ্ক লাইন তখনও টিঁকে আছে তার সংস্কার করতে হবে। সাধারণ চলাচলের সাথে যোগ রেখে নতুন শ্রমশিল্পের অঞ্চলগুলির সংযোগ স্থাপনের জন্য নতুন রেলপথ স্থাপন করতে হবে। তা ছাড়া নানা লাইনে বিদ্যুতের প্রচলন করতে হবে।

কাঁচা মাল-মশল্লা যে সব অঞ্চলে পাওয়া যায় তার ধারে কাছে শ্রমশিল্প গড়ে তুলে স্থানীয় পশ্চাদপদ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতিদের অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা শুরু করা হয় প্রথম বার্ষিকীর সময়। জারের আমলে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের চার ভাগের তিনভাগই তৈরী হ'ত মস্কো, আইভানোভো, সেন্টপিটার্সবার্গ প্রদেশ ও ইউক্রেণ—এই চারিটি অঞ্চলে। সাইবেরিয়া, ককেশাস্, ট্রান্স-ককেশিয়া, মধ্য-এশিয়া কাঁচা মাল সম্পদে সুবিখ্যাত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তাদের উপনিবেশে যা করে থাকে জারও সে ভাবে এ সব স্থানের কাঁচামাল লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত থাকত, স্থানীয় অধিবাসীদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা হতো, দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রাখা হত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক সুবিধা-সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হতো।

দেশের কোথায় কি কাঁচামালাদি আছে জার-সরকার তারও বিশেষ কোন খবর রাখার দরকার কিছু মনে করতো না। রুশীয় ও বৈদেশিক পুঁজিপতিরা সস্তায় ও সহজে কি করে কাঁচামাল পাওয়া যাবে তারই চেষ্টা করত।

ইউ, এস, এস, আরের পরিকল্পনা ছিল দেশকে শ্রমশিল্প প্রধান করে গড়ে তোলার; কোন-কিছুর জন্য, বিশেষ করে উৎপাদনোপায়ের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে থাকতে না হয়। উৎপাদনোপায় (producers' goods) ১৯৩২ সালে উৎপন্ন হয় ২১·৬ মিলিয়ার্ড রুবলের; দ্বিতীয় বার্ষিকীর আমলে ১৯৩৬ সালে উৎপন্ন হয় ৪৯·১ মিলিয়ার্ড রুবল দামের (১৯২৭-২৭ সালের দরে)। ১৯৩৭ সালে উৎপাদনোপায় তৈরি হয় ৫২·৪ মিলিয়ার্ড রুবল দামের।

অধিকাংশ বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পে—মেশিন-তৈরি (কৃষিযন্ত্রপাতি সুদ্ধ), কাঁচা-মাল, ষ্টিল, কেমিকেল দ্রব্য, কয়লা, তৈল, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে এবং যে-সব শ্রমশিল্পে পরিকল্পনানুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন হয়নি তাতেও যা উৎপন্ন হয়েছে তাও ১৯৩২ সালের চাইতে অনেক বেশি—যুদ্ধের আগের চাইতে যে অনেক বেশি ত না বললেও চলতে পারে।

ব্যবহার্য পণ্য (consumer's goods) পরিকল্পনামত উৎপন্ন হয়নি। তা সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৩২ সালে ১৭·২ মিলিয়ার্ড রুবল দামের ব্যবহার্য-দ্রব্য তৈরি

হয়, ১৯৩৬ সালে ৩১'৮ মিলিয়ার্ড রুবল দামের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৯১৩ সালে মাত্র ৬'৩ মিলিয়ার্ড রুবল দামের জিনিষ উৎপন্ন হয়।

লঘুশিল্পে (Light industries) ১৯৩৬ সালে যে-দ্রব্য উৎপন্ন হয় ১৯৩৭ সালে তার চাইতে ১১'২ পার্শেন্ট বেশি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। খাদ্য-শিল্পেও এসময়ে ১৯৩৬ সালের চাইতে ১৩'৬ পার্শেন্ট বেশি উৎপন্ন হয়।

১৯১৩ সালে উৎপাদনোপায় ছিল শ্রমশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের ৪২'৯ ভাগ আর ১৯৩৬ সালে ইউ, এস, এস, আর-এর সমগ্র শ্রমশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় ৬০'৮ পার্শেন্ট। ইউ, এস, এস, আরের শ্রমশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের চার ভাগের তিন ভাগ দ্রব্য উৎপন্ন হয় নতুন গঠিত বা পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানে ; উৎপাদনোপায় দ্রব্যেরও ৮৭'৪ পার্শেন্ট এরূপ প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়। ব্যবহার্য-পণ্যের ৫৫'২ পার্শেন্ট, কেমিকেল প্রতিষ্ঠানের ৯৫'২ পার্শেন্ট, লৌহজ-ধাতব প্রতিষ্ঠানের ৯৬'৬ পার্শেন্ট, মেশিন-প্রস্তুত-কারী প্রতিষ্ঠানের ৮৮'৩ পার্শেন্ট এরূপ নতুন প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক ষ্টেশনের ৯১ পার্শেন্টই নতুন প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন।

অন্যান্য পুরাণো প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেরই প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং নতুন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। এসবের ফলে সমগ্র ইইরোপে শ্রমশিল্পোৎপন্ন

দ্রব্যে ইউ, এস, এস, আর প্রথম এবং সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কৃষি-মেশিনারী, মোটর লরী, আইরণ ওর, তামা, সোনা সুপারপসফেট, সুগার-বিটের উৎপাদনেও সমগ্র ইউরোপে আজ সে প্রথম দাঁড়িয়েছে। কম্বাইন এবং কোন কোন দ্রব্যে পৃথিবীতে তার স্থান দ্বিতীয়।

বিদ্যুৎ, ষ্টিল ও এলুমিনিয়ামে ইউরোপে তার স্থান দ্বিতীয়, সমগ্র পৃথিবীতে তৃতীয়। কয়লা উৎপাদনে ইউরোপে তার স্থান তৃতীয়, সমগ্র পৃথিবীতে চতুর্থ; মোটরকারে ইউরোপে তার স্থান চতুর্থ এবং পৃথিবীতে ষষ্ঠ।

শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। জারের আমলে শ্রমিকদের কুড়েমি আর অস্থিরতার অখ্যাতিতে জগত ভরপুর ছিল। তাদের চালচলন, মেশিনারী নিয়ে কাজ বা পরিচালনের কাজে রুশজাতি পশ্চাদপদ—এই নিয়ে বিজ্ঞদের কত কল্পনা-জল্পনা গেছে। এ থেকেই তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতি টিকতে পারে না। মেশিনারী সংক্রান্ত কাজ-কর্মে যারা অভ্যস্ত নয়, পরিচালনে যারা সুদক্ষ নয়, তাদের নিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনা সফল করে তোলার চেষ্টা আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কি!

এই বিজ্ঞদের কারো মাথায় এই কথাটি ঢুকলো না যে, মেশিনারী নিয়ে কাজই হোক আর বড় বড় শ্রমশিল্প পরিচালনাই হোক তাতে সুদক্ষ হতে দেশ-বিশেষের লোকের

প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, দেশ বিশেষে তাতে সুদক্ষ হতে কতটুকু সুযোগ-সুবিধা আছে তার উপর তা নির্ভর করে। শ্রমশিল্পে উন্নত দেশগুলোর লোকের এই গুণগুলো বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস একটু নাড়াচাড়া করলেই তা জানা যায়।

জারের আমলে শোষণ কাজে ব্যাপৃত শ্রমশিল্পের অধিকাংশই ছিল বৈদেশিক। তবে তাদের ম্যানেজার ছিল নিজেদের দেশেরই লোক। রুশীয় শ্রমিকরা শুধু শারিরীক পরিশ্রমেই দিন গোঙাত, দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ তারা পায়নি কোনদিনই; কারণ বৈদেশিক শ্রমশিল্পে যেমন সুযোগ পায়নি, দেশী শ্রমশিল্পেও বৈদেশিক কর্মকর্তা বহাল করার রেওয়াজ থাকায় সে সব পদ থেকেও তারা বঞ্চিত হতো।

কৃষকরাও টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত জমিগুলোর চাষাবাদেই হাড়-ভাংগা খাটুনি খাটত। কোথায় পাবে তারা বড় বড় কৃষিক্ষেত্র চালানোর দক্ষতা!

সোভিয়েট শাসনের আমলে সমাজে দেখা দিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। দেশী-বিদেশী পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগ ও শোষণের বদলে প্রবর্তিত হল রাষ্ট্রচালিত শ্রমশিল্প—জনসাধারণের উপকার সাধন তাদের লক্ষ্য। শ্রম-লাঘবের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রের প্রবর্তন চললো, সংগঠন ও

শ্রমপদ্ধতি উন্নত হতে লাগল। উৎপাদন-খরচ শুধু কমাবে বলে নয়, শারিরীক শ্রম কমিয়ে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ বাড়াবে বলে, মজুরী বাড়বে অথচ পণ্যের দর কমবে বই বাড়বে না—অথচ শ্রমের সময়ও কমবে।

জার-শাসনে শ্রমশিল্পের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো শ্রমিক-শ্রেণীর উদ্ভবের ভয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার বদলে শুরু করলো সমগ্র দেশকে শ্রমশিল্পপ্রধান করে গড়ে তুলতে। কাঁচামাল যেখানে যেখানে আছে খুঁজে সেখানে শ্রমশিল্পের কেন্দ্র গঠন চলল। জনসাধারণকে অজ্ঞ নিরক্ষর রাখার বদলে বিদ্যালয়, টেকনিকাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সকলকে সুশিক্ষিত করে তোলার বন্দোবস্ত হল। বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার প্রবর্তন ছাড়াও তরুণ ও বৃদ্ধ শ্রমিকদেরও বলা হল রাষ্ট্রীয় শিক্ষার সুযোগ নিতে। ১৯৩৬ সালের শেষে বৃহদায়তনের শ্রমশিল্পের তিন ভাগের দু'ভাগ শ্রমিক টেকনিকাল কোর্সে যোগদান করে। অলস, ধীরগতি, অনিপুণ বলে তাদের যে-সব অখ্যাতি ছিল সবই গেল দূর হয়ে। রুশ ছেলে-মেয়েরা আজ দলে দলে টেকনিকাল স্কুলে পড়ছে সুনিপুণ ইঞ্জিনিয়ার হবে ব'লে, সুনিপুণ রেলওয়ে ও খাল নির্মাতা, মেশিন ও রাস্তা প্রস্তুতকারী, স্থপতিশিল্পী, কৃষিবিদ্, ব্যোমযান চালক, ব্যোমযান নির্মাতা, বৈজ্ঞানিক হয়ে জনসাধারণের উপকারে লাগবে ব'লে।

আজকের রাশিয়া

ষ্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন

বছর কয়েক ধরে 'ষ্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন' ব'লে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের সৃষ্টি' হয়েছে—সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে এর শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে।

সাধারণ শ্রমিকদের আন্দোলন এইটি। শ্রমিকরা আধুনিক যন্ত্রকৌশল (টেকনিক) আয়ত্ত ক'রে শ্রমপ্রক্রিয়ার বলে সংগঠনকে যুক্তিসিদ্ধ ভাবে খাটিয়ে স্ব স্ব বিভাগে, প্লাণ্টে বা শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াবার চেষ্টা করে। যে দেশের শ্রমিকরা নিজেরা নিজেদের প্রভু, শুধু সেই দেশেই এই স্বেচ্ছাপ্রসূত, স্বতঃপ্রণোদিত আন্দোলন সম্ভব, যা তাদের শ্রমের উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে তোলে। যে-দেশের শ্রমিকেরা জানে শ্রমশক্তির উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে গেলে বা শ্রম-লাঘবের কৌশল প্রবর্তন হলে তাদের বেকার-সমস্যা গুরুতর হওয়ার ভয় নেই, উচ্চতম শ্রেণীর শোষণেরও ভয় নেই; বরং তাদেরই জীবন-যাত্রা-প্রণালীর স্তর উন্নীত হবে, তাদের মজুরী যাবে বেড়ে অথচ জিনিস-পত্তরের দাম যাবে কমে, সব রকমের সামাজিক বীমার খরচ যাবে বেড়ে অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষায় জীবনের মাধুর্য বর্ধনে ব্যয়ের সীমা যাবে উপ[illegible]। উৎপাদন-শক্তি বেড়ে গেলে শ্রম-সময়ও যাবে কমে।

১৯৩৭ সালের ৬ই নবেম্বর সোভিয়েট বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকীর অধিবেশনে পিপুল্‌স্ কমিশারের চেয়ারম্যান মলোটোভ বলেন:

আজকের রাশিয়া

"আমাদের দেশে যে-সব সাধারণ পুরুষ ও নারী শ্রমিক কৃষিকাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের সকলেই আমাদের সবাইকার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণ-শ্রমিক কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ষ্টাখা-নোভাইটরা এই যে আজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার কারণ তারা ফ্যাক্টরী বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে সুদৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছে, তাই না আজ তারা সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে! আর কোন্‌দেশ এ সম্ভব হতে পারে? বুর্জোয়া দেশে যেখানে শ্রমিকদের কাজের ফল তারা নিজেরা ভোগ করতে পায় না, সেখানে যে-সব প্রভুর জন্য তারা কাজ করে, তাদের স্বার্থ শুধু মুনাফা অর্জনে, কাজ করিয়ে মুনাফা ভোগে, সেখানে অনুরূপ কোন-কিছু সম্ভবপর কি?"

১৯৩৫ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর ক্রেমলিনে ষ্ট্যাখানোভাইটদের কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বক্তৃতা-প্রসংগে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, সোভিয়েট শ্রমিকদের নতুন আমলে উন্নত জীবন-যাপন-প্রণালী এই আন্দোলনকে কি পরিমাণ প্রভাবিত করে তুলেছে।

এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন ষ্টেখানোভ নামক জনৈক তরুণ বয়স্ক যুবক। ডোনেট্‌জ্‌ খনিতে তখন তিনি কাজ করতেন। ১৯৩৫ সালের ৫ই আগষ্ট তিনি দু'জন কাঠ-ধারী লোকের (timber men) সাহায্যে একখানা বাষ্পীয় গাঁইতি

দিয়ে ৬ ঘণ্টার পালায় ১০২ টন কয়লা খনন করে ফেলেন এ যাবত ৭ টনের বেশি খোদাই করা যায়নি। এই ঘটনা: চারিদিকে এক মস্ত সাড়া পড়ে যায়।

এই উপলক্ষে তিনি বলেন,

"মিলিটারি একাডেমীর ছাত্রদের ডিগ্রী দেবার উপলক্ষে ৪ঠা মে ষ্ট্যালিন বক্তৃতাচ্ছলে, বলেন, যে-সব জনসাধার' টেকনিক আয়ত্বাধীনে নিয়েছে তাদের হাতে যন্ত্রপাতি অসাধ সাধন করবে। এই কথা শুনা অবধি আমি ভাবতে থাকি, বি করে আমি আমার উৎপাদন বাড়াতে পারি।"

জন কয়েক বা শ'খানেক লোক অসম্ভব-কিছু একটা উৎপাদন করবে এই তাদের লক্ষ্য নয়। তাদের লক্ষ্য সবাইকে এমন ভাবে উন্নীত করে নেবে, যাতে অধিকাংশের কাজের স্তর রেকর্ডের ধারে-কাছে পৌছায়, চলতি রেকর্ড থেকে তারা তিন চার গুণ বেশি কাজ করতে সক্ষম হয়।

বয়ন-শিল্পে নিযুক্ত মেরিয়া ভিনোগ্রাডোভা নামক এক তরুণী শ্রমিক তার বোনের সংগে উৎপাদন বাড়াবার সংকল্প করে।

তারা দু'জনে মিল-ম্যানেজারের সংগে সাক্ষাৎ করে প্রত্যেককে ১০০টি করে তাঁত দিতে অনুরোধ করে। ম্যানেজার প্রথমে তাদের মাত্র ৯৪টি করে তাঁত দেন। মেরিয়া ও তার কনিষ্ঠ বোন ডুশিয়া তাদের একশোটি করে তাঁত না

দেওয়ায় অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে; তারা ম্যানেজারকে একশোটি করে তাঁত দিতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার ১০০টি করে তাঁত দিতেই স্বীকৃত হন।

পরে তারা জানতে পারে যে, কেউ কেউ ১৪০টা তাঁত পর্যন্ত চালাচ্ছে, তখন তারা ১৪৪টি করে তাঁত চালাতে প্রস্তুত হয়। ক্রমে তারা এই ১৪৪টি তাঁত বেশ সুনিপুণভাবে চালিয়েও সমাজহিতকর অন্যান্য কাজ করবার যথেষ্ট সময় পেতো। অন্য কেউ ১৪৪টি তাঁত চালাচ্ছে শুনলে তারা তৎক্ষণাৎ ১৫০টি চালাতে প্রবৃত্ত হবে; হয়ত শেষপর্যন্ত ২০০টি চালাতেও সক্ষম হতে পারে। এমনি তাদের কাজের উৎসাহ।

ষ্টেখানোভ আন্দোলনের উৎপত্তির কারণ প্রধানত চারিটি। ষ্ট্যালিনের কথায় বললে।—

(১) শ্রমিকদের বাস্তব জীবন-যাত্রা প্রণালীর প্রভূত উন্নতি-সাধনই ষ্টেখানোভাইট আন্দোলনের মূল কারণ। শ্রমিকদের জীবন উন্নততর, আনন্দময় হয়ে উঠেছে। আনন্দের মধ্যে থাকলে কাজ করতেও ভাল লাগে। এই জন্যই উৎপাদনের আদর্শ (Norm) অনেক উপরে উঠে গেছে। তাই আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে, বীর ও বীরাংগনা। এখানেই এই আন্দোলনের মূল শিকড়। দেশে ব্যবসা-সংকট দেখা দিলে, বেকার-সমস্যা থাকলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বদলে দারিদ্র্য ও দৈন্যের

মধ্যে পড়ে থাকলে এদেশে ক্ষোভ আন্দোলনের উৎপ
হতো না। সমগ্র পৃথিবীতে শুধু আমাদের সর্বহারা-বিপ্ল
একমাত্র বিপ্লব, যা জনসাধারণকে শুধু রাজনৈতিক অধিকা
দেয় নি, বাস্তব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও দান করেছে।

শ্রমিকদের দ্বারা যে-সব বিপ্লব হয়েছে, তার মধ্যে শু
একটি বিপ্লবেই তারা শাসন-ক্ষমতা অধিকার করতে পেরেছিল
সে হল প্যারি কম্যুন। কিন্তু সেও বেশি দিন টেকেনি। এ
সত্য যে, পুঁজিতন্ত্রের শিকল তা ভাঙতে চেষ্টা করে, কি
ভাঙার সময় পায়নি। তার চাইতেও কম সময় পেয়ে
জনহিতকর, বাস্তব কাজ কিছুটা গুছিয়ে নিতে।

শুধু আমাদের বিপ্লবই পুঁজিতন্ত্রের শেকল ভেঙে খা
খান করতে সক্ষম হয়েছে, জনসাধারণকে স্বাধীনতা দি
পেরেছে, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাল-মশলা জোগাতে সক্ষ
হয়েছে। এখানেই আমাদের বিপ্লবের অন্তর্শক্তি ও অপর
জেয়তার মূলদেশ। পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দেওয়
জমিদারদের উচ্ছন্ন দেওয়া, জারের কর্মচারীদের সরিয়ে দি
হাতে শাসন-ক্ষমতা নেওয়া ও স্বাধীনতা অর্জন করা—ভালই
খুবই ভাল। দুর্ভাগ্যবশত, শুধু স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়
রুটি যদি অপ্রচুর হয়, মাখন-চর্বি যদি অপ্রচুর হয়, ধুতি-কাপড়
যদি না থাকে, গৃহ যদি নিকৃষ্ট ধরণের হয়, শুধু স্বাধীনতাতে
কি হবে? শুধু স্বাধীনতা নিয়ে থাকা ভারি শক্ত, বন্ধুগণ।

আজকের রাশিয়া

ভালভাবে থাকতে হলে, আনন্দের সংগে থাকতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে থাকা চাই আর্থিক সম্পদ। আমাদের বিপ্লবের বিশেষত্ব এই যে, এ জনসাধারণকে শুধু স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের বাস্তব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্তও করেছে, ভাল ভাবে থাকতে ও উন্নত সংস্কৃতিগত জীবন যাপন করার সব-কিছু বন্দোবস্তও করেছে। এই জন্যই এ দেশের লোকের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠেছে এবং এ-জন্যই এ দেশের জল-বায়ুতেই ষ্টেখানোভ আন্দোলনের জন্ম।

(২) দ্বিতীয় কারণ, এদেশে শোষণের অভাব' এ দেশে লোকে কাজ করে শোষকদের জন্য নয়, কুড়েদের ধনবৃদ্ধির জন্যও নয়, নিজেদের জন্য তারা কাজ করে—তাদের নিজেদের শ্রেণীর জন্য তারা কাজ করে, তাদের সোভিয়েট সমাজের জন্য কাজ করে—শ্রমিকশ্রেণীরই শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেখানে শাসন-ভার গ্রহণ করেছে। এই জন্যই আমাদের দেশের শ্রমের একটা সামাজিক অর্থ আছে, এর একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমের একটা ব্যক্তিগত মালিকানা প্রকৃতি থাকে। কাজ বেশি কর, মজুরীও পাবে বেশি, একা-একা ভোগ করবে। কেউ তোমার খোঁজ রাখবে না, খোঁজ রাখার দরকারও নেই তার। পুঁজিপতিদের জন্য তুমি কাজ কর, তাদের সম্পদ বাড়িয়ে চল—অন্যরকম হবে কি করে!

এ জন্যই তোমাকে নিয়োগ করা [illegible] শোষকদের ধনী করে তোলাই তোমার কাজ। এতে তোমা[illegible] নেই বলছ? তা হলে যাও বেকারদের দলে ভিড়ে পড়, পেট মাটিতে দিয়ে পড়ে থাক, আমরা বশীভূত অন্য লোক খুঁজে নেব। এই জন্যই পুঁজিতন্ত্রে লোকের শ্রমের কদর নেই। এতেই সুস্পষ্ট হয় যে, এসব ক্ষেত্রে ষ্টেখানোভ আন্দোলনের স্থান হতে পারে না! সোভিয়েট পদ্ধতি সবই অন্য রকমের।

এখানে শ্রমশীল মানুষের সম্মানের শেষ নেই। এখানে তারা কাজ করে নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য। শ্রমশীল শ্রমিকরা অবহেলার সামগ্রী বলে নিজকে ভাবার সুযোগ পায় না, নিজেদের একাকী বলে ভাবতে পারে না। বরং তারা ভাবে তারা তাদের দেশের স্বাধীন নাগরিক, দশজনের একজন। সে যদি ভাল করে, সমাজকে তার যথাশক্তি যা দিতে পারে সে তা যদি দেয়, তা হলে সবাই তাকে বীর বলে শ্রদ্ধা করে। সে সম্মানের অধিকারী হয়। শুধু এইরূপ অবস্থাধীনেই স্বভাবত ষ্টেখানোভ আন্দোলন জন্মাতে পারে।

(৩) আমাদের দেশের আধুনিক টেকনিক এই আন্দোলন উদ্ভবের তৃতীয় কারণ। ষ্টেখানোভ আন্দো[illegible] এই নতুন টেকনিকের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা ছাড়া' টেকনিক্যাল আদর্শ (norm) হয়ত বা দু'গুণ তিনগুণ পর্যন্ত বাড়ত, কিন্তু তার বেশি নয়। ষ্টেখানোভাইটরা যে পাঁচগুণ

ছ'গুণ টেকনিকেল আদর্শ উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে, তার কারণ তারা প্রধানত ও সর্বত এই নতুন টেকনিকের উপরই নির্ভর করে চলেছে। আমাদের দেশকে শ্রমশিল্পপ্রধান করে তোলা এবং আমাদের ফ্যাক্টরী ও মিলগুলোকে পুনর্গঠিত করে তোলার ব্যাপারে নতুন টেকনিক ও সাজ-সজ্জা প্রভৃত কাজ করেছে। এ থেকেই ষ্টেখানোভ আন্দোলনের জন্ম।

কিন্তু শুধু মাত্র নতুন টেকনিকের জোরে বেশিদূর এগিয়ে চলা যায় না। কারো প্রথম স্তরের টেকনিকেল সাজসজ্জা থাকতে পারে, প্রথম স্তরের ফ্যাক্টরী ও মিল থাকতে পারে কিন্তু এই সব টেকনিক আয়ত্ব করে উঠার লোকজন না থাকলে টেকনিক টেকনিকই থেকে যাবে। তাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে চাই লোকজন, চাই শ্রমশীল নর ও নারী, যারা এর পরিচালনের দায়িত্বভার নিতে পারে এবং উন্নতি বিধান করতে পারে। ষ্টেখানোভ আন্দোলনই সূচিত করে যে, আমরা এর মধ্যেই সেরূপ শ্রমশীল নর ও নারীর সুব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছি।

দু' বছর আগে পার্টি থেকে বলা হয় যে, ফ্যাক্টরী, মিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাজসজ্জা প্রদান করেই আমরা মাত্র আদ্দেক কাজ করেছি। তখন এও বলা হয়েছে যে, নতুন নতুন ফ্যাক্টরী গড়ে তোলায় উদ্দীপনার পরিপূরক করতে হবে আয়ত্ব করার শক্তি দিয়ে; শুধু এ ভাবেই কাজ

পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট হয়ে উঠবে। এই দু'বছরে এই সব নতুন ব্যবস্থা আয়ত্ব করার চেষ্টা এগিয়ে চলেছে এবং নতুন উপযুক্ত লোকেরও জন্ম হয়েছে। এই সব নতুন ব্যবস্থা, এই সব নতুন লোকের উদ্ভব ছাড়া ষ্টেখানোভ আন্দোলনের জন্ম হতো না এ দেশে।.........”

ষ্টাখোনোভাইট আন্দোলন শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবার সোভিয়েট শ্রমিক-সাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আন্দোলন বিশেষ।

এই আন্দোলনটি এই রূপ নেবার আগে একে আরো কয়েকটি ধাপ পার হয়ে আসতে হয়েছে। এই আন্দোলনটি প্রথমে অভিব্যক্ত হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মধ্যে। তখন তারা শনিবারের শেষ বেলাকার ও রবিবার দিনের ছুটি ভোগ না করে ফ্যাক্টরী গঠন শেষ করার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, ফসল-কাটা ও বীজ-বুননের জন্য আত্মনিয়োগ করে বেড়ায়; কারণ তারা জানে, এর সাথে দেশের লোকের মংগলামংগলের সংস্পর্শ নিবিড়। প্রাণপণে খেটে তারা এসব কাজ সুসম্পন্ন করে তোলে।

তারপর তা ফুটে উঠে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় ফ্যাক্টরী, রেলওয়ে, যৌথ-কৃষিশালা, রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে নানা দায়িত্ব-ভার অর্পণ করা

হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় কোন্ দল কত বেশি পরিমাণ ও কত ভাল দরের দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে এই নিয়ে যে-প্রতিযোগিতা দেখা দেয় তাতে।

তারপর এই প্রতিযোগিতার পরিসর গেল বেড়ে। তখন প্রতিযোগিতা দেখা দিল ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীতে। একই ধরণের ফ্যাক্টরীতে কে কত বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। বলা বাহুল্য, এক ফ্যাক্টরীতে কোন বিভাগে একজন চল্‌তি রেকর্ড ডিঙিয়ে গিয়ে তার কার্য-কৌশল সবাইকে শিখিয়ে নেয়। ফলে সবার কাজের দক্ষতা উপরে উঠে এবং দ্রব্যের পরিমাণও যায় বেড়ে।

আধুনিক টেকনিক প্রবর্তন ও তা আয়ত্ব করে নেবার সংগে সংগে জন্মেছে ষ্টেখানোভ আন্দোলন। নির্দিষ্ট ষ্টেখানোভাইটদের ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য এই আন্দোলন নয়, সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য, আধুনিক টেকনিককে ব্যবহারে এনে কাজে লাগানোর জন্য এই আন্দোলনের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়েছে।

আধুনিক পদ্ধতি আয়ত্বে আনার জন্য ও ষ্টেখানোভ আন্দোলনের প্রসার বেড়ে যাওয়ার ফলে, ১৯৩৬ সালে হিসাব করে দেখা গেছে যে, শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ১৯১৩ সালের চাইতে তিন গুণের চাইতেও বেড়ে গেছে।

সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তই ধরা যাক।

আধুনিক শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক-পদ্ধতি অনেকটা নির্ভর করে বিদ্যুৎ-শক্তির উপর। ১৯১৩ সালে সমগ্র বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের মোট উৎপাদন-শক্তি ঘণ্টায় ১১ লক্ষ বৈদ্যুতিক ইউনিট এবং বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০১ কোটি বৈদ্যুতিক ইউনিট। ১৯২৮ সালে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপাদিকা-শক্তি ছিল ঘণ্টায় ১১ লক্ষ ইউনিট আর উৎপাদন ছিল ৫০০ কোটি ইউনিট কিন্তু ১৯৩৬ সালে কেন্দ্রগুলোর শক্তির সমষ্টি ছিল ঘণ্টায় ৭০ লক্ষ ইউনিট আর উৎপাদন ৩২০১ কোটি ইউনিট। ১৯৩৭ সালে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ছিল ৩৬০০ কোটি ইউনিট।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইউ, এস, এস, আরে কোনরকম হাইড্রো-ইলেকট্রিকেল ষ্টেশন ছিল না। এখন অনেক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। নীপার হাইড্রো-ইলেকট্রিক ষ্টেশনটি শুধু ১৯৩৬ সালে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ১৯১৩ সালের জার-শাসনের সময়কার সমস্ত বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের উৎপাদনের চাইতেও তা বেশি। সেণ্ট্রেল ইলেকট্রিক হিটিং ষ্টেশনের দিক দিয়ে ইউ, এস, এস, আর আজ জগতে শীর্ষস্থানীয়। ১৯৩৫ সালের এর উৎপাদন-ক্ষমতা (capacity) ছিল ১,১১০,০০০ কিলোওয়াট। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ৫০০,০০০ কিলোয়াট শক্তি বিশিষ্ট নতুন ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় ২,৭৭২,০০০ কিলোওয়াট শক্তি-বিশিষ্ট

নতুন ষ্টেশন পত্তন করা হয়। ১৯৩৩-৩৬ সাল—এই চার বছরে ২,৭৫৩,০০০ কিলোওয়াট বিশিষ্ট নতুন ষ্টেশনের কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৩৭ সালে আরো ১৪৬৯,০০০, কিলো-ওয়াট বিশিষ্ট ষ্টেশন স্থাপন করা হয়।

১৯৩০ সালের দিকে যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী শ্রমশিল্পে মাত্র ৩০ রকমের যন্ত্র তৈরি হতো। ১৯৩৬ সালে দু'শোর বেশি রকমের অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি হতে থাকে। ১৯৩১ সালে গোর্কীর 'মালোটোভ মোটর ওয়ার্কসে' যে-সব গাড়ী ও লরী তৈরি হতো তার ৮১ ভাগ অংশ আসতো বাইরে থেকে। এক্ষণে তারা সমস্ত অংশই নিজেদের কারখানায় তৈরি করে। কতকগুলো গাড়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিয়ে তৈরি। আমেরিকার তৈরি শ্রেষ্ঠ গাড়ীর চাইতে তা কোন অংশে খাট নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যে-সব ইঞ্জিন তৈরি হতো তা ছিল কম শক্তি সম্পন্ন। এখন যে-সব ইঞ্জিন তৈরি হয়, তা ডবল মাল টানে এবং দেড়গুণ দ্রুত চলে।

কয়লার কথা ধরা যাক। আগে ডোনেটজ্ বেসিনেই (Donetz Basin) কয়লা তোলা হত বেশি পরিমাণে। অতি পুরানো ধরণে এ সব কয়লা তোলা হতো; ফলে তার পরিমাণও ছিল কম। আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে এখন সেখানে তিনগুণ বেশি কয়লা উৎপন্ন হয়। তাছাড়া

কয়লার অঞ্চলের পরিসর অত্যন্ত বেড়ে গেছে। কাজনেট্স্ক্ বেসিন, সাব-মস্কো বেসিন, কারাগাণ্ডা, ইউরাল ও সুদূর প্রাচ্যে পর্যন্ত এখন কয়লা তোলা হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

১৯১৩ সালে যেখানে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯১ লক্ষ টন সেখানে ১৯৩৬ সালে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ৪·৩ গুণ বেশি :

১৯৩৬ সালে তৈল উত্তোলন করা হয় প্রায় তিন কোটি টন। ১৯১৩ সালে মাত্র ৯২ লক্ষ টন উত্তোলিত হয়। আবার তার মধ্যেও যান্ত্রিকতার সাহায্যে যেখানে মাত্র ৫·৯ পার্শেণ্ট তোলা হয় সেখানে ১৯৩৭ সালে ৯৮ পার্শেণ্ট তোলা হয় যান্ত্রিকতার সাহায্যে।

১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৩৬ সালে বেনজিন (Benzene) উৎপাদিত হয় শতকরা ১৯·৬ ভাগ বেশি আর কেরোসিন প্রায় ৩·৭ ভাগ বেশি।

ধাতব শ্রমশিল্পগুলো পুরোপুরিভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমেত এক-একটা বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। পোলাণ্ডে যে পরিমাণ কাঁচা লোহা (Pig iron) উৎপন্ন হয় শুধুমাত্র ম্যাগ্নিটোগরস্ক থেকেই তার আড়াই গুণ বেশি উৎপন্ন হয়। ম্যাগ্নিটোগরস্ক্ ও কাজনেট্স্ক্-এ যে পরিমাণ কাঁচা লোহা উৎপন্ন হয় তা সমগ্র জাপানের উৎপন্ন-দ্রব্যের ৩০ পার্শেণ্ট বেশি। উপরোক্ত দু'টো

আর মাকিভ ধাতব কারখানায় যে উৎপাদন হয় তা জার-শাসিত সমগ্র রাশিয়ার উৎপাদনের চাইতে বেশি। ১৯৩৬ সালে কাঁচা লোহার মোট উৎপাদন ১৯১৩ সালের চাইতে ৩·৪ গুণ বেশি। ইস্পাতেও ৩·৯ গুণ বেশি ১৯১৩ সালের তুলনায়।

কাঠের শ্রমশিল্পে ৩৯·৭ পার্শেন্ট কাজ যান্ত্রিকতার সাহায্যে করা হয়। গাছ-কাটা বা ভারী ভারী গাছ টেনে নেবার কাজও হয় যান্ত্রিকতার সাহায্যে। বিপ্লবের আগে কাচ-শিল্প গৃহশিল্পেরই অন্যতম ছিল। জানালায় যে সব কাচ ব্যবহৃত হয় তার ৮৩·৭ পার্শেন্ট তৈরি হয় গ্লাস-ড্রইং মেশিন থেকে।

রবার-শিল্প সোভিয়েট ইউনিয়নে এই প্রথম। তাদের প্রয়োজন মিটে এখন তাদেরই উৎপন্ন রবারে।

লঘু ও খাদ্যশিল্প গুরু শ্রমশিল্পের ন্যায় এতটা উন্নত না হলেও ১৯১৩ সালের উৎপন্নের পরিমাণ অনেক দিন ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৩৭ সালে ১৭ কোটি জোড়া জুতা তৈরী হয়, ১৯১৩ সালে মাত্র ৮৩ লক্ষ জোড়া তৈরি হয়। লেনিনগ্রাডের স্কোরোখোড, মস্কোর পরিঝেস্কায়া কমুনা ও রষ্টভ-অন-ডনস্থ মিকোয়ান ফ্যাক্টরীতে যে পরিমাণ জুতা তৈরি হয় তারই পরিমাণ ১৯১৩ সালের প্রায় চার গুণ।

১৯১৩ সালে যে খাদ্যশিল্প উৎপন্ন হয় ১৯৩৬ সালে তার ৪·৪ গুণ বেশি, ১৯৩৭ সালে ১৯৩৬ সালের চাইতেও ১৩·৬

পার্সেন্ট বেশি উৎপন্ন হয়। ১৯৩৬ সালে মৎস্য শিল্পে যে পরিমাণ মৎস্য ধৃত হয় তার তিন ভাগের দু'ভাগ যান্ত্রিকতার সাহায্যে ধরা হয়। ১৯৩৬ সালে ১০০ রকমের তরিতরকারী তৈরি করা হয়। তার মোট পরিমাণ ১৯৩২ সাল থেকে ৩·৭ গুণ বেশি। এ বছর শূকরের মাংস ৬·৪ গুণ বেশি, সাদা মাখন ২৬ গুণ, চা ৭ গুণ বেশি ১৯৩২ সাল থেকে।

জারের আমলে বৃহদায়তনের যান্ত্রিক বেকারী মোটেই ছিল না। ১৯৩৬ সালে ২৮৬টি বেকারী স্থাপিত হয়। মোট রুটির শতকরা ২৯·২ ভাগ এখানে তৈরি।

যানবাহন ঃ রেলপথ

যান-বাহনের উন্নতিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তবে রেলওয়ের উন্নতির কথা বলার আগে জানা দরকার মহাযুদ্ধের পর, সোভিয়েট বিপ্লব শুরু হবার পর বৈদেশিক আক্রমণ, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, অন্তর্যুদ্ধ প্রভৃতির দরুণ রেলপথের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়। জার আমলে রাশিয়ায় যে পরিমাণ রেলপথ বর্তমান ছিল তার চার ভাগের একভাগই একেবারে ধ্বংশ করে ফেলা হয়, ইঞ্জিন-গাড়ী প্রভৃতিরও একচতুর্থাংশ অকেজো করে ফেলা হয়। ৭৭৬২ টি সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়; ৩৭ টি মেরামতকারী কেন্দ্র, ৪৮০টি জলের ট্যাঙ্ক, হাজার-হাজার তার ও টেলিফোন লাইন, ১০৮০০টি টেলিফোন যন্ত্রপাতি, ৪৩৮০ টেলিগ্রাফিক যন্ত্র, শত শত ষ্টেশন নষ্ট করে ফেলা হয়।

এরূপ অবস্থাধীনে তাদের কাজ আরম্ভ হয়। সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকরা হতাশ না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যায়, পনেরো বছরে রাশিয়ার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনে। রেলওয়েতেও ষ্টেখানোভ আন্দোলন প্রবর্তন করা হয়। নানা বিশৃংখলায় গাড়ীর যাতায়াতে নানারকম বাধা বিঘ্ন দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছাড়া বা পৌঁছানো সম্ভবপর হতো না। এই আন্দোলনের ফলে তা যথারীতি ভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। এই আন্দোলনের ফলে রেল-পথের জন্য যে খরচ পড়ত তা কমে যায়, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে উঠে, দুর্ঘটনা কমে যায়, মজুরী বৃদ্ধি পায়।

নেশনেল ইকনমির অন্যান্য বিভাগের ন্যায় রেলওয়েতেও শ্রমিকদের নিপুণতা বাড়াবার চেষ্টা চলে। ফলে, ১৯৩৭ সালে সকল শ্রেণীর প্রায় সোয়া ন' লক্ষ শ্রমিক টেকনিকেল কোর্সে যোগদান করে।

মস্কো ও অন্যান্য জংশনে মা ও সন্তানের সুবিধার জন্য বিশিষ্ট যাত্রী-নিবাস তৈরি করা হয়। তাতে দুধ প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মায় নার্স, ডাক্তার পর্যন্ত রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রয়োজন হলে মাতা এসব স্থানে সন্তানদের কিছু সময়ের জন্য রেখেও যেতে পারে। সুদীর্ঘ রেলপথে মা ও সন্তানদের জন্য স্পেশাল ট্রেণও দেওয়া হয়।

মস্কোর ইলেট্রিকাল আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলপথ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ সালে সাড়ে এগার কিলোমিটার, ১৯৩৭ সালের শেষে আরো ১৫ কিলোমিটাব পথ খোলা হয়। প্রশস্ত প্ল্যাটফরম যুক্ত এই রেলপথটির সাজসজ্জা ভারী চমৎকার। এই রেলপথটিতে শিল্পীদের শিল্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

অনেক নতুন নতুন রেলপথ তৈরি করা হয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থানের সংগে সমস্ত শ্রমশিল্প অঞ্চলের সংযোগ সাধন করা হয়েছে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পথে ডবল পথ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথটি উল্লেখযোগ্য। তুর্কিস্তান সাইবেরিয়ান রেলে ডবল পথ তৈরি করা হয়েছে। এইটি টার্কশিব রেলপথ নামে পরিচিত। এই পথ সাইবেরিয়াকে মধ্য-এশিয়া ও কাজাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। অন্য এক লাইন কারাগাণ্ডা-বলখাস রেলপথ—টার্কশিব ও ওমস্ক রেলওয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ফলে কয়লা ও বালখাসের তামা অতি সহজে মধ্য-এশিয়ায় চালান দেওয়া হয়।

১৯৩৭ সালে ৪৯১৮ কিলোমিটার রেলপথ নির্মিত হয়। চল্‌তি রেলপথে ৫১১৭ কিলোমিটার ডবল লাইন স্থাপন করা হয়। তা ছাড়া ৪৪০ কিলোমিটার পথে বিদ্যুৎ প্রচলন করা হয়। বিদ্যুৎ-চালিত রেলপথ মোটামুটি দাঁড়িয়েছে ১৬০০ কিলেমিটার। এর মধ্যে ধরা হয়েছে বাকু, মস্কো, ককেশাস, সাইবেরিয়া, ইউরাল, ইউক্রেন, এবং ভলগার বিদ্যুৎ-

চালিত পথ। Apatit-Murmanskএর ১৮৪ কিলোমিটার পরিমিত বিদ্যুৎ-চালিত লাইনটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোলা উপদ্বীপের মধ্য দিয়ে এই পথ গেছে। ইউ, এস, এস, আরের একেবারে উত্তর সীমার কাছাকাছি এই প্রধান রেল-পথটি। ১৯৩৮ সালে আরো তোড়-জোড় চলে এই পথটিকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য।

রাস্তা-ঘাট

জার-আমলে রাশিয়ার রাস্তা-ঘাট ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ভাল রাস্তা-ঘাট না থাকলে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত অন্য রকমে করে সোভিয়েট ইউনিয়ন রাস্তাঘাট নির্মাণে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ১৩॥ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়। তার মধ্যে উন্নত কাঁকরের তৈরি রাস্তা ১৬০,৬০০ কিলোমিটার পরিমিত। যে সব সাধারণ-তন্ত্রে ভাল রাস্তা ছিল না, সেখানেও চমৎকার চমৎকার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে ও হচ্ছে। মস্কো থেকে ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ পর্যন্ত যে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাস্তাটি ৮৬৬ কিলোমিটার পরিমিত। আর একটা রাস্তা মস্কোর সংগে হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্কের সংযোগ

সাধন করেছে। এ রাস্তাটিও প্রায় ৬৫৫ কিলোমিটার লম্বা। এই রাস্তাগুলো ১৬ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং কংক্রিট ও এস্‌ফেল্‌টে প্রস্তুত। ককেশাস, মধ্য-এশিয়া, সাইবেরিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও বিরাট রকমের রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। খিরগিজ সাধারণ-তন্ত্রের টিয়েনশান পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ৭৩০ কিলো-মিটার লম্বা একটা রাস্তা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রটির নানা-অঞ্চলের সংগে এর সংযোগ সাধনের উপায় করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী পর্বতমালার মধ্য দিয়ে নানা রাস্তা তৈরি করে বর্হি-মঙ্গোলিয়া, টানা-টুভা সাধারণতন্ত্রগুলোর সংগে ইউ, এস, এস, আরের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। Osh-Khorog Road (মেঘের মধ্য দিয়ে রাস্তা) নামক যে রাস্তাটি ১৯৩৬ সালে শেষ করা হয়েছে তা পামীর পর্বতের মধ্য দিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা দৈর্ঘে ৭৫৪ কিলোমিটার। এই রাস্তাটির মত উঁচু রাস্তা পৃথিবীতে আর নেই। গিরি-সংকটের কাছে তার উচ্চতা (সাগর পৃষ্ঠ থেকে) প্রায় ৪৭০০ মিটার।

মোটর চলাচলের নতুন রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। আমুর-ইয়াকুট মোটর রাস্তাটি দৈর্ঘ্যে ৮৬৯ কিলোমিটার। রেলপথ থেকে বার হয়ে য়্যাবলুন পর্বতের গিরি-পথ অতিক্রম করে এ রাস্তা জিলার নানা স্থানে চলে গেছে। পূর্বে কোনপ্রকার বড় রাস্তা এ অঞ্চলে ছিল না।

বড় বড় শহরগুলো মোটর পথে সংলগ্ন করা হয়েছে। মস্কো-মিন্‌স্ক, মস্কো-গোর্কী, স্মারড্‌লোভ্‌স্ক, মস্কো-খারকভ-টাইফ্লিশ, লেনিনগ্রাড-কিয়েভ-ওডেসা, খারখভ-কিয়েভ, খারখভ সিবাস্তপোল মোটর রাস্তা উল্লেখযোগ্য।

মোটর গাড়ী ও মোটর লরী তৈরির কাজও দ্রুত চলেছে। জার আমলে গাড়ী ছিল মাত্র ৮৯০০টি, তন্মধ্যে ১০০০টি লরী। ১৯৩৭ সালে গাড়ী ছিল ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার। প্রায় ৪৩ গুণ। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা বাড়ে সাতগুণ এবং মোটর বাসের সংখ্যা যায় ৫ গুণ বেড়ে যায়। ১৯৩৬ সালের মোটর লরীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৩ হাজার; ১৯৩৭ সালে ১ লক্ষ ৮২ হাজার। ১৯৩৭ সালে যে-সব গাড়ী ব্যবহৃত হয় তার সংখ্যা ১৯৩৬ সালের দ্বিগুণ।

জলপথ

ইউ, এস্, এস্, আর বিদেশে রপ্তানী করে শস্য, কাঠ, কাঁচা লোহা (ore), তৈল। সমুদ্র পথে এগুলো চালান দেওয়া হয়।

১৯১৩ সালে বাণিজ্য-পোত ছিল ৭৫৭,০৮০ টনের, তার মধ্যে ৫০০,০০০ টনের ছিল বাষ্পীয় পোত, আর ২৫৭,০০০ টনের ছিল পাল-খাটানো জাহাজ।

অন্তর্যুদ্ধের সময় এগুলোর অনেকগুলোই নষ্ট হয় বা হোয়াইট গার্ডেরা ভেঙে ফেলে। ১৯২২ সালে ১৬২,০০০ টনের

জাহাজ বর্তমান ছিল। তাছাড়া জাহাজ-তৈরীর কেন্দ্রগুলে প্রায় নষ্ট করে ফেলা হয়।

১৯২৩ সালে জাহাজ-তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয় ১৯২৭ সাল নাগাদ মাত্র চারিটি জাহাজের কাজ সম্পূর্ণ হয় প্রথম বার্ষিকীর সময় সত্যিকারের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৩ সাল নাগাদ ১,৩৫০,০০০ টনের বাণিজ্য জাহাজ তৈরি হয় ১৯২৯ সালে যেখানে এ সব জাহাজ মাল বহন করে ৮৫ ল টন, ১৯৩৭ সালে বহন করে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টন।

নতুন বন্দর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। কোন কো পুরাণো বন্দর সারানো হয়। যান্ত্রিকতাপূর্ণ জেটিং অনেকগুলো গঠিত হয়। ১৯১৩ সালে এরূপ জেটি ছিল মাত্র ১৩টি, ১৯৩৭ সালে ১০০টি জেটি স্থাপিত হয়। যান্ত্রিক সাজ-সজ্জা ছাড়া মালগুদাম, প্রভৃতিও প্রয়োজনানুরূপ তৈরি করা হয়। তাছাড়া কৃষ্ণসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও আর্টিক মহাসাগরের পারে অনেক বন্দর তৈরি করা হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাণিজ্যের উপযোগী অনেক নদী আছে। এর দৈর্ঘ্য ৪ লক্ষ কিলোমিটার, তন্মধ্যে ১ লক্ষ কিলোমিটার বাণিজ্যের উপযোগী। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমগ্র ইউরোপে প্রথম দাঁড়ায় ১৯৩২ সালে। ১৯২৮ সালে নদীপথে মাল-চলাচল করে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টন, এবং ১৯৩৬ সালে মাল হয় ৭ কোটি টন।

১৯২৮ সালে যাত্রী হয় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ আর ১৯৩৬ সালে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ।

নদীপথের উন্নতির জন্য তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গঠনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে বিগত পনরো বছর কাল। প্রথম কাজ :—নীপার নদীটাকে কিয়েভ থেকে খারশন পর্যন্ত নানা বাধ ও জল নিষ্কাশনের পথ তৈরি করে বাণিজ্যের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া নদীটার জল-শক্তিটাকে (water-power) কাজে লাগাবার জন্য এমন একটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যা পৃথিবীর সকলের চাইতে বৃহৎ। ১৯৩২ সালে এখানে কাজ আরম্ভ হয়, তারপর থেকে নানা রকমের শ্রমশিল্প গড়ে উঠেছে একে কেন্দ্র করে। নতুন শহর গজিয়ে উঠেছে, যার বাসিন্দাদের সংখ্যা সোয়া লক্ষ। দ্বিতীয় কাজ :—হোয়াইট-সি বাল্‌টিক ক্যানেল। যথাযথ ভাবে চলাচল আরম্ভ হয় ১৯৩৩ সালের জুন মাসে। লেনিনগ্রাড থেকে সোরাকা পর্যন্ত প্রসারিত ২২৭ কিলোমিটার পরিমিত এই খালটি সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করতে মাত্র লাগে তু'বছর। এই খাল খনন করে শ্বেত-উপসাগরকে বাল্‌টিকের সংগে যুক্ত করা হয়েছে ; ফলে, লেনিনগ্রাড থেকে আর্চেঞ্জেলের মধ্যেকার ব্যবধান ২০০০ মাইল কমিয়ে দিয়েছে। আগে সেখানে যেতে ১৭ দিন লাগত, এখন লাগে মাত্র ৫ দিন। তৃতীয়টি—মস্কো-ভল্‌গা খাল। শ্বেত উপসাগর-বাল্‌টিক

খালের ন্যায় এই খালটিও অন্যদেশের ইঞ্জিনিয়ারদের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়া সোভিয়েটের ইঞ্জিনিয়াররাই তৈরি করেছে। এইটার দৈর্ঘ্য ১২৮ মাইল। এই খালটি ২৪০টি structure-এর মিলনস্থলী বিশেষ। তার মধ্যে প্রধান হল ১১টি তালা, তিনটি কংক্রীট, ৮টি হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন, ১৯টি রেলপথ ও সেতু, দু'টি টনেল, যাত্রী ও মাল-খালাসের স্থান প্রভৃতি।

নির্দিষ্ট স্থানের একটি চাবি টিপলেই এর তালাগুলো আপনা-আপনি কাজ করতে শুরু করে অর্থাৎ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায় বা খুলে যায়। তার ফলে একজনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটার উপায় নেই। চাবির উপরের গেট যখন খোলা থাকে তখন নিচের গেট কিছুতেই খোলা যায় না। কোন কারণে কোন একটা যন্ত্র খারাপ হওয়া মাত্র আপনা-আপনি বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠে, তত্বাবধানকারী টের পেয়ে যায় সে মুহূর্তে।

কাস্পিয়ান, ব্ল্যাক, আজব, বাল্টিক ও হোয়াইট-সি—এই পাঁচটি সাগরের সংগে যুক্ত করে মস্কোতে একটি বিরাট বন্দর তৈরি করার দিক দিয়ে এই খালটি অন্যতম ধাপ বিশেষ। White Sea-Baltic Canal ও Moscow-Volga Canal খনন করে মস্কোকে বাল্টিক, হোয়াইট-সি ও কাস্পিয়ান সাগরের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। Volga-Don Canalএ

কাজ সমাপ্ত হলে মস্কোকে আজব ও ব্লেক-সির সাথে যুক্ত করা হবে।

হোয়াইট সি-বালটিক কেনেল ও মস্কো ভলগা কেনেল খননের সময় ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্‌নিশয়ানদের সাথে সাথে অসংখ্য কয়েদীরাও কাজ করে একে সার্থক করে তুলেছে। তাদের প্রায় সকলেই সৎ কাজের মর্ম বুঝে সোভিয়েট শ্রমশিল্পের গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

আকাশ-যান

আকাশ-যান ও আকাশ পথ নির্মাণেও সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ণ বেগে কাজ করে চলেছে। দেশের মধ্যে প্রথম লাইন স্থাপন করা হয় ১৯২৩ সালে। এই লাইনটির নাম মস্কো-গোর্কি-কাজান লাইন। এই সময়ে সর্বসুদ্ধ লাইন ছিল ১৬৬৬ কিলোমিটার। ১৯৩৬ সালে ত' দাঁড়ায় ১০৮,৭৩১ কিলোমিটার লাইনে। ১৯২৩ সালে মাল বহন করে ০'১ টন ওজনের, ১৯৩৬ সালে মাল বহন করে ৩৫,০৮৮ টন ওজনের।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান তিনটি এয়ার লাইন হ'ল,—(১) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান লাইন—মস্কোকে ব্লাডিভষ্টকের সংগে যুক্ত করা হয়েছে; (২) মস্কো-টাইফ্লিস লাইন ও (৩) মস্কো-তাশখন্দ লাইন। মস্কো-ভ্লাডিভষ্টক লাইন ৮০০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে।

আজকের রাশিয়া

বর্তমানে নানাদেশের সংগে আকাশপথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মস্কো-প্রাগ ও মস্কো-ষ্টকহলম লাইন সুপ্রসিদ্ধ।

১৯২৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন আকাশ-যানের সকল রকম যন্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানী করেছে। কিন্তু তারপর থেকে তারা আকাশযান সংক্রান্ত বিরাট শ্রমশিল্প গড়ে তুলে। এখন তারা যাত্রী ও মাল চলাচলের উপযোগী আকাশযান পুরাপুরি নিজেরাই গড়ে।

কৃষিকাজে আকাশযান উত্তরোত্তর ব্যবহৃত হচ্ছে। বৃহদাকারের কৃষিক্ষেত্রের বীজ বপনে এখন আকাশযান ব্যবহৃত হয়। চেষ্টা চলেছে, আকাশে বৃষ্টিপাত নিবারণের জন্য আকাশযান দিয়ে মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়ার। জল সিঞ্চনেও আকাশ যান ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কীট-পতংগের ঝাঁক বা বাসস্থান অনুসন্ধান করে নির্মূল করে ফেলাও তাদের কাজ হয়ে পড়েছে।

কৃষি-কাজ

গত বিশ বছর কাল শ্রমশিল্পের দিকে জোর নজর দেওয়া হলেও কৃষি-কাজকে তারা মোটেই অবহেলা করেনি। কৃষি কাজের যে সমাধানে তারা হাত দিয়েছে তাতে সাফল্যমণ্ডিত হলে বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাদের দান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময়ে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রায় ৬১·২ পার্শেণ্ট জমি নিয়ে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ চাষী যৌথ কৃষি ফার্মে যোগদান করে। আগের ব্যক্তিগত চাষাবাদের স্থানে এখন ২১১,০০০ যৌথ-কৃষিক্ষেত্র গঠন করা হয়েছে। আবাদী জমির প্রায় ৭৫·৬ পার্শেণ্ট এর আওতায়। ১৯৩২ সালে কোলখোজী (যৌথ কৃষিক্ষেত্র) ও সোভখোজী (রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র) থেকে বাজারের উপযোগী দ্রব্যের ৮৪·২ পর্শেণ্ট তৈরী হয়েছে। তুলারও ৮৩ পার্শেণ্ট এখানেই তৈরি। দ্বিতীয় বার্ষিকীর সময় এর পরিসর আরো বেড়ে গেছে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ২৪৩,৭০০টি যৌথ ফার্ম স্থাপিত হয়—তাতে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ আগেকার ছোট ছোট ফার্ম প্রায়—৯৩ পার্শেণ্ট ছোট ছোট ফার্ম যোগ দিয়েছে।

১৯৩৭ সালে চাষীরা ব্যক্তিগত ভাবে আবাদ করে আবাদী জমির মাত্র ·৯ পার্শেণ্ট।

যান্ত্রিকতাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৩৭ সালে ৫৬১৭টি ট্রাকটার ষ্টেশন স্থাপিত হয়। যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলোকে এরা যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও সব রকমের সাহায্য প্রদান ক'রে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা করে। চাষ, বীজ বুনন, ফসল তোলা, মাল চলাচল—সর্ব বিষয়েই যান্ত্রিক উপায়ে কাজ চালানো হয়। আবাদী জমির ৯০ পার্শেণ্ট মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশনের সাহায্য পেয়ে থাকে।

ট্রাকটার-শক্তি জোগানের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দর চাইতেও বেশি সাফল্য লাভ করে। ১৯৩ সালের মধ্যভাগেই সোভখোজ ও মেশিন ট্রাকটার ষ্টেশনে পরিকল্পিত ৮২ লক্ষ অশ্ব-শক্তি উৎপাদন ছাড়িয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিক্ষেত্রে কম্বাইন তৈরির কথা ছিল এক লক্ষ তার স্থানে তৈরি হয়েছে ১২১,০০০টি।

১৯৩৪ সালে ২.৩ পার্শেণ্ট ফসল কাটা হয় কম্বাইনের সাহায্যে, ১৯৩৬ সালে ২৪ পার্শেণ্ট এবং ১৯৩৭ সালে ৪২.৫ পার্শেণ্ট আবাদী জমির ফসল কাটা হয় কমবাইনের সাহায্যে।

অন্য দেশে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা সাধনে একশ বছরে যা না করতে পেরেছে তা তারা করেছে মাত্র বিশ বছরে। ১৯৩৬ সালে প্রতি হেক্টারে যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার দাম ২০ রুবল। তা ছাড়া প্রতি হেকটারে নিযুক্ত কম্বাইনের দাম ৫ রুবল, ট্রাক্টারের দাম ১৫ রুবল এবং মোটর লরীর দাম ৬ রুবল।

বিপ্লবের আগে কাস্তে ও কাঠের লাঙল ছাড়া চাষ করার যন্ত্রপাতি চাষীদের আর কিছু ছিল না বললেই হয়। শতকরা ৩০ জনের ঘোড়া পর্যন্ত ছিল না।

এখন এ সবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন তার বদলে যৌথ কৃষিক্ষেত্রের হাতে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত

সব রকমের যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ, মেশিন ট্রাক্টার ষ্টেশন, আরো কত-কি।

কৃষি ও রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রের কমিশারের পরিচালনায় ট্রাক্টর ও কম্বাইন অপারেটরদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৩৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ কম্বাইন অপারেটর এবং ৮৪ হাজার ড্রাইভারকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

যুদ্ধের আগে রাশিয়ায় আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটী ৭২ লক্ষ হেক্টার; তার মধ্যে জার পরিবার, জমিদার ও গির্জা প্রভৃতি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ছিল ১৫½ কোটি হেক্টার। কুলক বা ধনী চাষীদের হাতে ছিল ৮ কোটি হেক্টর আর বাকিটা অর্থাৎ ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ হেক্টার জমি ছিল দরিদ্র চাষীদের হাতে।

১৯৩৭ সালের হিসাব মতে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়ে হয় ৪২ কোটি ১৯ লক্ষ হেক্টর। যৌথ কৃষিশালা ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চাষীর হাতে আছে ৩৭ কোটি হেক্টর ও রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার হাতে ৫ কোটি ১১ লক্ষ হেক্টর জমি আছে।

সব জমিই রাষ্ট্রের। বিশেষ সনন্দের বলে যৌথ কৃষি-শালার চাষীরা নির্দিষ্ট পরিমাণের জমি নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে পারে; তবে সরকারের অনুমোদিত কার্য-পদ্ধতি অনুসারে তাদের কাজ করতে হয়।

আগেকায় রাশিয়ার ফসল হত ৪ থেকে ৫ মিলিয়ার্ড [১] পুড [২]; ১৯৩৭ সালে উৎপন্ন হয় ৬·৮ মিলিয়ার্ড পুড।

শ্রমশিল্পের উপযোগী শস্যের পরিমাণও বেড়ে যায় বিপুল ভাবে। ১৯৩৬ সালে তুলা উৎপন্ন হয় ২ কোটি ৩৯ লক্ষ সেণ্ট্‌নার [৩]; ১৯১৩ সালে মাত্র ৭৪ লক্ষ সেণ্টনার উৎপন্ন হয়। তুলা উৎপন্ন করার দিক দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ইউ, এস, এস, আরের স্থান প্রথম; আর সমগ্র পৃথিবীতে তৃতীয়। ১৯১৩ সালে শ্রমশিল্পের জন্য রাশিয়ায় আমদানী করতে হয় ৬৪ লক্ষ সেণ্ট্‌নার পরিমিত তুলা; সোভিয়েট ইউনিয়নের এখন আর তুলা আমদানী করতে হয় না: নিজের উৎপন্ন তুলাতেই তার শ্রমশিল্পের কাজ চলে। ১৯১৩ সালে তিসির সরু তন্তু উৎপন্ন হয় ৩৩ লক্ষ সেণ্ট্‌নার আর ১৯৩৬ সালে উৎপন্ন হয় ৫৩ লক্ষ সেণ্ট্‌নার। তন্তু উৎপাদনের জগতে তার স্থান প্রথম।

কৃষি-বিভাগেও ষ্ট্যাখোনোভাইটদের উৎসাহের অন্ত নেই। ১৯৩৭ সালে কোন কাগজে খবর বার হয় কালিফোর্ণিয়ার হোমস্‌ নামক জনৈক কৃষক ১৯২৯ সালে হেক্টর পিছু ৯৪৮ সেণ্ট্‌নার করে বিট-চিনি উৎপন্ন করেছে। ১৯৩৬ সালে "Twelve years of October" নামক যৌথ কৃষিশালারই সিডোরুক নামক জনৈক ষ্টেখানোভাইট এবং 'থার্ড ইণ্টার-

---

১. মিলিয়ার্ড = ১০০ কোটি। ২. পুড = ৩৬·১১ পাউণ্ড।

৩. সেণ্টনার = ২২০ পাউণ্ড।

নেশনেল' নামক যৌথ কৃষিশালার অটোরবিভা নামক ষ্টেখানোভাইট প্রতি হেক্টারে ১১৭০ থেকে ১১৯৬ সেণ্ট্নার ওজনের বিট-চিনি উৎপন্ন করে সকলকে চমৎকৃত করে দেন। তাঁদের আবার পরাস্ত করেন 'লেনিন যৌথ কৃষিশালা'র এস, ইউটেনবার্জেনোভ প্রতি হেক্টারে ১৪১০ সেণ্ট্নার উৎপন্ন ক'রে। ১৯৩৭ সালে অটোরবিভা আবার নব উদ্যমে কাজে লেগে প্রতি হেক্টরে ১৮০০ সেণ্ট্নার উৎপন্ন করেন।

তুলায় আমেরিকার রেকর্ড ছিল প্রতি হেক্টরে ৪৭ সেণ্ট্নার। ১৯৩৭ সালে ষ্ট্যালিন কৃষিশালার মেড্রাখিন বাবারাখিনভ তার ক্ষেত্র-বিভাগে (field section) প্রতি হেক্টরে ১৩৬ সেণ্ট্নার উৎপন্ন করেন।

জার্জিয়ায় আগে যেখানে চায়ের আবাদ হত ২৫৫৭ একর জমিতে ১৯৩৭ সেখানে সালে ১১২,০০০ একর জমিতে চায়ের আবাদ হয়। জার্জয়া চা উৎপন্ন করে সব চাইতে বেশি।

ইউ, এস, এস, আরের সর্বত্র নানা ফল-ফলারির দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। যাতে সব রকমের ফল-ফলারি বেশিরকম ফলে তার দিকে মনোযোগের অন্ত নেই।

ধন-ভাণ্ডার

অর্থনৈতিক পদ্ধতি যে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে চলেছে, জাতীয় ধনভাণ্ডারের ক্রমবর্ধনশীলতাই তার

পরিচায়ক। ১৯১৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ২১'০ মিলিয়ার্ড (শত কোটি) রুবল; ১৯২৫ সালে তা পড়ে গিয়ে হয় ১৬'৮ মিলিয়ার্ড রুবল; ১৯২৯ সালে বাড়ে ২৮'৯ মিলিয়ার্ড রুবলে এবং ১৯৩৬ সালে তা হয় ৮৬'০ মিলিয়ার্ড রুবল এবং ১৯৩৭ সালে তা দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ার্ড রুবল।

গৃহ-বাণিজ্য

গৃহ-বাণিজ্যেও তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালায় ও কো-অপারেটিভের বিক্রীর পরিমাণ ১৯৩২ সালে ৪৭'৮ মিলিয়ার্ড রুবল; ১৯৩৭ সালে তা ১৪২'৮ মিলিয়ার্ড রুবল দাঁড়ায়।

বিক্রী-পাট সবই হয় রাষ্ট্রের হাতে নয়তো কো-অপারেটিভ বা যৌথ কৃষিশালার হাতে। ঝুঁকিদার ও পুঁজিদার ছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি হয়েছে।

জীবন-যাত্রা প্রণালীর মান

যাতে শহরের ও গ্রামের হাতের কাছে ভোগের দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তারও সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ১৯২৪ সালে ২২০০০টি দোকান ও trading kiosks ছিল শহরে; গ্রামে ছিল ২০০০০টি; ১৯৩৬ সালে শহরে ছিল ১২১,০০০টি এবং গ্রামে ছিল ১৬৯,০০০টি।

আজকের রাশিয়া

১৯৩৫ সালে জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালী উন্নীত করার জন্য যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাতে শহরের চাইতে গ্রামাঞ্চলে খুচরা বিক্রী বেড়ে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় গ্রামাঞ্চলের কো-অপারেটিভ দোকানে চিনি বিক্রী ৭গুণ বেড়েছে, মিষ্টিদ্রব্য বিক্রী গড়ে ১৭ গুণ ; গৃহপনা-সুলভ সাবান ৪ গুণ ; গা-মাখার সাবান ও সুগন্ধি-দ্রব্যাদি ৩ গুণ ; সাজ-সজ্জা ১৩ গুণ।

* * * *

মহাযুদ্ধ, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধ বিপ্লবের গোড়াতেই নানা বাধা-বিঘ্ন স্থাপন করে। ত্রয়োস্পর্শে শ্রমশিল্প, কৃষি, প্রভৃতি—এককথায় মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই সব দুর্যোগের ঘোর কাটিয়ে মানুষের মংগলকর প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তোলা যে কি ব্যাপার যারা ভুক্তভোগী একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারেন।

টাকা-পয়সার অভাব, উপযুক্ত লোকের অভাব প্রতি পদে বাধা দেয়। তারপর আছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা, আছে দেশের লোকের নতুন-সমাজ-গঠন পণ্ড করার প্রচেষ্টা।

এত সত্ত্বেও কর্মীরা উপযুক্ত কর্মীদের যথোপযোগী শিক্ষা দিয়ে কাজে লাগিয়েছে—শ্রেণীহীন সমাজ পত্তন করার সিড়ি

গঠন করে তুলেছে, কোন বাধা বিপত্তিই তাদের পথ রোধ করতে পারেনি।

কুড়ি-বাইশ বছরে মানব-হিতের জন্য তারা যা করতে সক্ষম হয়েছে যুগ-যুগান্ত ধরে কোন রাষ্ট্র তার শতাংশ, সহস্রাংশের এক অংশও করতে পারেনি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আশাতিরিক্ত-ভাবে সাফল্য লাভ করেছে। এ ক'বছরে অর্থ নৈতিক, শিক্ষা, কৃষ্টির ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, রাজনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়—কৃষি, শিল্প ব্যবস্থার পুনর্গঠন। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন করা হয়েছে। কৃষি ও শ্রমশিল্পে এখন আর সাবেকী ধরণের যন্ত্রপাতি নেই। ধান-কাটা, ধান-মড়াই কোন কাজই এখন আর যন্ত্রপাতি ছাড়া করা হয় না। কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ সমগ্র জগতে শীর্ষস্থানীয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়নের যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে। শোষকশ্রেণী তাহার মূল কারণ সমাজ থেকে আজ লুপ্ত হয়েছে, কৃষক মজুর, বুদ্ধিজীবীরা আজ শ্রমশীল জনসাধারণ পরিণত হয়েছে। সোভিয়েট সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন সাধারণ-তন্ত্রের জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে।

আজকের রাশিয়া

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন উন্নতির অন্য ধাপে এগিয়ে চলেছে 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনা নিয়ে। এই সময়ে শ্রেণীহীন সোস্যালিষ্ট সমাজ গঠনের কাজ পূর্ণাংগ করে তুলতে হবে—সোস্যালিজম থেকে কমিউনিজমে সুপ্রতিষ্ঠ হবার কাজও সমাধা করতে হবে। এই সময়ে শ্রমশীল জনসাধারণের শিক্ষা পূর্ণাংগ বিশিষ্ট করতে হবে, পুঁজিতন্ত্রের শেষ চিহ্ন মানুষের চৈতন্য থেকে মুছে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বটে, শ্রমশিল্পের গতিধারা দ্রুতবেগে উন্নতির দিকে চলেছে তাতেও সন্দেহ নেই, শ্রমশিল্পের উৎপাদনের টেকনিকও অত্যন্ত উন্নত দেশের চাইতে উন্নততর এও সত্য—এসব সত্ত্বেও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যতটা সাফল্য লাভ করার কথা ততটা হয়নি।

অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে আজ অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর করতে হয় না, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের কোন যন্ত্রপাতির জন্যও না, সামরিক দ্রব্য-সম্ভারের জন্যও না। শ্রমশিল্পে ও কৃষিশিল্পে জগতে তার স্থান শীর্ষস্থানীয়। তা সত্ত্বেও কাগজ, সাবান এবং আরো কতকগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়ে মাথা-পিছু উৎপাদন সোভিয়েট ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত কম। এই ত্রুটি দূর করতে হবে।

আজকের রাশিয়া

তৃতীয় বার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান অর্থনৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে মলোটোভ যা বলেন তার মর্মার্থ : শ্রমশিল্পের প্রসার কিংবা উৎপাদন-পদ্ধতির উৎকর্ষের দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পুঁজিতান্ত্রিক উন্নত দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রয়োজনের অনুরূপ সাফল্য এ নয়। অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে তাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে, জন-সাধারণের জীবন যাত্রা-প্রণালী আরো উন্নত করতে হবে।

তা করতে পারলেই সোভিয়েট ইউনিয়ন হবে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী দেশ। রাজনৈতিক ও বিজ্ঞান-সম্মত উৎপাদনের টেকনিকের দিক দিয়ে ইউনিয়ন শীর্ষস্থান লাভ করেছে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক দিকেও তাকে সর্বাগ্রগণ্য হতে হবে।

শ্রমশিল্প

শ্রমশিল্পের যন্ত্রপাতি এখন আর বাইরে থেকে আনতে হয় না ; প্রয়োজনীয় উন্নত ধরণের যাবতীয় যন্ত্রপাতি এখানেই তৈরি করা হয়। যন্ত্রপাতি অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, তার গতি অব্যাহত রাখার যা-কিছু দরকার তার অভাব নেই এখানে।

জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সকল বিভাগে যাতে দ্রুত গতিতে উন্নতি-সাধন করা যেতে পারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরু শ্রমশিল্প বা উৎপাদনোপায়

এবং আত্মরক্ষার উপযোগী শ্রমশিল্প যাতে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে তার বন্দোবস্ত এতে আছে। অন্তর্ভুক্ত সাধারণ-তন্ত্রের লোকের কৃষ্টিগত ও 'অর্থনীতিগত উন্নতি যাতে দ্রুত হতে পারে তারও ব্যবস্থা এতে রয়েছে।

আয়

জাতীয় আয় ১০০০০ কোটি রুবল থেকে ১৭৪০০ কোটি রুবলে পরিণত করার অর্থাৎ ১·৮ গুণ বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে জাতীয় আয় ছিল ৪,৫৫০ কোটি রুবল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে হয় ১০,০০০ কোটি রুবল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে হবে ১৭৪০০ কোটি রুবল।

শ্রমশিল্পে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে শিল্পোৎপাদন হয় ৯২৭০ কোটি রুবল মূল্যের; তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর শেষে ১৯৪২ সালে তা হবে ১৮,০০০ কোটি রুবল। অর্থাৎ শতকরা ৮৮ ভাগে পৌঁছাবে।

কৃষিশিল্পে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে কৃষিতে উৎপাদন ছিল ২০১০ কোটি রুবল, তৃতীয় বার্ষিকীতে হবে ৩,০৫০ কোটি রুবল।

জল-পথের আরো উন্নতি সাধন করে বাধাবিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করতে হবে। জ্বালানি কাঠ, শস্য, কয়লা, তৈলের চলাচল সুগম করে তুলতে হবে। সুদূর প্রাচ্যের সংগে

যোগাযোগের জন্য উত্তর-সমুদ্র-পথের চলাচল সহজ করে তুলতে হবে।

মটর, লরী প্রভৃতি বাড়িয়ে মাল-চলাচলের আরো সুবিধা করতে হবে। ১৯৪২ সালের দিকে মটর, লরী ৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোক ১৭ লক্ষে পৌঁছাবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বিরাট রকমের বরাদ্দ বাজেটে ধরা হয়েছে।

শ্রমশিল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে ৫১ মিলিয়ন রুবল ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে ১১৫ মিলিয়ন রুবল ধরা হয়, তৃতীয় বার্ষিকীতে ধরা হয় ১৮১ মিলিয়ন রুবল।

কৃষিকাজে ১০·৭ মিলিয়ন রুবল খরচ করা হবে।

চালানী কাজে (দ্বিতীয় বার্ষিকীতে) ২০·৭ মিলিয়ন রুবলের স্থানে ৩৫·৮ বিলিয়ন রুবল খরচ করা হবে।

ভলগা ও ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দ্বিতীয় বাকু গড়ে তোলা হবে। ৭০ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যাবে এমন শক্তি এখানে সৃষ্টি করা হবে।

কুলিবিশেভ জেলায় ৩·৪ মিলিয়ন কিলোয়াট শক্তিসম্পন্ন দু'টি হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন গড়া হবে। এর সাহায্যে ভলগার অদূরবর্তী স্থানের অনুর্বর স্থানগুলিতে জল-সেচের সুব্যবস্থা করা যাবে, ভল্‌গা ও কামার মধ্যে জাহাজ চলাচলেরও সুবিধা হবে।

সমুদ্রগামী জাহাজের বহর তৈরি করার জন্য জাহাজ শ্রমশিল্প গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে মস্কো ও গর্কীর মোটর ফাক্টরী-গুলো শেষ করতে হবে এবং ম্যাগ্‌নিটোগরস্কের ধাতব শিল্পের পরিকল্পনাটি সমাপ্ত করতে হবে। সমগ্র দেশে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কৃষিকার্যের জন্য ১৫০০ মেশিন-ট্রাকটার-ষ্টেশন গড়ে তুলতে হবে।

কাঁচামাল যেখানে-যেখানে উৎপন্ন হয় তার কাছে তৎ-সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্প গড়ে তুলতে হবে।

সুদূর প্রাচ্য

সুদূর প্রাচ্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। সিমেণ্ট, কাঠ, ধাতুদ্রব্য, বাড়ীঘর তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সুদূর প্রাচ্যে উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্যদ্রব্যাদি, লঘু শিল্পাদিও প্রচুর পরিমাণে গড়ে তুলতে হবে সেখানে।

সুদূর প্রাচ্যের যাবতীয় অভাব মোচনের ব্যবস্থা করতে হবে। শাক-সব্জী, আলু এবং কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি যাতে আরো বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমশিল্পের ন্যায় রেলপথাদির প্রসার আরও বাড়াতে হবে সেখানে। সুদূর প্রাচ্যকে সোভিয়েট শক্তির একটি প্রবল ঘাঁটি করে তুলতে হবে।

জীবন-যাত্রা প্রণালীর মান উন্নয়ন—

জনগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর স্তর যাতে আরো উন্নত হয়, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলো অবাক্-বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে এমনি ব্যবস্থা করতে হবে। শহর ও পল্লির শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের বর্ধনশীল চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

এসময়ে ব্যবহার্য-পণ্য শত করা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেড়ে যাবে। শ্রমিক ও আফিস কর্মীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ বাড়াবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শ্রমিক ও চাকুরিয়াদের গড়পড়তা উপার্জন ৩৫ পার্শেণ্ট বেড়ে যাবে। যৌথ কৃষিশালায় চাষীদের আয় বেড়ে যাবে ৭৫ পার্শেণ্ট।

এক কথায় শ্রমিক, চাষী ও বুদ্ধিজীবীদের আর অন্তত ৫০ পার্শেণ্ট বাড়বে।

এই পরিকল্পনার বলে পল্লি ও শহরের লোকের জীবন-যাত্রা নির্বাহের ও কৃষ্টিগত মান সমতুল্য করার ব্যবস্থা হয়েছে।

সামাজিক বীমা, শিক্ষা, বহু পুত্রকন্যার মাতা এবং শ্রমিক ও চাকুরিয়াদের কৃষ্টিগত উন্নতি এবং জনহিতকর কাজের জন্য ৫৩ বিলিয়ন রুবল ব্যয়ের ব্যবস্থা বরাদ হয়েছে।

বাসস্থান নির্মাণ

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য এতদিন বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে উঠা যায়নি। তৃতীয় বার্ষিকীর আমলে আরো

৩৫ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার পরিমিত স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করা হবে।

কৃষিগত উন্নতি সাধনের জন্য বিরাট রকমের পরিকল্পনা আছে। শহরে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসার, পল্লি অঞ্চলে এবং জাতীয় সাধারণতন্ত্রে প্রাথমিক শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার পরিকল্পনা হয়েছে।

শহরে ও শ্রমিক-পল্লিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৮·৬ মিলিয়ন লোক ১২·৬ মিলিয়ন বাড়বে ; পল্লি অঞ্চলে এদের সংখ্যা ২০·৮ মিলিয়ন থেকে হবে ২৭·৭ মিলিয়ন।

"সমস্ত দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী বলে থাকে যে কৃষকেরা সমাজতন্ত্রবাদের পথ অবলম্বনে অক্ষম কিন্তু সোভিয়েট যৌথ কৃষিপন্থী কৃষকেরা কার্যত প্রমাণ করেছে যে তারা সমাজ তন্ত্রবাদের পথ অবলম্বনে এবং সেখানে সাফল্য অর্জনে সক্ষম।"—ষ্ট্যালিন।

শিক্ষা-পদ্ধতি

জার-শাসনে শিক্ষার অবস্থা

১৭৮২ সালে ক্যাথারইন-দি-গ্রেটের আমল থেকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হলেও অতি অল্পসংখ্যক স্কুলই স্থাপিত হয়। আর তাও বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত শহরেই ছিল সীমাবদ্ধ।

প্রথম নিকোলাস দেখলেন, স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে শিক্ষা-বিস্তার মোটেই সুবিধাজনক নয়; তাই তিনি ভূ-দাস, শ্রমিক ও কৃষকদের উচ্চ-বিদ্যালয়ের পথ বন্ধ ক'রে দেন। উচ্চ শ্রেণীর লোকই শুধু স্কুল-কলেজাদিতে পড়তে পারত।

তার পরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংগ্রাম চলে তার ইতিহাস বড়ই করুণ। জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্র অংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুয়ার মাড়াতে পারত। রাজকর্মচারী, জমিদার প্রভৃতি সুবিধাভোগী লোকদের জন্যই জলপানি প্রভৃতি একচেটে ছিল। রুশ-ভাষীদের মধ্যেই যা-কিছু শিক্ষা আবদ্ধ ছিল।

সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে লেখাপড়ার নামগন্ধও ছিল না। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য উদারপন্থীদের সকল চেষ্টায় সম্রাট আর গির্জার হর্তাকর্তারা একযোগে বাধা দিতে লাগলেন।

১৯০৪ সালে শতকরা মাত্র ২৩·৩ লোক শিক্ষা পায়।

আজকের রাশিয়া

১৯১৪ সালে রাশিয়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ২৮ জন। রাশিয়ার এশিয়াটিক প্রদেশগুলোতে শতকরা একজনও শিক্ষিত ছিল কিনা সন্দেহ।

শিক্ষার-পথে বাধা বিঘ্ন

তারপর এল মহাযুদ্ধ, এল বিপ্লব। অন্তর্যুদ্ধ, ব্লকেড, ১৯২১-২২ সালের দুর্ভিক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়নকে ওলটপালট করে দিল।

বলশেভিক নেতারা জানতেন, সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন যেমন চাই, তেমনি চাই জনসাধারণের কৃষ্টিগত উন্নতি। শ্রমিকরা সুশিক্ষিত না হলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর নয়। তাই তাঁরা ঘোষণা করলেন, শিক্ষা সর্বজনীন করা হবে—বর্ণ ও জাতির বাছবিচার থাকবে না তাতে। ১৯২২ সালের আগে নানা অসুবিধায় শিক্ষার জন্য তেমন-কিছু করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

"সোভিয়েট শিক্ষা-বিস্তারের পথে অসংখ্য বিঘ্ন দেখা দিল। জার আমলের বহু শিক্ষক বলশেভিক শাসনের সময় শিক্ষাদান করতে অসম্মত হন। যে ক'জন রাজি হলেন তাদেরও বেশির ভাগ নিজেদের নিয়োজিত করল সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকার্যে। স্কুলের ইমারত ও সাজসরঞ্জামাদি ছিল সেকেলে ও নিতান্তই অপ্রচুর। তার উপর শিক্ষা-বিধি ছিল বহুবিধ।

Dalton Plan, the Project Method, the Brigade, Laboratory প্রভৃতি অনেক শিক্ষা-পদ্ধতিরই experiment চলল। পরীক্ষাপদ্ধতি একবার বন্ধ করে দেওয়া হয়, তারপর আবার তার প্রচলন করা হয়—অবশ্য অন্যান্য দেশের পরীক্ষা নেওয়ার প্রথার সংগে অনেক পার্থক্য এই পরীক্ষার। সোভিয়েট ইউনিয়ন-এ জলপানির জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, প্রমোশনের জন্য নয়।"

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। য়ুরোপের শিক্ষাপদ্ধতিতে যা ভাল ছিল তার কতকটা এ পদ্ধতিতে স্থান পেল বটে, কিন্তু আজ যে পূর্ণাংগ শিক্ষাপদ্ধতি শিকড় গেড়ে বসেছে তার বৈশিষ্ট্য সোভিয়েট ইউনিয়নেরই বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নাই।

শিক্ষা-বিস্তারের পথে যে সব বাধা জগদ্দল শিলার ন্যায় পড়ে ছিল একে একে সবই দূরীভূত হ'ল। ধীরে ধীরে শিক্ষক তৈরি করে নেওয়া হল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা হ'ল, শিক্ষার সাজ-সরঞ্জামাদি জোগাড় করা হ'ল।

১৯১৮ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ, ১৯৩৮ সালে, মাত্র ২০ বছরের মধ্যে সেখানে ছাত্র-সংখ্যা হয়েছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ।

১৯৩২-৩৭ সালের শিক্ষাপদ্ধতিতে Dalton Plan প্রভৃতি পদ্ধতি বর্জন করা হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা-মন্দিরের দরজা সকলের জন্য খোলা। অতুলনীয় ভাবে সজ্জিত শিশু-বিদ্যালয় (নার্সারী স্কুল) থেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে পর্য্যন্ত কোনপ্রকার বেতনাদি নাই।

শহরে আঠার এবং গ্রামে পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত সকলেরই লেখপড়া করতে হবে।

আট বছরের কম কম-ছে-কম ২০ লক্ষ ছেলে নার্সারী শিশু-বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। এছাড়া আরো ১০ লক্ষ খুব কড়াকড়ি নাই এরূপ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আট বছর থেকে বারো বছরের ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল এতদিন, এক্ষণে বারোর স্থানে বয়স পনেরো করা হয়েছে। সমগ্র ইউনিয়নেই এ আদেশ বলবৎ। শহরে, শিল্পকেন্দ্রে, গ্রামাঞ্চলে ৮ বছর থেকে আঠারো বছর পর্য্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আয়োজন চলেছে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জনহিতকর কাজের উপযোগী হওয়া। নিজেদের সুখী নাগরিক ক'রে গঠন করে তোলা।

ছেলেদের আদর্শরূপে ধরা হয়: Work hard and get on. কঠিন পরিশ্রম করতে শিখ, সমাজতন্ত্রবাদ পত্তনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কাজ কর, নিজকে এমনভাবে তৈরি করে নাও যাতে করে তোমার আশেপাশের কমরেডদের

সেবায় লাগতে পার, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পার, সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পার।

শারীরিক পরিশ্রমকে অত্যন্ত আদর করা হয়। এই শারীরিক-শিক্ষা শারীরিক ও মানসিক কাজের সেতুর ন্যায় কাজ করে, উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।

শিক্ষার ধারা

সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষার ভার কোন একটা বিশিষ্ট শিক্ষা-সংক্রান্ত পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েটের উপর নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রের শিক্ষার ভার 'People's Commissariat for Education-এর (পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েটের) উপর। এই কমিশারিয়েটগুলো স্ব স্ব দেশে পূর্ণ স্বাধীন।

এই সব কমিশারিয়েটের প্রধান কাজ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম, থিয়েটার, সিনেমা, সংগীত ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। এ ছাড়া পুস্তক প্রকাশের কাজও তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে।

জনসাধারণের শিক্ষার ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এখনকার সোভিয়েট ইউনিয়ন যতদূর স্থান নিয়ে গঠিত ১৯১৩ সালে জারের আমলে সেখানে শিক্ষার ব্যয় ছিল ২৩৯·৭ মিলিয়ান রুবল। বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নে

১৯৩২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলে শিক্ষা ব.
ছিল ৬,৪১০·৬ মিলিয়ান রুবল অর্থাৎ (১৯১৩ সালে
মাথা-পিছু খরচ যেখানে হতো ১·৭৩ রুবল (১৯১৩ সালে
১৯৩২ সালে সেখানে ৩৮·৬৪ রুবল।

নিচেকার সূচী থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে অল্-ইউনিয়:
বাজেটে শিক্ষার ব্যয়টা :—

নিখিল ইউনিয়নের বাজেটের অর্থ ছাড়াও স্থানীয় বাজেটে
শিক্ষার জন্য বিপুল বরাদ্দ ধরা হয়।

১৯২৩-২৪	সালে	১১৩·৬	মিলিয়ন রুবল	অর্থাৎ	সমগ্র বাজেটের শতকরা	৪·৯	
১৯২৭-২৮	”	৩৪০·১	”	”	”	৫·৩	”
১৯৩২	”	১৫২৩·৪	”	”	”	৫·০	”
১৯৩৪	”	২,৬৬৬৮·৭	”	”	”	৫·৬	”

১৯২৯-২৯ সালে প্রাথমিক স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য
ব্যয় হয় ২২·৭১ রুবল ক'রে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাথা-
পিছু খরচ ছিল ৬৫·৬৫ রুবল। ১৯৩২ সালে প্রাথমিক
স্কুলের ছেলের জন্য খরচ হয় ৩৯·০৮ রুবল ও মাধ্যমিক
স্কুলের ছেলের জন্য ১২৫·০২ রুবল অর্থাৎ যথাক্রমে শতকরা
১২% ও ১৯০·৩% বৃদ্ধি।

সোভিয়েট শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই সর্বজনীনভাবে
বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সমগ্র R. S.

F.S. R থেকে জনগণের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ১৯১৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এক ডিক্রি জারী করা হয়। ১৯২১ সালে অন্য এক বিধানের বলে নিরক্ষরতা লোপের জন্য নিখিল রাশিয়ান কমিটি গঠন করে শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলতে থাকে।

১৯৩০ সালে যে বিধান জারী করা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। তাছাড়া শহরে শিল্পকেন্দ্রে ও গ্রামাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় কৃষিশালায় বাধ্যতামূলক সাত-বছর শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৪ সালে ইউ, এস, এস, আরে সাকল্য জেলাগুলোতেই এই সপ্তবার্ষিকী শিক্ষাপদ্ধতি সর্বজনীন করে তোলার জন্য আর এক ডিক্রি ঘোষণা করা হয়। ১৯৩২ সালে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে দশবার্ষিকী শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়ে যায়। পরে এ প্রথার প্রচলন সমগ্র দেশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে।

সাধারণ শিক্ষাকল্পে যেসব বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে তা তিন রকমের ঃ—

(ক) প্রাক্-বিদ্যালয়।

(খ) Single labour School. (অমিশ্র শ্রম-বিদ্যালয়)

(গ) গৃহশূন্য, দুর্ব্বহার-প্রাপ্ত ও অংগহীন ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠান।

আজকের রাশিয়া

প্রাক্-বিদ্যালয়

তিন বছর থেকে শুরু করে আট বছরের ছেলেরা এই সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে থাকে। এই সাত বছর বয়স থেকেই তারা সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের শিক্ষার কাজ চালায়। এই প্রাক্-বিদ্যালয়েই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যোগাযোগ সাধন হতে শুরু হয়, নাগরিকত্ব ও দায়িত্বের দিকে লক্ষ্য পড়ে। প্রত্যেক শিশুসদনের দরজার গোড়ায় লেখা থাকে; শিশুর জন্য কোন কিছু করতে হবে না; তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই সারবে। যে সব ইট দিয়ে এরা খেলার ঘর পাতে সেগুলো একা নাড়ার সাধ্য নাই তাদের। পরস্পরের সাহায্য নিয়ে তারা সেগুলো টেনে এনে খেলার ঘর রচনা করে, সেই শৈশব থেকেই পরস্পরের উপর নির্ভর করতে শেখে, সহযোগিতা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের শিশুরা যে-বয়সে পুতুল নিয়ে মাতে সে বয়সে সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুদের প্রকৃতি ও বাস্তব জগতের সংগে নানা ছলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সেই শিশু বয়স থেকেই তারা বহির্জগতের সন্ধান পায় ও নানা তথ্য জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে।

এই বিদ্যালয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে বটে, তবে দলের মংগলামংগলের বাইরে তা পৌছায় না—ছেলেদের 'উৎকৃষ্ট' 'ভাল' মন্দ' বলে অভিহিত করা হয়; কিন্তু কিছুতেই প্রথম,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে আখ্যাত করা হয় না। ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে বটে তবে পরস্পর ছেলেদের মধ্যে তা আবদ্ধ নয়—একটি শ্রেণীর প্রতিযোগিতা চলে অন্য শ্রেণীর সংগে। এই ক্লাস 'সর্বোৎকৃষ্ট'—এই হল তাদের দৃষ্টিভংগি। ছেলেরা নিজেদের ক্লাসের খারাপ ছেলেদেরও শিখিয়ে নিয়ে তবে অন্য শ্রেণীর সংগে প্রতিযোগিতা চালায়; তাই হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষার চিহ্নও নাই এখানে।

ছেলেরা নিজেদের নেতা নিজেরাই বাছাই করে নেয়। তারা উপস্থিত অনুপস্থিত দেখে, ক্লাসে শৃংখলা বিধান করে। তারাই কমিটি গঠন করে, রান্নার কাজ চালায়, স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করে। শিক্ষকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যথাসময়ে তাদের ঠিক পথের ইংগিত দেয়।

শারীরিক শাস্তি নেই সেখানে। কারো অন্যায় দেখলে "দেওয়াল পঞ্জী"তে লিখে রাখে—অমুক ছেলে অমুক কাজ করেছে। এই তাদের চরম শাস্তি।

প্রাক্-বিদ্যালয় পদ্ধতি থেকে কয়েক রকমের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়েছে: যেমন, শিশুসদন, ডে-নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন, রক্ষণাধীন খেলার মাঠ, বৈকালিক বিশ্রামাগার। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর গোড়া থেকেই এসব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শ্রমশিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের চাহিদা বেড়ে যাবার সংগে সংগে প্রাক্-বিদ্যালয়গুলোর অর্থ-

নৈতিক প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। নিচেকার চার্ট থেকেই তার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাবে।

১৯২৪-২৫ সালে	১,১৩৯টি	প্রতিষ্ঠানে	ছেলেদের সংখ্যা	৬০,১৯৬
১৯৩০-৩১	৬,৫৭৪টি	"	"	৩৬৬,২৩৬
১৯৩৩-৩৪	—	"	"	১,৫৮২,০০০

১৯২৭-২৮ সালে খেলার মাঠে যে সব ছেলে যোগ দেয় তাদের সংখ্যা ছিল ২০৩,৯৭৬; তার মধ্যে শহরে ১২৮,০৭২ এবং গ্রামাঞ্চলে ৭৫,৯০৪ জন; ১৯৩৩-৩৪ সালে ছেলেদের সংখ্যা হয় ৪,৯২৩,৩০০, তার মধ্যে ৬৪৬,৮০০ জন শহরে এবং ৪,২৭৬, ৫০০ জন গ্রামাঞ্চলের মাঠে যোগ দেয়।

আশ্রয়-কেন্দ্রগুলোর দরজা দিন-রাত খোলা থাকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দরকার এমন-সব আশ্রয়হীন ছেলেদের জন্য। স্থায়ী বাসের উপযোগী স্থান না পাওয়া পর্যন্ত তাদের এখানে সাধারণত রাখা হয়। এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ৪০।৫০ জন ছেলে রাখা চলে।

ছেলে ও মেয়েদের প্রতিষ্ঠান অবশ্য পৃথক্।

পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র ও যে সব কেন্দ্র থেকে ছেলেদের নানা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় সে-সব কেন্দ্রের মণ্ডলী গঠন করা হয় শিক্ষক, ডাক্তার ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের নিয়ে। এই সব কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য, প্রত্যেক ছেলের মানসিক বা বিশিষ্ট প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বভাবানুযায়ী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা।

শিশু সংক্রান্ত কমিশনে (Commission on Juveniles) *একজন করে প্রেসিডেন্ট, একজন শিক্ষক, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন ডাক্তার থাকে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য শিশু অপরাধী* বা বিকলাংগদের শিক্ষাবিধি নির্ণয় করা।

কিরূপ অবস্থাধীনে অপরাধ করা হয়, যে সব শিক্ষক এসবের তদারক করে এরূপ বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এই নব কমিশনকে সাহায্য করে থাকে। কমিশনে যখন এই ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি করে, তখন এই সব শিক্ষক যাচাই করে দেখেন গৃহে, স্কুলে বা কাজে শিশু অপরাধীদের ওপর যেসব ব্যবস্থা বিধান করা হয়, তার ফল কিরূপ দাঁড়ায়।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে পিপুলস্ কমিশারিয়েটের কাউন্সিল ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এক যুক্ত বিধান সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গৃহহীন শিশুদের প্রতি তাদের কঠোর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

পিতামাতাহীন ছেলের বা যে সব ছেলের পিতামাতা সন্তানের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন, রাষ্ট্র তাদের ভার গ্রহণ করে। কোন অনাথ বা উপেক্ষিত শিশুকে যথোচিতভাবে দেখাশোনা না করলে শহর সোভিয়েট বা গ্রাম্য সোভিয়েটের চেয়ারম্যানকে দায়ী করা হয়। পিতামাতা বা কোন অভিভাবক ছেলেদের প্রতি অবহেলা দেখালে তাদেরও দায়ী করা হয়। পিতামাতাকে ছেলেদের প্রতি কর্তব্যের দায় থেকে একেবারে

মুক্তি দেওয়া হয় না বলে কেহ যেন মনে না করেন, এইটে শুধু তাদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার—জাতির কর্তব্য নেই।

শিশু-পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোও শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যই গঠিত। এই পরিদর্শকরা সর্বসাধারণের স্থানে, রেলওয়ে লাইনে, ডকে, ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, শিশুরা বা যুবকরা কোন অপরাধ করে কিনা তার অনুসন্ধান করেন, কেউ তাদের শোষণ করে কিনা কিংবা তাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে কিনা দেখেন। এ ছাড়া আশ্রয়হীন ছেলেদের আশ্রয়ও দেন তারা।

প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা

'Single Labour School'-ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করা হয়েছে। এর শ্রেণীগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক-বদ্ধ যে, নিচেকার শ্রেণী থেকে উপরকার শ্রেণীতে ছেলেদের উন্নীত করার কোন অসুবিধা হয় না।

সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্ট গুণ হল এই যে, যাবতীয় শ্রমশিল্পের সহজবোধ্য যন্ত্রগুলি ব্যবহার করতে সকল ছেলেদেরই হাতে-নাতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও উন্নতির সংগে শিক্ষার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তারও বাস্তব শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় তিন রকমের : ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়—এর ক্লাশ চারটি।

৮ থেকে ১৪ বছরের ছেলেদের জন্য মধ্য-শিক্ষার বিদ্যালয়—এর ক্লাশ সাতটি।

তৃতীয় রকমের বিদ্যালয়ে ৮ থেকে ১৭ বছরের ছেলের জন্য—এর ক্লাশ দশটি।

তিন ধরণের বিদ্যালয়েই সহশিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন কাউকেই দিতে হয় না।

এই সব মধ্য-শিক্ষার স্কুল থেকে ছেলেরা উচ্চ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে। ইচ্ছা থাকলে তারা যে-কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানেও যোগ দিতে পারে।

জনহিতকর এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিপূরকস্বরূপ রয়েছে বহু বিশিষ্ট ধরণের স্কুল। এগুলো অবশ্য বয়স্ক লোকদের জন্য।

১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২০ সাল থেকে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার ক্রম-বৃদ্ধির হিসাব একটা দেওয়া গেল :

১৯১৪-১৫।

বিদ্যালয় ছিল ১০৬,৪০০টি ; আর ছাত্রসাখ্যা ৭,৮০০,৬০১ ; তন্মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ৭,২৩৫,৯৮৮ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ৫৬৪,৬১৩ জন।

	বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	প্রাথমিক	মাধ্যমিক
১৯২০-২১ সালে	১১৮,৩৮৯	৯,৭৮১,২৬৩	৯,২০৬,৮৩৯	৫৭৪,৪২৪
১৯৩৪	১৬৭,২৮০	২৪,০৫৬,২০০	১৮,৫৩৮,৩০০	৫,৪৯৭,৯০০

শিল্প-শিক্ষা

শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নোক্ত ধরণের :—

(১) বাণিজ্য-বিষয়ক স্কুল, ফ্যাক্টরী-ওয়ার্কশপ স্কুল, ট্রেণিং ওয়ার্কশপ (প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয়)।

(২) শিল্প-প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয়)।

(৩) ওয়ার্কার্স ফেকালটিজ (শ্রমিক-বৃত্তিমূলক)।

(৪) উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট শিল্প-বিদ্যালয়।

(৫) নন-স্কুল শিল্প সম্বন্ধীয় কোর্স।

বাণিজ্য-বিষয়ক স্কুল :

এসব স্কুলের অধিকাংশই সেই সব ছাত্রের জন্য যারা Single labour School-এ অন্তত চার বছর পড়াশুনা করেছে অর্থাৎ যাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়েছে। ফার্মেসী প্রভৃতির ন্যায় স্কুলে ভর্তি করে সে-সব স্কুলে, যারা Single labour School-এ অন্তত সাত বছর পড়েছে ; কিন্তু চৌদ্দ বছরের কম বয়সের ছেলেকে এসব বাণিজ্য-বিষয়ক বিদ্যালয়ে লওয়া হয় না।

বাণিজ্য বিদ্যালয়ের কোর্স তিন বছর থেকে চার বছর—

ব্যবসায় বা বৃত্তির প্রকৃতি অনুযায়ী সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়।

গৃহশিল্পে সুনিপুণ করে তোলা আর সুনিপুণ যুবকদের কৃষিশিল্প-পদ্ধতির উপযোগী করে তোলাই ট্রেণিং ওয়ার্কশপ-গুলোর উদ্দেশ্য।

ফ্যাক্টরী ওয়ার্কশপ স্কুল যুবক মজুরদের জন্য। এগুলো তিন রকমের ঃ

(ক) বৃত্তি শেখার জন্য ফ্যাক্টরীর মধ্যে বিদ্যালয় সংগঠন ;

(খ) যে-স্কুল ফ্যাক্টরীটাকেই যুবকদের শিক্ষার জন্য ব্যবহার করে থাকে ;

(গ) তরুণ-কর্মীদের স্কুল। যে-সব তরুণ যুবক কোন-না-কোন বাণিজ্যে নিযুক্ত অথচ তাদের সুনিপুণ করে তোলা দরকার।

শিল্প-কেন্দ্রের সাত-বছর কোর্সের বিদ্যালয়ের উন্নতির ফলে শিক্ষানবিশিদের ট্রেণিংএর খানিকটা সংস্কার সাধনের দরকার হয়ে পড়ে। কাজেই, ১৯৩৩ সাল থেকে এই ধরণের স্কুল বৃত্তিমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে—কাজের গুরুত্ব অনুসারে ট্রেণিং কোর্স ছ'মাস থেকে এক বছরব্যাপী হ'য়ে থাকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াতে শিল্পবিদ্যালয়-সমূহের পরিচালনার ভার 'কমিশারিয়েট-অব-এডুকেশনে'র

হাত থেকে নিয়ে ইকনমিক কমিশারিয়েট ও ট্রাষ্টের হাতে দেওয়া হয়।

১৯২৮ সালে ১৬৫০টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ২৫৩,৬০০ জন। ১৯৩৪ সালে ৩৫২২টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৮৩,০০০ জন। ১৯২৮ সালে ফ্যাক্টরী-স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৮১৪টি আর তাতে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৭৮,৩০০; ১৯৩৩ সালে ফ্যাক্টরী-স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৯০০টি আর তাতে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৯৫৮,৯০০।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ৩০৯,০০০ জন বিশেষজ্ঞ শিল্প-বিদ্যালয় থেকে পাশ করে, ১৯৩৩ সালেও পাশ করে ১৫৩,০০০ জন। শিল্পবিদ্যালয়ে যে-সব শ্রমিক যোগদান করে তার হার ১৯২৮ সালে ছিল ২০% পার্শেণ্ট, ১৯৩৩ সালে তা বেড়ে ৪১% পার্শেণ্ট দাঁড়ায়।

শ্রমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

শ্রমিকদের বৃত্তি শেখানোর জন্য সংগঠন ১৯১৯ সালেই শুরু করা হয়। তাতে বয়স্ক শ্রমিকরা মাধ্যমিক শিক্ষা তো পেতোই, তা ছাড়া উচ্চ-শিক্ষার উপযোগী হয়েও উঠতে পারতো। গোড়ার দিকে এই সব প্রতিষ্ঠান অনন্যসাপেক্ষ ছিল, ১৯২৮ সালে এগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ভাবে শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক

সংগঠনগুলো সংগে সংগে উচ্চ শিক্ষার পথেও তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

এই শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানগুলোতে দিনে এবং রাত্রে ক্লাস বসে। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালায় যে-সব ছাত্র কাজ করে রাত্রের ক্লাসে তারাই যোগদান করে। দিনের কোর্স তিন বছরের এবং রাত্রের কোর্স চার বছরের। যে যে-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার কর্তৃপক্ষের নিদেশে ছাত্ররা নৈশ-বিদ্যালয় থেকে দিনের বিদ্যালয়েও যেতে পারে। উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আণ্ডার-গ্রেজুয়েটদের মত এই সব স্কুলের ছাত্ররাও অডিটরিয়াম, লাইব্রেরী, লেবরেটরী ব্যবহার করতে পারে।

১৯২৮ সালে এই সব প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৫ ৬ পার্শেণ্ট, ১৯৩৩ সালে তাদের সংখ্যা হয় ৩৪%।

এ সব ক্ষেত্রে ট্রেড-ইউনিয়নের প্রভাব খুব বেশি। ট্রেড-ইউনিয়ন এ সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ছাত্ররা এর সভ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপরও ইউনিয়নের নানাবিধ সাহায্য পেয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের প্রকার ভেদে শ্রমিক ও কৃষকের সংখ্যার ইতর-ভেদ হয়। শিল্প-কলেজের ছাত্রের সংখ্যার ৯০% পার্শেণ্ট শ্রমিক; কৃষি-কলেজে কৃষক ও যৌথ কৃষিশালার শ্রমিক ছাত্রের সংখ্যা ৭০% পার্শেণ্টের কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়ে যেসব আণ্ডার

গ্রেজুয়েটরা ভর্তি হয় তার প্রায় ৭০% শ্রমিক। রাষ্ট্র থেকে একটা বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে তাদের। তা ছাড়া ছাত্ররা ও সংশ্লিষ্ট লোকেরা বিশেষ ছাত্রাবাসে থাকতে পায়, ডাক্তারের সাহায্য পায় বিনা খরচে। কতকগুলো কলেজে বিশেষ ব্যবহারের জন্য 'বিশ্রামাগার' ও 'স্বাস্থ্যনিবাস'ও রয়েছে।

১৯২৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-কলেজ ছিল ১২৯টি; তাতে ছাত্র ছিল ১৫৯,৮০০ জন, ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-কলেজ ছিল ৭২১টি ও ছাত্রসংখ্যা ৪৬৯,৮০০। ১৯২৮ সালে ওয়ার্কার্স-ফ্যাকালটি ছিল ১৪৭টি, তাতে ছাত্র-সংখ্যা ৬৯,২০০ আর ১৯৩৩ সালে তার স্থানে ৯২৬টি ফ্যাকালটি ও তাতে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩৫২,৭০০।

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, দেশের শিল্পোন্নতির সাহায্যের জন্য। ১৯১৮ সালে যেখানে মাত্র ২০০টি এরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ সেখানে প্রায় চার গুণ বেড়ে গেছে। প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সাধনের পর ১৯৩৩ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪০টি। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ও স্থানীয় শাখা আছে ৫৪০টি। ১৯৩৩ সালে ৪৭৯০০ জন বৈজ্ঞানিক (এর মধ্যে টেকনিকেল এসিষ্ট্যান্টদের ধরা হয় নি) এবং ১৪৮০০ জন ছাত্র ছিল এর সংগে সংশ্লিষ্ট।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই স্বাস্থ্যবিভাগের পিপুল্‌স্ কমিশারিয়েটের সংগে সংশ্লিষ্ট। ১৯৩৪ সালে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৫৭টি। গুরু শ্রমশিল্পের কমিশারিয়েটের সংগে সংশ্লিষ্ট যারা, তাদের সংখ্যা ১৫১টি।

তা ছাড়া, শিক্ষা ও কৃষিবিদ্যা *শিক্ষার কমিশারিয়েটের সংগে সংশ্লিষ্ট এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ১১১টি ও ১০৯ টি।*

বয়স্ক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

১৯১৩ সালে জন-সাধারণের মাত্র শতকরা একুশজন লেখাপড়া জানত। বাকি শতকরা ৭৯ জন ছিল নিরক্ষর। ১৯২০ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়ঃ প্রত্যেক হাজার পুরুষের মধ্যে ৬১৭ জন শিক্ষিত ও প্রত্যেক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩৩৬ জন লেখাপড়া জানে।

সোভিয়েট শাসনের প্রথম দশ বছরে প্রায় এককোটি নিরক্ষর লোককে লেখাপড়া শিখানো হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা মতে এক কোটি সত্তর লক্ষ লোককে লেখাপড়া শিখানো হবে স্থির হয়। প্রকৃতপক্ষে দু'কোটি নব্বই লক্ষ নিরক্ষরকে ও এক কোটি সত্তর লক্ষ কিছু লেখাপড়া জানা লোককে ভাল করে লেখাপড়া শেখানো হয়। ফলে ১৯২৮-২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যার হার ৫৮·৪

পার্শেণ্ট থেকে ৯০ পার্শেণ্ট উঠে যায় (ট্রেডইউনিয়ন সভ্যদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৬'৪ ছিল)।

১৯৩৪ সালে নিরক্ষরদের কোর্সে ৪,৫৩৮,৫০০ জন লোক আর অর্ধশিক্ষিতদের কোর্সে ছিল ৪,৩৬৫,০০০ জন।

১৯৩৫ সালে নিরক্ষরদের কোর্সে ছিল ৪৬ লক্ষ ও অর্ধ-শিক্ষিতদের কোর্সে ৫৮ লক্ষের মতো।

দিবস-স্কুল, রবিবার-স্কুল এবং রাজনৈতিক স্কুলেও বয়স্কদের পড়ানো হয়। দিনের স্কুল দু'রকমের : কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয়। এ সব বিভাগে কোর্স দু' বছরের। প্রয়োজন মত তিন বছরের কোর্সও কোন কোন স্কুলে করা হয়। যারা তিন বছরের কোর্স গ্রহণ ক'রে পাশ করে তারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Single Labour স্কুলের পাশ-করা ছেলেদের সমপর্যায়ের বলে গণ্য হয়।

ছুটির-দিনের-বিদ্যালয়গুলো (Restday School) দিবস-বিদ্যালয়গুলোরই রূপান্তর বিশেষ। সপ্তাহে যে সব শ্রমিক ও চাষী অবসর পায় না এগুলো তাদেরই জন্য।

রাজনৈতিক শিক্ষা

রাজনীতি শিক্ষার বিদ্যালয় দু'রকমের : প্রাথমিক ও উচ্চাংগের।

স্থানীয়, জেলা সোভিয়েট, ট্রেডইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট পার্টির

শাখা-বিভাগাদির জন্য সংগঠনকারী ও কর্মী গঠন করাই প্রাথমিক রাজনৈতিক স্কুলগুলির উদ্দেশ্য। উচ্চাংগের স্কুল-গুলিতেও কর্মী তৈরি করা হয়• বটে তবে প্রাদেশিক প্রভৃতি উচ্চ পরিষদের উপযোগী কর্মী তৈরি করে তোলাই তাদের কাজ।

১৯২৮ সালে এরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১৯টা, আর তাতে যোগ দেয় ২৫,৪০০ জন ; ১৯৩৩ সালে সে স্থানে হয় ৩০৬টা স্কুল ও যোগদানকারীর সংখ্যা ৭১,০০০ হাজার।

বয়স্ক-শিক্ষার অন্যান্য রূপ

(ক) কুটির-পাঠাগার, পিপুল্‌স হোম, ক্লাব ঃ

বিপ্লব-পরবর্তী যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া যে যুগান্তর আনয়ন করে তার মূলে তাদের শিক্ষাপদ্ধতির চাইতেও তাদের বয়স্ক-শিক্ষার ও রাজনৈতিক শিক্ষার অপূর্ব সংগঠন।

নিচেকার টেব্‌ল থেকেই এই নবশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯২৯-৩০ সালে কুটির-পাঠাগার ২০,৭৩৭টি, পিপুল্‌স্ হোম ও ক্লাব ৬৬৭২টি এবং চাষীর আবাস ছিল ৫৪৮৩টি ;

১৯৩১-৩২ সালে কুটির-পাঠাগার ৩৩,০২১টি ; পিপুল্‌স্ হোম ও ক্লাব ১২৫২০টি ও চাষীর আবাস ৮৪৬২টি ছিল।

১৯১৭ সালের আগে এগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। প্রত্যেক

প্রতিষ্ঠানের সংগেই ক্লাব স্থাপন করা হয়—তা রাষ্ট্রীয়ই হোক আর যৌথ কৃষিশালাই হোক। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উন্নতি সাধনই এসবের প্রধান লক্ষ্য। সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে এর অনুপূরক হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ 'রেড কর্ণার'—কৃষ্টিগত ও শিক্ষাগত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ও দেওয়ালপঞ্জী প্রচার এর প্রধান লক্ষ্য।

(খ) গৃহশিক্ষা :

চাষী, মজুরদের মধ্যে আত্ম-শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রযত্নে সহায়তা করে থাকে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কাজের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন বয়স্ক-শিক্ষার ও রাজনৈতিক শিক্ষার (non-school education) প্রধান বোর্ডের সংগে যুক্ত। নিজেরা নিজেরা শিক্ষা পেতে চাইলে বোর্ড তাদের যথোপযোগী পরামর্শ দিয়ে থাকে।

(গ) প্রচারকার্য :

এর মধ্যে থাকে বিশেষ বিশেষ অভিযোগ—যেমন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কৃষির উন্নতিসাধন, যক্ষ্মানিবারণের অভিযান। যাবতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই সব কাজে যোগ দিয়ে থাকে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ-জাতির শিক্ষা

সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমার মধ্যে প্রায় দু'শো জাতি ও সম্প্রদায় বসবাস করে। বিপ্লবের আগে এদের অনেকেরই

নিজস্ব কোন লিখিত ভাষা ছিল না, শিক্ষাপদ্ধতি অতি নিচু স্তরের ছিল। সেখানে তাতার, জর্জিয়ান, ম্যারিয়ান (Mahrian) চুভাসেজ (Chuvashes), য়ুয়াকুটদের হাজারকরা যথাক্রমে ৮১৭ জন, ৮৫৪ জন, ৯৬৭ জন, ৯৪৩ জন ও ৯৯৩ জন একেবারে অশিক্ষিত ছিল।

বিপ্লবের পরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সেখানে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করা হয়।

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে শিক্ষার প্রসার দ্রুতগতিতে চলে তাদের মধ্যে; চুভাসেজদের মধ্যে শতকরা একশো জন, তাতারদের মধ্যে ৯১%; য়ুয়াকুটদের মধ্যে ৭০% টাজিকদের মধ্যে ৬১% ও উজবেকদের মধ্যে ৭২% জন শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়ায়। পুরাণো বর্ণমালার স্থানে ল্যাটিন বর্ণমালা প্রচলনের দরুণই এই অসম্ভব সম্ভব হয়। যাদের কোন নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না তাদের মধ্যেও নতুন বর্ণমালা প্রচলনে তাদের শিক্ষা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। বর্তমানে ১০২টি জাতির মধ্যে ৬৪টি জাতি নিজেদের ভাষায় ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে।

বিপ্লবের আগে বাস্কিরে সাধারণত প্রাথমিক স্কুলই ছিল না। ১৯২৮-২৯ সালে তাদের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৮১,০০০ আর ১৯৩২-৩৩ সালে ৩৯৭,৫০০।

জাতীয় সাধারণতন্ত্রে (National Republics) স্কুলের

ছেলেদের নিজেদের ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হয়। তবে রাশিয়ান ভাষাও যে না-শেখানো হয় তা নয়। প্রাথমিক স্কুলে সত্তরটি ভাষা স্থান পেয়েছে, মাধ্যমিক স্কুলেও প্রায় পয় তাল্লিশটি ভাষা চলেছে।

সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলও বেড়ে চলেছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে হোয়াইট রাশিয়াতে ২৬টি উচ্চাংগের স্কুল ও ২১টি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠান ছিল।

সমগ্র ইউ এস, এস, আর জুড়ে যে-সব পাঠাগার, ক্লাব পত্তন করা হয়েছে তা ছাড়া যে-সব জেলায় যাযাবর জাতি রয়েছে সেখানে ভ্রামামাণ শিবির, কৃষ্টির সহায়ক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়েছে অনেক। তা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, সিনেমা, রেডিও ষ্টেশনও আছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মচারী

ইউ, এস, এস, আরের শিক্ষাব্রতীদের সংখ্যা প্রাক্-বিপ্লব যুগের প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৩২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ; ১৯১৪ সালে তার সংখ্যা ছিল মাত্র দু'লক্ষ।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা দু'বছরের শিক্ষার কোর্স নেয়। মাধ্যমিক স্কুলের যেখানে সাতটা ক্লাস, সেখানকার শিক্ষকরা ৩

বছরের আর দশটা ক্লাসওয়ালা মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ৪ বছরের ট্রেণিং কোর্স নিতে হয়।

১৯৩০ সালে শিক্ষকদের ট্রেণিং কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৮৯,৩০০; ১৯৩৩ সালে সে সংখ্যা বেড়ে হয়, ১৯৬,৬০০; নন্-টেকনিকাল ট্রেণিং কলেজে ঐ সময়ে যথাক্রমে ৫০,০০০ ও ৮৯,০০০ জন ছাত্র ছিল।

বছরের পর বছর শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষকের সামাজিক বীমা আছে। অসুখ-বিসুখে তা থেকে তারা আর্থিক সাহায্য পায়। নির্দিষ্ট-কাল পরে পেন্সনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

পুস্তক-প্রকাশ

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা দেখলেই তাদের শিক্ষার প্রসার কত দ্রুত বেড়ে চলেছে তা বুঝা যাবে।

১৯৩০ সালে ৪৯২০৮টি পুস্তকের মধ্যে প্রায় ৭০% পার্শেণ্ট পুস্তক রাশিয়ান ভাষায় আর বাকিটা অন্যান্য লঘিষ্ঠ জাতিদের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও বই প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালে ৫৮২টি বই জার্মেন ভাষায় ও অন্যান্য ১৬০টি অন্যান্য দেশের ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

	বিবিধ পুস্তকের তালিকা (রকমের)	**কত কপি** ছাপানো হয়
১৯১৩	২৮,১৩২	১১৩,৪০০,০০০
১৯২০	৩,৩২৬	৪৭,৬৩২,০০০
১৯৩৭	৪৩৩০	৬৭৩,৫৩৯,০০০

সংবাদপত্র

	কাগজ	প্রচার সংখ্যা
১৯১৩	৮৫৯	২৭,২৯,০০০
১৯২৩	৫০৭	১৫,৩২,৯১০
১৯৩৭	৮,৫২৩	৩৬১,৯৭,০০০

সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা ১৯২৮ সাল থেকেই দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর শেষে ১৯৩২ সালের দিকে প্রায় চারগুণ বেড়ে যায়।

প্রাভ্‌দার প্রচার-সংখ্যা ১৭ লক্ষ ও ইজ্‌ভেস্তিয়ার প্রচার-সংখ্যা ১৬ লক্ষ ছিল।

১৯৩২ সালে জার্মেন ভাষায় ৫৫টি কাগজ চলে আর অন্যান্য ইউরোপীয়ান ভাষায় ন'টি কাগজ চলে।

শ্রমিক সংবাদদাতাদের প্রতিষ্ঠান থেকেই ইউ, এস, এস আরের সকল কাগজে সংবাদ প্রেরিত হয়। এই সব সংবাদ-দাতাদের সব রকম কাজকর্মের মধ্য থেকেই বাছাই করা হয়। সংবাদপত্রে সব রকম লোকেরই মতামত প্রকাশিত হয়।

একপ্রকার দেওয়াল-পত্রিকার প্রচলন হয়েছে। এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা শাখা-প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে তা না আছে। তাতে স্থানীয় সমস্যাদি ছাড়া সমগ্র দেশের সমস্যা-ঘটিত ব্যাপার নিয়েও তাতে আলোচনা হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাও বাদ পড়েনা। প্রকৃত সংখ্যা এর জানা না থাকলেও লক্ষাদির ওপর এ অনায়াসে বলা চলে।

লাইব্রেরী সার্ভিস

লাইব্রেরী সার্ভিস সাধারণ-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তার তত্ত্বাবধানে যে শুধু কিণ্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-সংক্রান্ত শিক্ষাদানই চলে তা নয়, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, থিয়েটার, অপেরা হাউস, সিনেমা, ব্রডকাষ্টিং, শিল্পকেন্দ্র, ক্রীড়াভূমি ও অন্যান্য বিশ্রামাগারগুলিও চলে।

১৯১৪ সালে লাইব্রেরী ছিল ১২,৬০০টি। ১৯২৮ সালে পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল ২৮,৩৬১ টি, আর পুস্তকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫৫১১০০৩টি।

১৯৩৬ সালে লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল ৫৫৯০১টি আর পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৯১,৪৮৪,২৫৩।

১৯১৪ সালে ক্লাব ও কুটির পাঠাগার শহরে ছিল ১৩৪টি ও গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৮টি; ১৯৩৬ সালে ক্লাব ও পাঠাগার শহরে ছিল ১৭,১৭৫টি এবং গ্রামে ছিল ৬৩,৭৭১টি।

তা ছাড়া গ্রামে যে-সব ভ্রাম্যমান পাঠাগার চলাচল করে তার সংখ্যাও কম নয়।

	প্রাক-স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা	টেকনিকেল ও ফ্যাক্টরী স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা	শ্রমিক ও ওয়ার্কার্স ফেকাল্টিজে ছাত্র সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ টেকনিকেল স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা
		১০০০ হাজার			
১৯১৩	—	৭,৮০০	২৬৭	—	১২৫
১৯২৫	৭৩	৯,১০৯	৪৪৯	৪৭	১৬৫
১৯২৬	৮৬	১০,১৯৪	৫৩১	৪৬	১৬২
১৯২৭	৩০৮	১০,৭২৭	৪৭৯	৪৯	১৬১
১৯২৮	৪৫৪	১১,৩৫৬	৪৩২	৪৯	১৫৯
১৯২৯	৮৩৮	১২,০৭৫	৫৫৮	৬৮	১৬৬
১৯৩০	১,৫২৮	১৩,৫০৪	১,১৭৭	২২০	১৯১
১২৩১	৩,১৬৬	১৭,৬৫৭	১,১৭৯	২৩২	২৭২
১৯৩২	৫,২৩১	২০,৮৪৬	১,৭২৯	৩১৯	৩৯৪
১৯৩৩	৫,৭৫১	২১,৮১৪	১৭৫৫	৩৫৩	৪৬৯
১৯৩৪	৬,৫৯৫	২৪,০২৬	৯৮০	২৭১	৪১৭
১৯৩৭	২০,০০০	৩৪,০০০	১৭৩৫	৬২২	৬৬০

কৃষি-পদ্ধতি

জার-শাসিত রাশিয়া

জার-শাসিত রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ১৪ জন থাকতো শহরাঞ্চলে আর বাদ-বাকি থাকতো গ্রামে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের উপজীবিকা ছিল কৃষি।

রাশিয়ার জমি খুবই উর্বরা; তন্মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, ককেশিয়া, তুর্কিস্তানের জমি আরো বেশি উর্বরা। তা সত্বেও চাষীরা বেশি ফসল উৎপন্ন করতে পারত না; তার কারণ, সারের অভাব, ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বিক্ষিপ্ত জমি, আদিম যুগের চাষাবাদ পদ্ধতি।

১৯১৩ সালে চাষাবাদে যে জমি ছিল তার পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর। ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ একর ছিল চাষীদের হাতে। চাষী-পরিবার ছিল প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ —তার মানে প্রতি পরিবারে ৮।৯ একরের বেশি জমি ছিল না, তাও আবার এক জায়গায় নয়—এখানে একখণ্ড, তিন মাইল দূরে হয়ত আর একখণ্ড। পরিবার যেমন অবস্থাভেদে ছোট বড় ছিল তেমনি এক-এক হাতের জমির পরিমাণও কমবেশি করে ছিল; তার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে

কোনক্রমেই চাষাবাদ চলার কথা নয়। সামারার এক কৃষক-পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক পর্যটক বলেন, "আমি যে বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করি তার তিনখণ্ড জমি ছিল—একটা গমের, একটাতে হ'ত রাই (rye) আর একটাতে মিলেট (millet)—প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা থেকে অনেকদূরে অবস্থিত। তিন জায়গায় তিনখানা জমি নিয়ে যেমন আধুনিক উপায়ে চাষাবাদ চলে না, তেমনি চাষের যন্ত্রপাতিও ছিল না উন্নত ধরণের। তারপর এক জমি থেকে আর এক জমিতে যাওয়া-আসা করতেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতো।"

১৯১৩ সালে শতকরা ৫০টি লাঙল ছিল আমাদের দেশের লোহার ফাল দেওয়া লাঙলের মত। জমির উপরটা একটুকু আঁচড়ে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ-কিছুই চলতো না তা দিয়ে। ধনী বা জমিদার শ্রেণীর কারো কারো দু'দশখানা উন্নত ধরণের লাঙল হয়তো-বা ছিল।

কৃষির এই অনুন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিও অধিকাংশই বিদেশ থেকে আনিয়ে নিতে হতো। চাষীর অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য কাস্তে—সেও আসতো বার থেকে। সমগ্র রাশিয়ায় মাত্র একটি কারখানা ছিল কাস্তের—তারও উৎপাদন ছিল অতি অল্প পরিমাণের। বছরে দশ লক্ষ রুবলের কাস্তেই আসতো বিদেশ থেকে। লাঙল, ড্রিল, (বীজ বপনের বা নালা খননের যন্ত্র),তৃণ-কাটার যন্ত্র (mowing machine), মাড়ানোর যন্ত্র,

তুষ-ঝাড়ার যন্ত্র (winnowing machine)—কিছু কিছু রাশিয়ায় তৈরি হতো বটে, তবে খুবই অনুন্নত ধরণের। উন্নত ধরণের তৃণকাটার যন্ত্র, বাষ্পীয় মাড়ানোর যন্ত্র, ষ্টেশনারী ষ্টীম ইঞ্জিন, সর্টিং মেশিন, মন্থনযন্ত্র (separator), লাঙল, ড্রিল, ঘোড়া-টানা মেশিন, সবই আসতো বিদেশ থেকে। এক-কথায় চাষের শতকরা ৫০ ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকেই আনা হতো।

গৃহপালিত পশুর দিক দিয়েও রাশিয়া অতি পশ্চাদপদ ছিল। আর্জেনটাইনে হাজার-করা লোকের ৫৩২০টি পশু, অষ্ট্রেলিয়ায় হাজার-করা লোকের ৪৬০০, কানাডায় ১০৫০, আমেরিকায় ৮৬০ আর রাশিয়ায় ছিল ৩৯০টি।*

১৮৭০ সাল থেকে এই শতকের শেষ পর্যন্ত চাষীরা যা-কিছু ফসল পেতো তার অধিকাংশই চলে যেতো খাজনার জন্য।

চাষীরা যেসব কুটিরে বসবাস করত তার দেওয়াল ছিল মাটির, ছাদ ছিল কাঠের। কখনো তৃণ দিয়েও চাল তৈরি হতো। জানালা ছোট ছোট—স্বাস্থ্যের দিকে দৃকপাত ছিল না, উপায়ও ছিল না মোটেই। রাস্তাঘাটের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিক্ষিপ্তভাবে ঘরদোর উঠানো হ'ত।

* এই হিসাবে ৮টি ভেড়া ও ৩টি শূকর = একটি পশু হিসাবে গণ্য হয়েছে।

আজকের রাশিয়া

Encyclopaedia Britanica মতে—

"The houses are generally built of wood and wear a poverty-striken aspect. Owing to the great risks from fire the villages usually cover a large area of ground and the houses are scattered and straggling."

এমন গ্রাম ছিল না রাশিয়ায় যা প্রতি দশ বছরে একেবারে পুড়ে ছারখার না হয়েছে। আগুন লাগার ভারি ধুম ছিল রাশিয়ায়। গ্রামে আগুন লাগলে তারা দলে দলে বার হতো খাদ্য, ঘরের জন্য তৃণের সাহায্য-ভিক্ষায়।

বৃষ্টি-বাদল হলে কাদার জন্য ঘরের বার হওয়া দুর্ঘট হয়ে পড়তো।

এই ছিল জার-শাসিত রাশিয়ার কৃষি-পল্লির চিত্র।

তারপর এল নভেম্বর বিপ্লব। এই সময়ে জমির উপর সকলের মালিকানা-স্বত্ব লোপ করে দেওয়া হয়। জমি সাধারণ বা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, অর্থাৎ সব জমির উপর সর্বহারা রাষ্ট্রের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আগেকার জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করে তার উপর রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা (সোভখোজ) পত্তন করা হয়—এই কৃষিশালা-গুলোই কৃষি-বিষয়ক গবেষণাদির কেন্দ্র হয়ে উঠে। সরকারী ধনভাণ্ডারের আওতায়ও কিছুটা জমি আছে। এই সব সামান্য পরিমিত জমির কথা ছেড়ে দিলে সোভিয়েট ইউনিয়নের

সমগ্র জমি চাষীদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। জমির মালিকানা স্বত্ব তারা পেলো না, রাষ্ট্রের জমি তারা শুধু ব্যবহার করে।

ছোট ছোট কৃষক-পরিবারের উন্নতিই সর্বহারা-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয় ; তাদের লক্ষ্য, ছোট ছোট কৃষক-পরিবার স্বেচ্ছায় একত্র হয়ে বৃহদাকারের যৌথ কৃষিশালায় যোগদান ক'রে একটি বৃহদাকারের সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা গঠন ক'রে তোলে। সুদীর্ঘকাল সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতির ফলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—১৯৩৪ সালেই শতকরা ৭৫টি পরিবার এই যৌথ-প্রথায় যোগ দিয়েছে। শেষ সমাধান অর্থাৎ সর্বজনীন যৌথ-প্রথাও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির সংগে সংগেই (১৯৩৭ সালে) সিদ্ধ হয়।

যাবতীয় কৃষি-ব্যবস্থার সরাসরিভাবে পরিচালনা নির্ভর করে ইউ, এস, এস আরের কৃষি-কমিশারিয়েট (Narcomzem) ও তার স্থানীয় যন্ত্রপদ্ধতির (organ) উপর অর্থাৎ যুক্ত ও স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্রগুলোর কৃষি-বিভাগের পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েট, রেজিয়ানেল ও প্রভিন্সিয়াল ভূমি-ব্যবস্থা ও জেলা জমি-বিভাগের উপর। ১৯৩৩ সালে রাষ্ট্রীয় শস্যশালা ও পশুশালা 'নারকোমজেম' থেকে পৃথক করে নবগঠিত রাষ্ট্রীয় শস্য ও পশুশালার পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েটের (নারকোম-সোভখোজ) হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কৃষি-বিভাগের কমিশারিয়েট নিম্নোক্ত কাজগুলো দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ঃ

১। কৃষি-বিষয়ক ও বন-বিষয়ক অর্থনীতির গবেষণা।

২। কৃষির উন্নতি ও জমির উর্বরাশক্তি বিধায়ক পন্থা প্রচলন।

৩। কৃষিকার্যের উপাদান ও আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৪। গবাদি পশুর উৎপাদন ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পন্থা অবলম্বন।

৫। চাষীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কৃষি-সংগঠনের কাজ।

৬। সর্বজনীন অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতির উৎকর্ষসাধন ও কার্যে পরিণত করণ; সমগ্র রাষ্ট্রের কৃষিস্বার্থকল্পে ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচনায় যোগদান।

৭। পশুচিকিৎসকদের সংগঠন ও পশ্বাদিরোগ নির্মূলের পন্থা অবলম্বন।

৮। কৃষি-আইন নির্দেশানুযায়ী জমি-সংক্রান্ত ধনভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ; অপেক্ষাকৃত ভাল কাজে জমি নিয়োজিত হয় তা দেখা; জমি-সংক্রান্ত ধনভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করা।

৯। কৃষি ও বন-বিভাগের প্রয়োজনানুরূপ জল-সরবরাহ সংগঠন।

১০। কৃষি-বিষয়ক পিপুল্‌স্ কমিশারিয়েটের স্থানীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রণ।

১৯৩০ সালের ১লা অক্টোবর ইউ, এস, এস, আরের জমি নিম্নোক্তভাবে বিলি করা হয়ঃ

জোত সংক্রান্ত গৃহাদির জমি ১১,৪৬১০০০ হেক্টর; আবাদী জমি ১৯৭,৬১১,০০০ হেক্টর; মাঠ ৪৬,৪১৫,০০০ হেক্টর; বন ৭৩৬,৫২২,০০০; গোচারণ ভূমি ২৪১,০৮৪,০০০; ভূ-সম্পত্তির অন্যান্য আনুষঙ্গিক বাবদে ২৮,৭৮০,০০০; মোট ১,২৬১,৮৭৩,০০০ হেক্টর।

ইউ, এস, এস, আরের কৃষি-ব্যবস্থা সেখানকার পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই (planned national economy, অন্তর্ভুক্ত। ইউ, এস, এস, আরের 'ষ্টেট প্ল্যানিং কমিশনের' জাতীয় অর্থনীতির সর্বজনীন পরিকল্পনা মতে এর বিকাশের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং মজুরদের সহযোগিতায় তার অনুরূপ পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েটের সাথে গভীর সংযোগ রাখা হয়েছে।

কৃষি-ব্যবস্থা কার্যকরী ক'রে তোলার দিক দিয়ে তার বিভিন্ন একক বা কেন্দ্র (unit) হল (ক) 'রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা' নামক রাষ্ট্রের কৃষি-সংক্রান্ত প্রচেষ্টা; (খ) যৌথ কৃষিশালা—ক্ষুদে-কৃষকেরা স্বেচ্ছায় এগুলো গড়ে তোলে; (গ) ক্ষুদে কৃষক পরিবার—যারা এখনো যৌথ কৃষি-শালায় যোগ দেয়নি খরিদ্দারের যৌথ সংগঠনের নিজস্ব বৃহদাকারের কৃষিপ্রচেষ্টাগুলো প্রথমোক্ত রাষ্ট্রীয় কৃষি-শালারই অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া, কৃষি-

মজুরদের শস্য প্রধানত শাক-সব্জী সরবরাহের জন্য কল ও ফ্যাক্টরীতে যে-সব বিভাগের সংগঠন করা হয়েছে এগুলোও এরই অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালা একযোগে সোশ্যালিষ্ট সেক্টার গঠন করেছে ; আর বর্তমানে এই কৃষি-যন্ত্রটি সমাজতান্ত্রিক ইকনমিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নিচেকার তালিকা দেখলেই সহজে বুঝা যাবে—রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালা কিংবা ব্যক্তিগত চাষীদের কে কি পরিমাণ আবাদ করছে :

		জমির পরিমাণ	রবি-শস্য	গম	বার্লি	জই	দানা-দার গম	মিলেট	ভুট্টা
১৯৩০	রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা	২·৮	১·০	৫·৩	২·৫	২·৬	০·৭	১·০	১·০
	যৌথ কৃষিশালা	২৯·২	৯·৭	৪৩·৯	৪৭·১	২৪·৬	১২·৬	৩০·০	৪৫·০
	কৃষক	৬৮·০	৮৯·৩	৫০·৮	৫০·৪	৭২·৮	৮৬·৭	৬৮·৯	৫৪·০
১৯৩৩	রাষ্ট্র	১০·৭	৫·৪	১২·২	১৫·০	১৪·২	৬·১	৯·৮	১৩·৬
	যৌথ	৭৩·৮	৬৯·৬	৮১·১	৭০·০	৭৩·৯	৭০·৮	৬৯·৭	৫৮·৫
	কৃষক	১৫·৫	২৫·০	৬·৭	১৫·০	১১·৯	২৩·১	২০·৫	২৭·৫

এ ক'বছরের তালিকা দেখলেই বুঝা যায় যে-সব ক্ষুদে-কৃষক ব্যক্তিগতভাবে চাষাবাদ করত তাদের সংখ্যা কমে গেছে ; তার মানে, তারা যৌথ কৃষিশালা পুষ্ট করে তুলেছে ; ১৯২৮ সালে এরাই চাষাবাদী জমির ৯৭ ভাগ চাষ করেছে ; তন্মধ্যে রবিশস্য (rye) ক্ষেত্রের ৯৯ ভাগ ও গম-জমির

৯৮ ভাগ এরাই চাষাবাদ করত। ১৯৩৪ সালের তালিকা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সময় রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালা ৮৮ ভাগ দখল করে নিয়েছে এবং যে-জমিতে গম হয় সে-ভূমির ৯৮·২ ভাগ তাদের চাষাবাদে।

রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা

বৃহদাকারের সোস্যালিষ্ট কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সর্বহারা রাষ্ট্রের একমাত্র আশ্রয়স্থল এইসব কৃষিশালা। রাষ্ট্র এ গুলোর মালিক, পরিচালিতও হয় এসব রাষ্ট্রের দ্বারাই—তাই একটির সাথে অন্যটির অসংগতির লেশ নেই। বৃহদাকারের কৃষিক্ষেত্রেরও আদর্শ অনুরূপ। এতে আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন নিয়োগ করা হয়, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানেরও প্রতিটি সুযোগ নিতে কসুর করা হয় না। শস্য-সরবরাহ ব্যাপারেও এই রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার অভূতপূর্ব উন্নতি দেখে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে-কৃষক পরিবারের প্রত্যেকের মনে আশার সঞ্চার হয়। বিরাটাকারে কৃষি পরিচালনে কত সুবিধা তা তারা বেশ বুঝতে পারে। তাই তারা দলে দলে যৌথ কৃষিশালায় যোগদান করে। রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা পরিচালনার অভিজ্ঞতার সুযোগ তারা কাজে লাগাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে যে সময়টা লেগেছে তার পর থেকে অতি দ্রুত বর্ধনশীল শ্রমশিল্পের

সাথে যাতে করে কৃষি সমান কদমে চলতে পারে তার জন্য 'ষ্টেট ফার্ম' বা রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার বিরাটাকারে কৃষিকার্য পরিচালনা অপরিহার্য হয়ে উঠে।

১৯২৮ সালে সরকারী কৃষিশালার অধীনে যে পরিমাণ চাষাবাদ হয় তার পরিমাণ ১·৭ মিলিয়ন হেক্টর। তখন একটা 'শস্যের ট্রাষ্ট' (Grain Trust) গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ পরিমিত হেক্টর জায়গার উপর আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সুদ্ধ গোলাঘরের একটি সুবৃহৎ ইমারত দ্রুত গড়ে তোলার আদেশ দেওয়া হয়। ইউনিয়নের দক্ষিণে ও পূর্বাঞ্চলের পরিত্যক্ত ও জলাভূমির উপর এইসব গোলাঘরের অধিকাংশই গড়া চলতে থাকে। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের সংস্কার হয় ও একটি 'শস্যের ট্রাষ্টের' বদলে ইউ, এস, এস, আরের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে শত শত ট্রাষ্ট গঠন-কার্য চলতে থাকে।

সরকারী কৃষিশালার উন্নতির সাথে সাথে গরু, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, গৃহপালিত পাখীর উন্নতি, তুলা ও তিসির চাষ, নতুন তন্তু উৎপাদন (যথা, কেনেফ ও কেন্ডির নামক সবুজ ধরণের এক প্রকার মোটা কাপড়), বীজ, শাকশব্জী, চা, তামাক প্রভৃতির ব্যাপারেও সরকারী ফার্ম গঠন চলে।

চিনির কলগুলোর কাছে সরকারী 'সুগার-বিট' (বিট পালং-এর) কারখানা গড়ে তোলা হয়, তাতে খাদ্যশিল্প

ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এগুলো 'ফুড ইণ্ডাষ্ট্রির' পিপুলস্ কমিশারিয়েট তত্ত্বাবধান করে। অন্যান্য সোভখোজের মধ্যে 'ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ' বিশেষ স্থান অধিকার করে।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে যায়, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে যেখানে ৩,৯২৬,০০০ হেক্টর জমির চাষ হয়, সেখানে ১৯৩৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪,১০৭,০০০ হেক্টর। ১৯৩৪ সালে আবার তার পরিমাণ হয় ১৫,০০০,০০০ হেক্টর। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী সরকারী ফার্মের মোট-সংখ্যা এবং সাতটি কনষ্টিটুয়েণ্ট সাধারণ-তন্ত্রের আপেক্ষিক শক্তির পরিমাণ নিচে দেওয়া গেল ঃ

ইউ, এস, এস আরে ১০,২০৩টি ফার্ম (তন্মধ্যে ৩২৯৯টি যৌথ কৃষিশালার অন্তর্গত। প্রাদেশিক বিভাগে এ ধরা হয়নি); আর এস এফ আর এস্-এ ৪৫১৮টি; ইউক্রেণে ১৪৩৮টি; শ্বেত রাশিয়ার ৩৫০টি; ট্রেন্স-ককেশিয়ার S. F. S. R-এ ২৫৬টি; উজবেক S. S. R-এ ২০২টি; তুর্কোমেন S. S. R-এ ৮৩টি; এবং টাজিক S. S. R-এ ৫৭টি ফার্ম ছিল।

১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী সরকারী ফার্মের প্রধান প্রধান বিভাগের লিষ্ট ঃ

শস্য ২২৮, চিনি ৩০০, তিসি ২২, সুতো ৫৮, তন্তুময়

বৃক্ষাদি ৬১, গো মহিষাদি ৪৪০, ডেয়ারী ৫৫২, শূকর ৮৫৭ ভেড়ার বিভাগ সংক্রান্ত ১৭৬টি প্রতিষ্ঠান চলে।

সরকারী ফার্মে যে পুঁজি খাটানো হয়, তাতে দেখা যায় প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর প্রাক্কালে ১৯২৮ সালে পুঁজির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল। তার পরের ক'বছরে তা কিরূপ দাঁড়িয়েছে তা দেখা যাক :

১৯৩০ সালে ১২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ রুবল; ১৯৩১ সালে ২০৫ কোটি ৪১ লক্ষ রুবল; ১৯৩২ সালে ২০৬ কোটি ৭১ লক্ষ রুবল; ১৯৩৩ সালে ১৯০ কোটি ৫৬ লক্ষ রুবল।

গেল ক'বছরে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কৃষিশালায় সাধারণভাবে যে উন্নতি হয়েছে, নিচেকার সূচি থেকেই তা বেশ বুঝা যাবে। অবশ্য এর মধ্যে Market gardening farm, খরিদ্দার সমবায়, ফার্ম, মিল ও ফ্যাক্টরীর মজুরদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এমন-সব প্রতিষ্ঠানের হিসাবও আছে।

রাষ্ট্র-পরিচালিত ফার্ম

	১৯২৮	১৯৩৩
যে পরিমিত জমি চাষে আনা হয়েছে (১০০০ হেক্টর ধরে)	১,৭৩৫	১৪,১০৭
কলের লাঙলের (বা ট্রাক্টর) সংখ্যা (হাজারে)	৪.৭	৮১.৮
ট্রাক্টর (হাজার অশ্ব-শক্তির)	৫৬.১	১৩১৮.০

বড় শিংওয়ালা পশু		
(হাজার)	১৮০	৩৭২৩
গরু প্রভৃতি (হাজার)	৬০	১৭০৩
শূকর (হাজার)	৫৯	২৬৬০
ছাগল, ভেড়া (হাজার)	৭৪৭	৭৮৩৬

সোভখোজ বা সরকারী কৃষিশালার অন্তর্গত কোটি হেক্টর পরিমিত জমি বর্তমানে গো-চারণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়। এগুলো প্রধানত গরু, ছাগল, ভেড়া সংরক্ষণী ও সংবর্ধনী ফার্মগুলোর তাঁবেই থাকে। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলেই এই-সব ফার্ম বেশি।

আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ও অভিজ্ঞ সরকারী ফার্মগুলোকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীয় আমলে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র করে তোলা হয়। ফলে চাষাবাদে বেশ উন্নতি দেখা দেয়। গো-মহিষাদি বৃদ্ধিতেও সুফল পাওয়া যায়। তুলা, মাংস, দুধ, মাখন চামড়া, উল-সুতার পরিমাণও বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়।

সোভখোজ বা সরকারী কৃষিশালার পরিচালন-পদ্ধতি মূলত অনেকটা সরকারী শ্রম-শিল্প প্রচেষ্টার অনুরূপই। শ্রমশিল্পের কাজকর্ম চলে কেন্দ্রস্থ ট্রাষ্টের সুকল্পিত কার্যকরী নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই ট্রাষ্ট আবার হয় শস্য ও গো-মহিষাদি প্রতিপালন সংক্রান্ত সরকারী ফার্মের পিপুলস কমিশারিয়েট

অথবা কৃষি-বিভাগের (বা বীজ-সংরক্ষণী সরকারী ফার্ম শিল্পের উপযোগী শস্য যে সব ফার্ম উৎপন্ন করে, অথবা অশ্ব প্রতি-পালনকারী ফার্মের) পিপুলস কমিশারিয়েট দ্বারা অথবা খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত শ্রমশিল্পের [বিট উৎপাদনকারী, খানিকটা শাক-সব্জী ও তামাক উৎপদানকারী ও শূকর প্রতিপালনকারী সোভখোজের] পিপুলস্ কমিশারিয়েটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সরকারী ফার্মগুলো কলকারখানাদির ন্যায় ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ফার্মের উদ্বর্তপত্রের (Balance sheet) বর্ণনানুযায়ী লভ্যাংশ সৃষ্টির ভিত্তিতে পারচালনা করা হয়। সরকারী ফার্মের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা নির্ভর করে তার ডাইরেক্টারদের ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বের উপর। সরকারী ফার্মের কাজ-কর্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে মজুরদের আনা হয় তাদের ট্রেড-ইউনিয়নের মারফতে। পরিচালন ও সংগঠনের সুবিধার জন্য বৃহদাকারের সরকারী ফার্মগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভাগ করে নিজেদের শস্যাবার্তন, বিশিষ্ট যন্ত্রাদি বা গো-মহিষাদি জীবজন্তু সমেত আলাদা করে দেওয়া হয়। ধরুন, একটা বৃহদাকারের সরকারী শস্যের ফার্ম—তাকে তিন চার হাজার হেক্টর পরিমাণের জমির কয়েকটা টুকরা করে প্রত্যেকটিতে তার উপযোগী ট্রেক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে দেওয়া হয়।

এই সব বিচ্ছিন্ন বিভাগগুলোর মধ্যে আবার মজুরদের

স্থায়ী 'ব্রিগেড'-রূপে (অগ্রগামী দল) ভাগ করে কৃষি-বিশেষজ্ঞের অধীনে রাখা হয়। প্রত্যেক 'ব্রিগেডের' জন্য মেশিনাদি নির্দিষ্ট থাকে।

ব্রিগেডের মেম্বারদের মাঠের ও ফার্মের যাবতীয় কাজ-কর্ম করতে হয়। মরশুমের সময় কাজের ভিড় থাকলেই শুধু অস্থায়ী লোক ডাকা হয়।

যৌথ কৃষিক্ষেত্র

রাষ্ট্রের পরিচালনায় ও সহায়তায় যৌথ কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কৃষক পরিবারগুলো তাদের প্রধান উৎপাদনোপায় দান করে স্বেচ্ছায় যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের সাথে মিশে যায়—এ হল নীতি।

রাষ্ট্র প্রত্যেক যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সনদের বলে সুনির্দিষ্ঠ জমিখণ্ড দান করে—চিরকাল তারা তা কাজে লাগতে পারবে।

বর্তমানে কৃষি-সংক্রান্ত 'আর্টেলই' (artel) সমবায়ের অতি সাধারণ রূপ—ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বার্থ যথোপযোগী ভাবে মানিয়ে চলেছে। জমিজমা ছাড়া যাবতীয় প্রধান প্রধান উৎপাদনোপায়গুলো সাধারণের সম্পত্তি (সমাজাধীন) করা হয়েছে অথচ আর্টেলের সদস্যেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য এক-চতুর্থাংশ থেকে এক হেক্টর পরিমিত জমি, কয়েকটি গো-মহিষ প্রভৃতি জন্তু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখতে পারে।

আভ্যন্তরীণ সংগঠন

কৃষিক্ষেত্রগুলোর প্রকৃতির উপর অর্থাৎ সেগুলো রাষ্ট্রীয় ফার্ম কি যৌথ ফার্ম, তার উপর নির্ভর কর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের পদ্ধতি। আর্টেল হলে সভ্যদের সাধারণ সভায় বোর্ড ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। এই সাধারণ সভাতেই নিয়মকানুন রচিত হয়, বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়, আর আয় সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

যৌথ কৃষিশালার সংগঠন অন্য রকম। রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যৌথ কৃষিশালাগুলো চালানো হয়। এর ভেতরকার সংগঠন ও উৎপাদন-প্রণালী অনেকটা রাষ্ট্রীয় কৃষিশালারই অনুরূপ।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, শক ওয়ার্ক, সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা, যে যে-বিভাগের ভার নেয় তার দায়িত্ব, স্থায়ী কর্মীসুদ্ধ ব্রিগেড সংগঠন, নির্দিষ্ট জমির জন্য দায়িত্ব—শ্রমের এইসব সমাজতান্ত্রিক রূপের অভিজ্ঞতা তারা রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা থেকে শেখে।

নারীর মর্যাদা

কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত মেয়েদের মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। যৌথ কৃষিশালার সর্ববিধ সংগঠন—শিশুসদন, খেলার মাঠ, কৃষিকাজের যান্ত্রিকতা সাধন, যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীল কাজে নারীদের কায়মনবাক্যে কাজ করতে সাহায্য করে।

এখানে পুরুষের সাথে মেয়েরা যাবতীয় ব্যাপারে সমানাধিকার ভোগ করে। তাদের মধ্য থেকেও সমধিক পরিমাণে চেয়ারম্যান, ব্রিগেডের নেতা হয়। ষ্ট্যালিনের অনুরোধে আইনে একটা বিশেষ ধারা সংযোজনা করা হয়েছে। তার বলে সন্তান-প্রসবের এক মাস আগে ও এক মাস পরে, পুরো বেতনে তারা ছুটি পায়। এ সময়ে তারা প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকের বেতনে পেয়ে থাকে।

গরীব চাষীদের গৃহকোণে যে-সব মেয়েদের কাজ ছিল শুধ্ হাড়ি ঠেলা কিংবা দৈন্য-ভরা কাজে নিযুক্ত থাকা এখন তারাই কৃষিশালাগুলো গড়ে তুলছে। ১৯৩৫ সালের গোড়াতে যৌথ কৃষিশালার চেয়ারম্যান ছিল ছ' হাজার নারী, 'পরিচালক কমিটির' সভ্য ছিল ষাট হাজার নারী, ব্রিগেডের নেতা ছিল ২৮ হাজার নারী, ব্রিগেডের বিভাগ-বিশেষের নেতা ছিল প্রায় ১ লক্ষ নারী, ডেয়ারী কো-অপারেটিভের ম্যানেজার ছিল ৯ হাজার নারী, ট্রাকটার ড্রাইভার ছিল ৭ হাজার নারী।

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন

জমি সংগঠনের স্থানীয় বিভাগ ও মোশ -ট্রাকটার ষ্টেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যৌথ কৃষিশালাগুলো চলে। কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণ সম্পর্কে তারা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নির্দেশ মেনে চলে। তবে তারা ইচ্ছানুসারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, শস্যাবর্তন (Crop rotation) প্রভৃতি

লাভজনক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, কৃষির জন্য নতুন নতুন শাখার পত্তন করতে পারে, জমি বাড়িয়ে নিতে পারে, পরিকল্পনার খুটিনাটি বিচার করে সহজ পথ বেছে নিতে পারে।

পশু-পালনে ফার্ম, ডেয়ারী, শূকর পালনের ফার্ম প্রভৃতি যৌথ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেই গঠন করা হয়, যাতে প্রয়োজন মত পশ্বাদি পাওয়া যায়। এইসব ফার্ম থেকে যে লাভ হয়, তা যৌথ কৃষিক্ষেত্রের আয়ের সংগে যুক্ত হয়। সুশৃংখলার জন্য এই সব ফার্মকে এইসব সংগঠনের একক বা unit হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালে দেড় লক্ষ এইরূপ ফার্ম বর্তমান ছিল—এক্ষণে প্রত্যেক যৌথ কৃষিক্ষেত্রের সংগেই এক-একটি করে এইসব ফার্মও থাকে।

১৯২৮-২৯ সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রের অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। শ্রমশিল্পের ও গ্রামের প্রাথমিক কো-অপারেটিভ-গুলোর প্রভূত উন্নতি সাধন, কুলকদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম—প্রভৃতির ফলে কৃষিক্ষেত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালানোর পথ সহজ হয়ে উঠেছে।

যৌথ কৃষিক্ষেত্রের ক্রমন্নোতির হিসাব নিচে দেওয়া গেল:

	যৌথ ফার্মের সংখ্যা	কি পরিমাণ জমি চাষাবাদে ছিল (হাজার হেক্টারে)	চাষীর জোতের কত অংশ যৌথ ফার্মভুক্ত হয়	আবাদী জমির শতকরা হার
১৯৩০	৮৫,৮৬২	৩৮,০৮০·৯	২৩·৬	২৯·৯
১৯৩২	২১১,০৫০	৯১,৫৩৩·৩	৬১·৫	৬৮·০
১৯৩৪	২৪০,২০০	৯৮,৬০০·০	৭৪·০	৭৫·০

জাতীয় সাধারণতন্ত্রের কোন্‌টিতে কত ফার্ম স্থাপিত হয়ঃ

	১৯৩০	১৯৩৩
আর, এস, এফ, এস, আর	৫৪,২৯২	১৬৯,৫০০
ইউক্রেণ	২০,৭৪৫	২৪,১০০
শ্বেত রাশিয়া	৩,০২৩	৯,৪০০
ককেশিয়া*	৩,১৪৭	৮,১০০
উজবেক	৩,৫৭৬	৯,৭০০
তুর্কোমেন	৬২৩	১,৫০০
টাজিক	৪৫৬	২,২০০

মেশিন-ট্রাকটার কেন্দ্রের দৌলতে যৌথ কৃষিশালায় যান্ত্রিকতার (Mechanisation) প্রসারের পরিমাণঃ

	১৯৩৩ পার্শেন্ট	১৯৩৫ পার্শেন্ট
বসন্তকালীন আবাদে	৪০·৩ ,,	৫৩·৬ ,,
শস্য তোলাই	২০·৩ ,,	২৩·১ ,,
মাড়াই	৬৫·২ ,,	৭০·২ ,,

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় কৃষিতে যে পুঁজি খাটানো হয়ঃ

১৯২৮ সালে ৮ কোটি রুবল; ১৯২৯ সালে ২৬৷৷০ কোটি রুবল; ১৯৩০ সালে ৮৭৷৷০ কোটি রুবল; ১৯৩১ সালে ১০৩¼ কোটি রুবল; ১৯৩২ সালে ১২৪¾ কোটি রুবল খাটানো হয়।

কৃষিক্ষেত্রের প্রভূত উন্নতির সাধনের ফলে গ্রামাঞ্চলের রূপই বদলে গেছে। গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও কৃষ্টির স্তর অনেক উপরে উঠে গেছে।

* বর্তমান গঠন-তন্ত্র মতে ১১টি সাধারণ তন্ত্র; (ককেশিয়া থেকে) আজার বাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেণিয়া; অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে) কাজাকস্তান ও খিরগিজ সাধারণ তন্ত্র।

মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশন

মেশিন-ট্রাকটার কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রীয় অভিযানেরই অন্তর্গত। এখানে ট্রাকটার, জটিল ধরণের কৃষি-সম্পর্কিত যন্ত্রাদি, মেরামতের দোকানপাট, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, কৃষি-অভিজ্ঞদের রাখা হয়। আধুনিক টেকনিকে পরিচালিত যৌথ কৃষিক্ষেত্র গঠনের মূলে ছিল এইসব কেন্দ্র। নিকটবর্তী ফার্মগুলোকে সাহায্য করাই শুধু এর কাজ ছিল না, এই স্থানটাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও উৎপাদনশীল প্রভাব বিস্তার করাও ছিল এর অন্যতম কাজ। ট্রাকটার প্রভৃতি যাতে সুপরিচালিত হয় তার বন্দোবস্তও এখান থেকেই করা হত।

যন্ত্রাদির যাতে যত্ন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, সময় মত মেরামত করা, যাতে যন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে চালাতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা, সব রকম যন্ত্র চালাতে পারে এরূপ সুদক্ষ লোক তৈরি করা এইসব কেন্দ্রের কাজ।

ইউক্রেণের 'সেভচেঙ্কো ষ্টেট ফার্ম' থেকে মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশন গঠন করার ধারণার উদ্ভব হয়। এই কৃষিক্ষেত্রে প্রথম তারা কৃতিত্বের সংগে কাজ করে। ১৯২৭ সালে তারা তাদের উদ্বৃত্ত ট্রাকটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি প্রতিবেশী কৃষিক্ষেত্রের সাহায্যার্থ পাঠায়। তাদের সংগে তারা একটা চুক্তি করে নিত।

এক বছরে তারা ২৬টি গ্রামের প্রায় ২৪ হাজার হেক্টার জমি এই পদ্ধতিতে আবাদ করতে সক্ষম হয়।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন-বৃহদাকারের সংগঠন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৩০ সালে মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশন ১৫৮টি স্থাপিত হয়।

	মে-ট্র-ষ্টে	ট্রাকৃটার	অশ্বশক্তি
১৯৩০	১৫৮	২০,৮০১	২,৫৭,১০০
১৯৩২	২,১১৫	৬৩,২৭৪	৮,৪৮,০০০
১৯৩৪	৩,৩২৬	১,২২,৩০০	১৭,৮২,০০০

এই ধরণের ষ্টেশন ছাড়াও কতকগুলো শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয় যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলোর সংগে যুক্তভাবে। ১৯৩০ সালে এরূপ ষ্টেশন ছিল ৪০৯১৫টি।

মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশনের জন্য মোট খরচ ১৯৩০ সালে ছিল ১১ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল এবং ১৯৩২ সালে তাই ৫৭ কোটি রুবলে দাঁড়ায়।

১৯৩৩ সালের শরৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ জেলায় (Administrative district) অর্থাৎ ২৫২২টি জেলার মধ্যে প্রায় ১৭১৪টির নিজেদের মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশন ছিল। ১৯৩৩ সালের বসন্তকালীন আবাদের সময় যৌথ কৃষিক্ষেত্রের অধীনে যে পরিমাণ জমি ছিল তার শতকরা ৫০ ভাগ তার পরিচালনাধীনে আবাদ হয়। শ্রমশিল্পের উপযোগী যে-সব শস্য উৎপাদন করা হয় তার জন্য আবার পৃথক ধরণের মেশিন-ট্রাকটার কেন্দ্র গঠন করা হয়। এই সব ক্ষেত্রের প্রায়

ষোল আনা জমিই এই কেন্দ্রের অধীনে চলে। তুলা-জমির শতকরা ৯৬ ভাগ, সুগার বিটের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ, এই সব কেন্দ্রের নির্দেশমত চলে।

মেশিন-ট্রাকটার কেন্দ্রগুলি প্রতি বছর আশেপাশের কৃষিক্ষেত্রগুলির সংগে এক-একটা চুক্তি করে নেয়। এর মধ্যে পরস্পারের কর্তব্য স্পষ্ট ভাষায় উক্ত থাকে। কৃষি-বিভাগের পিপুলস্ কমিশারিয়েট 'আদর্শ চুক্তি'র একটা নমুনা বার করে এবং কাউন্সিল অব পিপুলস্ কমিশার তাতে সম্মতি দেয় ১৯৩৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। তদনুসারে মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশনগুলো নিজেদের ব্যয়ভার বহন করে: (ক) জ্বালানি কাঠ ও লুব্রিকেটিং অয়েল সহ ট্রাকটারের জোগান দেয়, (খ) প্রয়োজন মত ট্রাকটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেরামতাদি কাজ ক'রে দেয়, (গ) কেন্দ্রের কর্মচারীদের, টেকনিশিয়ান ও কৃষি-অভিজ্ঞদের বেতন চালিয়ে নেয়।

এ ছাড়াও এই চুক্তিমতে মেশিন-ট্রাকটার কেন্দ্রগুলোকে (ক) যাবতীয় কৃষি-সংক্রান্ত কাজ ক'রে যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলোর সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলার চেষ্টা করতে হয়, (খ) ব্যয়-নির্বাহের ও উৎপাদনের পরিকল্পনা রচনা করতে হয়, (গ) শস্যাবর্তনের (crop rotation) ব্যবস্থা করে দিতে হয়, (ঘ) শ্রম-নিয়োগের ও আয় বণ্টনের ব্যবস্থায়ও তাদের সাহায্য করতে হয় ; (ঙ) যথোপযুক্ত নিপুণ কর্মচারী

তৈরি করতে হয়, হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থাও করতে হয়।

শ্রম-শক্তির দিক দিয়ে যৌথ ফার্মের কৃষকরাই যাবতীয় ক্ষেত্রের কাজ করে থাকে, মায় ট্রাকটার চালানো পর্যন্ত।

ট্রাকটার সম্পর্কিত জ্বালানি কাঠ ইত্যাদির প্রয়োগাদি সম্পর্কে সব-কিছু নিয়মই রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে হয়ে থাকে।

যৌথ ফার্মের উৎপাদনের তারতম্য অনুসারে এই সব কেন্দ্র তার প্রাপ্যাদি আদায় করে থাকে। যে-সব ফার্ম তুলা, ফ্লাক্স, বিট, সান-ফ্লাওয়ার ও আলু উৎপন্ন করে তারা এই সব দিয়েই দেনা শোধ করতে পারে।

অন্যান্য কৃষিক্ষেত্র অর্থ দিয়ে তাদের দেনা শোধ করে। প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদন অনুসারেই অবশ্য তা দিতে হয়।

প্রতিবারের কাজের জন্য কি দিতে হবে-না-হবে তার মান ইউ, এস, এস, আরের পিপুলস্ কমিশারের কাউন্সিল ঠিক করে দিয়েছে ১৯৩৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী। তদনুসারে তাদের উভয়েরই চলতে হয়।

এম, টি, এস, (মেশিন-ট্রাকটার স্টেশন) ও কোলখোজ (যৌথ কৃষিশালা)-গুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কৃষকদের সাধারণ সভায় অন্তত প্রতি তিন মাসে একবার করে তাদের হিসাব দাখিল করতে হয়।

প্রত্যেক এম, টি, এস-এ একটা করে কাউন্সিল আছে। এই কাউন্সিল কাজের ও পরিকল্পনার ছক তৈরি করে দেয়। যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কৃষকদের প্রতিনিধি নিয়েই এই কাউন্সিল রচিত। অন্তত মাসে একবার করে এর অধিবেশন হয়—প্রয়োজনাদি ব্যাপারের আলোচনা ক'রে যথাকর্তব্য ঠিক করে নেয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর আমলে এর শক্তিমত্তা আরো বেড়ে গেছে। তখন থেকে এর প্রভাব সমস্ত যৌথ কৃষিক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক কৃষক পরিবার আবার এই সব যৌথ কৃষিশালারই অন্তর্ভুক্ত। যৌথ কৃষিশালার চাষীদের যাবতীয় যন্ত্রাদি এম, টি, এস-এ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এম, টি, এস-এর কৃষি ও যানবাহনাদি যন্ত্রাদির মূল্য ১৯৩২ সালে ছিল যৌথ ফার্মের যাবতীয় যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ১৯ ভাগ, ১৯৩৭ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ১৩৫-এ (এর মধ্যে ঘোড়াও আছে)।

১৯৩৭ সালের শেষে দেশের সমগ্র ট্রাক্টার শক্তির (Power) শতকরা ৭৫ ভাগ এই এম, টি, এস জোগায়। তা ছাড়া লাঙলের শতকরা ৮০ ভাগ, ড্রিলস-এর (drills) ৭৫ ভাগ, কম্বাইনের ৭৫ ভাগ Complex thresher-এর ৮০ ভাগ এই এম, টি, এস-ই জুগিয়ে থাকে।

এম্, টি, এস্ ও সোভখোজ-(সরকারি কৃষিশালার) রাজনৈতিক বিভাগ।

দু'লক্ষ যৌথ কৃষিশালা ও দশ হাজার রাষ্ট্রীয় কৃষিশালা চালানো এক বিরাট ব্যাপার। এই কার্য সাধন করতে ভীষণ শ্রেণী-সংঘর্ষ দেখা দেয়। ধনী চাষীরা (কুলকরা) কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিশালার মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি ক'রে সংগঠন অচল ক'রে তুলতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

এর ফলে ইউ, এস, এস, আরের 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি' ও কম্যুনিষ্ট পার্টির 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন' মিলে বিশিষ্ট ধরণের সংগঠন প্রণালী প্রবর্তন করে। তাতে এম, টি, এস ও রাষ্ট্রীয় কৃষিশালাগুলো সুদৃঢ় হয়ে উঠে, তাদের সংগঠন, ক্ষমতা বেড়ে যায়, যৌথ কৃষিশালার চাষীদের উপর তার প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে উঠে।

মেশিন-ট্রাক্টার ষ্টেশন ও রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার রাজনৈতিক বিভাগের সংগঠনের মধ্যেই এই কাজ আবদ্ধ থাকে। এম, টি, এস ও রাষ্ট্রীয় কৃষিশালাগুলোকে সুদৃঢ় করে তোলা, গ্রামে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিক্ষেত্রের 'পার্টি সেলে' (Party cells) রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কার্যের প্রসার সাধন করা তাদের অন্যতম কর্তব্য হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক বিভাগের নেতা হল ডাইরেক্টার, তারাই আবার রাজনৈতিক কাজে এম, টি, এস ও রাষ্ট্রীয় ফার্মেরও ডেপুটি ডাইরেক্টার। রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান যিনি তাঁর দু'জন করে সাহায্যকারী থাকে। তাঁরা পার্টির কাজ করেন, তরুণ কম্যুনিষ্ট-দেরও (The Comsomol) কাজ করতে সাহায্য করেন। তাঁর ষ্টাফে একজন নারী সংগঠক এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক বিভাগের যে মুখপত্রস্বরূপ সংবাদপত্র থাকে তার সম্পাদকও থাকে।

রাজনৈতিক বিভাগগুলো তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী অস্থায়ী সংগঠন বিশেষ। সোস্যালিষ্ট গঠন কার্যের পশ্চাদপদ দলের জরুরী দরকারী কাজগুলো সেরে নেওয়াই তাদের কাজ। কাজেই জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও সমগ্র দেশের পক্ষে এই রাজনৈতিক বিভাগ বিশেষ দরকারী।

রাজনৈতিক বিভাগের লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ; জনগণের রাজনৈতিক কাজের উন্নতি সাধন, পার্টির যথানুরূপ নির্বাচন ও পার্টির যথাশক্তি সাহায্য গ্রহণ, তরুণ কম্যুনিষ্ট কর্মচারীদের নির্বাচন, রাজনৈতিক চৈতন্যসম্পন্ন লোকদের ও পার্টির বাইরের কার্যরত লোকদের পার্টির ও তরুণ কম্যুনিষ্ট সংগঠনের আওতায় নিয়ে আসা, সোস্যালিষ্ট প্রতিযোগিতার বিকাশ সাধন।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য যথাবিহিত পালিত হয় কি না তারও তদারক তারাই করে।

কৃষির যান্ত্রিক পুনর্গঠন

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমশিল্পপ্রধান দেশ হয়ে উঠার ফলে কৃষির উপযোগী যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জামের উপায় হয়ে গেল। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির কাজ খুব দ্রুত চালানো হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে জমি বিভাগ প্রভৃতি প্রতিবন্ধক তার গতি রুদ্ধ করতে সক্ষম হলনা। জারের আমলে যে ধরণের আদিম-সুলভ যন্ত্রপাতি ছিল তার সংগে ইউ, এস, এস, আর-এর যান্ত্রিক পুনর্গঠনের তুলনা করলে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্যে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না।

১৯১০ সালের সেন্সাস মতে অত্যন্ত আদিম যুগের কাঠের লাঙল—'সোখা'(Sokha) ছিল চাষাবাদের যন্ত্রের ৪৮ পার্শেণ্ট! অন্য প্রকার কাঠের লাঙল ছিল ১৬ পার্শেণ্ট; আধুনিক যন্ত্র ছিল ৩ পার্শেণ্ট। চাষীদের অন্যান্য যন্ত্র ছিল এই ধরণেরই। আদিম যুগের অনুন্নত ধরণের মই ছিল প্রচলিত। কাঠের দাঁতওয়ালা কাঠের মই ছিল ২৫ পার্শেণ্ট; লোহার দাঁতের কাঠের মই ছিল ৭০ পার্শেণ্ট। প্রতি সত্তরটি চাষী পরিবারের মধ্যে একটি করে 'ড্রিল' (drill) বা বীজ বপনের, নালা খননের যন্ত্র ছিল। পঁচিশটি পরিবারে একটি করে শস্য-কাটার যন্ত্র (reaper) ছিল; প্রতি ১০৪টি পরিবারে একটি করে শস্য

ছেদক যন্ত্র (Mowing machine) ছিল; প্রতি ২৯টি পরিবারে একটি করে মাড়ানো যন্ত্র (Thresher), প্রতি ৮টি পরিবারে একটি করে তুষ ঝাড়ার যন্ত্র (কুলাবিশেষ) ছিল। বাষ্প-চালিত লাঙল ছিল মাত্র ৩৩৫টি। বিদ্যুৎ ব্যবহার অতি অল্পই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটা এষ্টেটেই মাত্র তা ছিল।

সোভিয়েট শ্রমশিল্পের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টার মুখে যখন ছোট ছোট কৃষি মালিকানার রেওয়াজ ছিল তখন বহু চেষ্টা সত্বেও কৃষির এই ঐতিহাসিক অনুন্নত অবস্থার পরিবর্তন মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর গোড়ার দিকে, ১৯২৮ সালে, আবাদী জমির প্রায় দশমাংশ আদিম যুগের কাঠের লাঙল দিয়েই চাষাবাদ হ'ত। ৭৫ পার্শেণ্ট শস্য গোলাজাত করণের যন্ত্রপাতি ছিল কাঁচি প্রভৃতির ন্যায় অনুন্নত যন্ত্রপাতি। মাড়াই প্রভৃতি কাজের ৪০ পার্শেণ্ট হত শুধু হাতের সাহায্যে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ট্রাক্টারের কাজ শুরু হয় ১৯২৪-২৫ সাল থেকে। তখন মাত্র ৬৬৬৫টি ট্রাক্টার ছিল; পরবর্তী ক'বছরে তার সংখ্যা সামান্যই বৃদ্ধি হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির আমলে তার বৃদ্ধির গতি দ্রুত হয়ে উঠে। ১৯২৮-২৯ সালে ছিল ৯৪৬৬টি ট্রাক্টার, ১৯২৯-৩০ সালে তার তিন গুণ হয়ে যায়। চাহিদা মেটাবার জন্য প্রথমে অধিকাংশই অন্য দেশ থেকে আমদানী করতে হত। আধুনিক চাষের উপযোগী

যন্ত্রাদির কারখানা স্থাপনের ফলে এখন আর এইসব যন্ত্রপাতির আমদানী বার থেকে করতে হয় না।

বণ্টিত মোট ট্রাক্টার	সোভিয়েটের তৈরি	অন্য দেশ থেকে আমদানী
১৯২৯ সালে ৩৩,০৬৭	১০,০৫০	২৩,০১৭
১৯৩১ সালে ৫৯,১৩০	৩১,২৮৩	২৭,৮৪৭
১৯৩৩ সালে ৭০,৫০০	৭০,৫০০	×
১৯৩৪ সালে ৮৭,৯১০	৮৭,৯১০	×

Combined harvester-এর সংখ্যা ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে দাঁড়ায় ৩১,৪০০।

সোভিয়েট মেশিন-বিল্ডিং ইনডাষ্ট্রি (১৯৩১-৩৪) নিম্নলিখিত যন্ত্রাদি তৈরি করে দেয়।

ট্রাক্টার লাঙল	২ লক্ষ	৭৮ হাজার
" " (sections)	৮ "	৯৩ "
ঘোড়া-টানা লাঙল	৪ "	৫৫ "
বপনের যন্ত্র (ঘোড়া-টানা)	১ "	৯ "
" " (ট্রাক্টার)		৯৬ "
তুলা আবাদের যন্ত্র		৩½ "
কম্বাইনড হারভেষ্টার		৩০ "
Reaping machine	১ "	৯৪ "
Mowing (ঘোড়া)	২	৯ "
Flax harvester		২ "
Maize " (picker)		৭ "
Threshing machine (tractor)		৬১ "
" " horse-drawn		৬ "
Beet root diggers		২½ "

কৃষিতে ট্রাক্টারের প্রচলনের সংগে সংগে মেশিন-তৈরির বিরাট ধূম পড়ে গেল। ১৯২৮ সালে তৈরি কৃষি-যন্ত্রপাতির মূল্য দাঁড়ায় ১১৪ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল, ১৯৩২ সালে তা বেড়ে হয় ২৩০ কোটি রুবল।

কৃষিতে শক্তিশালী ট্রাক্টারের সাজ-সজ্জা (যথা Gang-ploughs, harrows, drills, binders), কম্বাইন, সুগার-বিট কম্বাইন, বিট-ডিগারস্, Maize pickers, Cotton harvesters, Fourman Vacuum machine, Cotton combines, Flax pullers, Potato diggers প্রভৃতি বহু নতুন নতুন যন্ত্রপাতির প্রচলন হল। সংগে সংগে কৃষিকাজে বিদ্যুতের আমদানীও বেড়ে গেল। ১৯২৮ সালে ২৯ হাজার Kilowatt বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়, ১৯৩১ সালে ৪৮ হাজার ৭ শত এবং ১৯৩২ সালে ৬৫ হাজার কিলোওয়াট খরচ হয়।

কমিশারিয়েট নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় যৌথ ফার্মগুলোতে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে ৫৬,৩০৮টি ট্রাক্টার (১০ লক্ষ ৭৫ হাজার অশ্ব-শক্তি বিশিষ্ট) ও ১৫,৮০০টি কম্বাইন ছিল।

মূল কৃষিকাজে পুরোপুরি যান্ত্রিকতার প্রচলন হয় ২য় পঞ্চবার্ষিকীর আমলে। ৩৭ সালের শেষের দিকে, চাষের ৮০%, বুননের ৫৫%, ফসল তুলে আনায় ৬০% এবং মাড়ানোর কাজের ৮৫% যান্ত্রিক সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীর আমলে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধীনে কৃষির যাবতীয় যান্ত্রিক সাজ-সজ্জার কাজ সম্পন্ন করে তোলা হয়।

১৯৩২ সাল থেকেই কৃষিযন্ত্রাদি তৈরির দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীতে প্রথম দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েট শ্রমশিল্প ১৯৩৪ সালে কৃষি-বিভাগে ১৬ লক্ষ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন ট্রাকটার সরবরাহ করেছে। তা ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি জুগিয়েছে ৬৭৫ মিলিয়ন রুবল মূল্যের।

শস্য-উৎপাদনের মূল কাজে (basic operation-এ) পুরোপুরি যান্ত্রিকতা প্রবর্তনের সংগে সংগে তুলা, বিট, ফ্লাক্স ও মেইজ প্রভৃতি শ্রমশিল্পের উপযোগী শস্যাদি উৎপাদনের প্রক্রিয়াদিতেও যান্ত্রিকতা সম্পাদনের চেষ্টা হয়। দ্বিতীয় বার্ষিকীর আমলে এসব ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকতার কাজ সম্পন্ন হয়।

সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানেই আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যত বেশি উৎপাদন সম্ভব তার চেষ্টা করা।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেখানে ট্রাকটার চালানো হয় বছরে জোর ৩০০-৪০০ ঘণ্টা, সেখানে সোভিয়েট-ইউনিয়ান বছরে কম-সে-কম ২০০০ ঘণ্টা করে চালানো হয়। কম্বাইন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিও বেশি করে খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে দুনিয়ায় তার তুলনা নেই।

চাষাবাদের পরিমাণ

কৃষিকে সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন ও যান্ত্রিকতাপূর্ণ করে তোলার ফলে কৃষির প্রভূত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিগত বছর কয়েকে সোভিয়েট ইউনিয়নের আবাদী জমির বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। আগে যেখানে ব্যক্তিগত চাষীদের হাতে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর ছিল, সেখানে ১৯৩২ সালে যৌথ কৃষিক্ষেত্রের অধীনে গেল ৯ কোটি ১৬ লক্ষ একর জমি। প্রধানত দক্ষিণ ও পূর্ব সোভিয়েট ইউনিয়নের পতিত জমির উপর রাষ্ট্রীয় কৃষি ফার্ম গঠনও চললো এই একই সময়ে।

১৯৩৩ সালে যখন পুনর্গঠনের কাজ শেষ হল তখন জমির পরিমাণ বাড়ানোর চাইতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হল কি করে এই জমির মধ্যেই বেশি পরিমাণ ফসল ফলানো যায় তার চেষ্টায়। শস্যাবর্তণ ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ চলে দ্রুত গতিতে।

উত্তর ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের অনেকস্থানে অন্য অঞ্চল থেকে খাদ্য-সামগ্রী আনাতে হত। দ্বিতীয় পাঁচসালা আমলে চেষ্টা চলে ৫০ লক্ষ হেক্টার জলাভূমির (আগের চাষাবাদের জমির) সাথে ৩০ লক্ষ হেক্টার অনাবাদী জমি বাড়িয়ে এর মধ্যে ৩০ লক্ষ হেক্টার জমিতে গম উৎপন্ন করার। এইভাবে অঞ্চলগুলোকে স্ব-প্রতিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা চলে।

		১৯১৩	১৯২৮	১৯৩২	১৯৩৭
	(মিলিয়ন হেক্টার)				
১।	মোট আবাদ	১০৫·০	১১৩·০	১৩৪·৪	১৩৯·৭
২।	যান্ত্রিক সাজ-সজ্জা	—			
(ক)	ট্রাকটার-শক্তি (১০০০ h.p.	—	২৭৮	২২২৫	৮,২০০
(খ)	ট্রাকটার সংখ্যা (১০০০ হাজার	—	২৬·৭	১৪৮·৫	—
(গ)	„ „ (১৫ h· p·)	—	১৮·৫	১৪৮·৩	৫৩৬·৭
(ঘ)	কম্বাইন হারভেষ্টার সংখ্যা (হাজার)	—	—	১৪·১	১০০
(ঙ)	সোসাশাইড্ কৃষির মূল পুঁজি (মিলিয়ন রুবল)	—	১·৪	১১·৫	২৭·৭
(চ)	যৌথ কৃষির জোত	—	১·৭	৬১·৫	—
(ছ)	রাষ্ট্রের আবাদে (মিলিয়ন হেক্টার)	—	১·৭	১৩·৪	১৬·৮
(জ)	রাষ্ট্রীয় ফার্মে শ্রমিক ও কৃষির সংখ্যা (১০০০ হাজার)	—	১৯৯	২,৭৯৩	—

[১৯৩৯ সালে আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৬,৯০০,০০০ হেক্টার। এই বছর যৌথ ফার্মের সংখ্যা দাঁড়ায়—২৪২,৪০০টি ও রাষ্ট্রীয় ফার্মের সংখ্যা ৩৯৬১টি ও ট্রাকটার কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৩৫৮টি।]

গুরু শ্রম-শিল্প

১৯৩২ সালে শ্রম-শিল্পের নিয়ন্ত্রণে একটা মস্তবড় সংস্কার সাধন করা হয়। এর আগে শ্রম-শিল্পের সর্বময় কর্তা ছিল 'সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল'। সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে এই পরিষদই শ্রম-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা ও পরিচালনাদি করত। সম্মিলিত সাধারণতন্ত্রের ইকনমিক কাউন্সিলের বরাবর বা মারফতেই সব কাজ চলত। প্রথম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় শ্রম-শিল্পের পরিসর যে পরিমাণে বেড়ে যায়, তাতে 'সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের' কাজ বিকেন্দ্রীকৃত করে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ন্যস্ত করার দরকার হয়ে পড়ে। ফলে, চারটি কমিশারিয়েট গঠিত হয় (১) গুরু শ্রম-শিল্পের, (২) লঘু শ্রম-শিল্পের, (৩) কাঠের শ্রম-শিল্পের ও (৪) খাদ্য শ্রম শিল্পের কমিশারিয়েট। এসব আগেক ব 'সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের' সংগে কাজ ভাগ করে সম্মিলিত সাধারণ-তন্ত্রের সাথে একযোগে বৃহদায়তনের যাবতীয় শ্রম-শিল্প পরিচালনা করে থাকে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় যন্ত্র হল ষ্টেট প্ল্যানিং কমিশন। এই কমিশনই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মুশাবিদা

করে এবং প্রতি বছরকার প্রোগ্রাম রচনা করে। সরকার এসব স্বীকার করে নেয় এবং আইনের মর্যাদা দেয়।

শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ

১৯১৮ সালের ২৮শে জুন কাউন্সিল অব পিপুলস্ কমিশার এক বিধান জারী করে। সে মতে শ্রম-শিল্প, বাণিজ্যাদি সকল ব্যাপার জাতীয় সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়—মায় তার পুঁজিপাতি পর্যন্ত।

শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্য

বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ১৯৩৪ সালে উৎপাদিত-দ্রব্যের মূল্য ৭৫৫½ কোটি রুবল এবং ১৯৩৭ সালে উৎপন্ন হয় ৯৫০ কোটি রুবল মূল্যের দ্রব্য—১৯১৩ সালের প্রায় পাঁচ গুণ। মোট উৎপাদনের দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন সমগ্র ইউরোপে প্রথম এবং সমগ্র জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

যন্ত্রপাতি তৈরিতেও সোভিয়েট ইউনিয়ন সমগ্র ইউরোপে প্রথম। ট্রাকটার তৈরিতে সমগ্র জগতে প্রথম। পিগ আয়রণ, কয়লা, ধাতব-দ্রব্য উৎপাদনে ইউরোপে প্রথম এবং সমগ্র জগতে তৃতীয়।

১৯২৪-২৫ সালে বিদ্যুৎ-বিভাগ ছাড়া অন্য শ্রম-শিল্পের জন্য যে ব্যয় হয়, তার পরিমাণ ৪০½ কোটি রুবল এবং ১৯৩২ সালে ৯৭১ কোটি রুবল (৯,৭১২,২ মিলিয়ন রুবল)।

বিদ্যুৎ-বিভাগে ১৯২৪-২৫ সালের ব্যয় ৯½ কোটি রুবল এবং ১৯৩২ সালে ৮০ কোটি রুবল।

শ্রম-শিল্পকে জাতীয় শিল্পরূপে পরিণত করতে হলে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন গুরু শ্রম-শিল্পের উপর জোর দেওয়া, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং' এর উপর। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে, যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে কাটাতে হলে এ তাদের আগে দরকার।

"Not every development of industry constitute industrialisation. The essential basis of indastrialisation consist in the development of heavy industry (fuel metal etc.), the building up of the means of production and of our own engineering industry" (Stalin Economic position of the Soviet Union—Vol. III P. 57—58).

ফলে গুরু শ্রম-শিল্প নতুন রূপে দেখা দিল। পুনর্গঠিত ও নব-স্থাপিত শ্রম-শিল্পগুলির উৎপাদন ১৯৩৩ সালেই সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৭ পার্শেণ্ট। ১৯৩৪ সালে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার মূল্য ২,৭৯৬ কোটি রুবল।

১৯২৭-২৮ সালের উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্য ৪৫০ কোটি রুবল। তার মানে এক বছরেই প্রায় ছয় গুণের বেশি।

গুরু শ্রম-শিল্পের কমিশারিয়েট প্রায় ২৩৮০টি শ্রম-শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট-খাট শ্রম-শিল্পগুলোকে এর মধ্যে ধরা হল না।

মেশিন বিল্ডিং

মেশিন-নির্মাণ শ্রম-শিল্পে আজকাল শত শত রকমের ছোট-বড় মেশিন তৈরি করে। তারা উঠে পড়ে লেগেছে মেশিন-তৈরি সংক্রান্ত সকল প্রকার কলা-কানুন আয়ত্তে নিতে। নতুন নতুন শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছে মোটরকার, ট্রাকটার, জটিলতম কৃষি যন্ত্রপাতি—এখন এগুলো তৈরি করছে হাজারে হাজারে। মেশিন-তৈরি শ্রম-শিল্পে বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠান বহু গড়ে উঠেছে। ফলে ১৯৩৪ সালে প্রায় ১,১১২ কোটি রুবল মূল্যের যন্ত্রপাতি উৎপন্ন করা হয়েছে—সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ২৩·৬ পার্শেণ্ট। ১৯৩০ সালে উৎপন্ন হয় ৩৬৪ কোটি রুবল মূল্যের দ্রব্য। ১৯১৩ সালে মাত্র ৬৯ কোটি রুবল মূল্যের যন্ত্রপাতি তৈরি হত।

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন: খনিজ লৌহ

১৯১৩ সালে উৎপাদিত হয় ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন
১৯৩৬ ঐ ঐ ২ কোটি ৮২ ঐ

খনিজ ম্যাঙ্গানিজ

১৯১৩ সালে	উৎপাদিত	হয়	১২ লক্ষ	মেট্রিক টন
১৯৩৬ ঐ	ঐ		২৮ লক্ষ	ঐ

তামা

১৯১৩ সালে	৩১ হাজার	মেট্রিক টন
১৯৩৪ ঐ	২০ লক্ষ	ঐ

সীসা

১৯১৩ ঐ	১৫২০	ঐ
১৯৩০ ঐ	২৭,২০১	ঐ

দস্তা

১৯১৩ ঐ	২,৯৪৭	ঐ
১৯৩৪ ঐ	২৭,১০৬	ঐ

ধাতব-দ্রব্য ঃ পিগ আয়রণ

১৩১৩ সালে	৪২১৬৪০০	মেট্রিক টন	১০%
১৯৩৮ ঐ	১৪৪৭৯০০০	টন	২৫২ „

নতুন এবং সুসজ্জিত ধাতব শ্রম-শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় উৎপাদন বেড়ে গেছে অনেক। ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী 'ব্লাষ্ট ফারনেস-এর সংখ্যা ১১৩টি ছিল। তার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ৪৮,৫৩৭ কিউবিক মিটার। ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে মাত্র ৬৯টি 'ব্লাষ্ট ফারনেস' ছিল এবং তার উৎপাদন-ক্ষমতা ২০০৩০ কিঃ মিটার ; 'ওপেন হার্থ'-এর

সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ১৯২৮ সালে এইরূপ উনুনের সংখ্যা ছিল ২২২টি এবং তার বিস্তার ছিল ৪৭৯০ স্কোয়ার মিটার করে। ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী ছিল ৩৩৪টি উনুন যার বিস্তারের পরিমাণ ৮৪৯৩ স্কোয়ার মিটার।

ইস্পাত

১৯১৩ সালে ছিল ৪২ লক্ষ টন
১৯২১-২২ সালে ছিল ৩২ লক্ষ টন
১৯৩৮ " " ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টন

এসব যেমন পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে তেমনি গুণেও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে। ভাল শ্রেণীর ইস্পাত ১৯২৭-২৮ সালে তৈরি হয় ৯০,০০০ টন; ১৯৩৪ সালে উৎপন্ন হয় ৯,৫৮০,০০০ টন।

পেটা ধাতু

১৯১৩	সালে	৩৫ লক্ষ টন
১৯২৩-২৪	"	৬৩/৪ লক্ষ টন
১৯৩৪	"	৬৭১/৪ লক্ষ টন

১৯৩০-৩৩ সালের মধ্যে নতুন রোলিং মিল খোলা হয়েছে ১৭টি।

মোটরকার

মাত্র ১৯২৪-২৫ সালে মোটরাদির কাজ শুরু করা হয়। তখন থেকেই মোটর উৎপাদনের কাজ দ্রুত চলেছে।

অনেকগুলো বৃহদাকারের মোটর ফ্যাক্টরী তৈরি করা হয়েছে। ক্রমোন্নতির তালিকা নিচে দেওয়া গেল :

১৯১৩ সালে	১০০
১৯২৭ „	৪৭২
১৯৩১ „	২০,৫৭৩
১৯৩৪ „	৭২,৪৬৬

মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মাত্র একটি মোটর তৈরির কারখানা ছিল। তাতেও নানাদেশ থেকে অংশ বিশেষ আনিয়া মোটর প্রস্তুত করতে হত। বর্তমানে তিনটি বিরাট কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, তন্মধ্যে গোর্কিতে মোলোটোভ ওয়ার্কস্ ১½ টন ধরে এরূপ মোটর তৈরি করে। মস্কোর ষ্ট্যালিন ফ্যাক্টরীতে ২½ টন ধরে এমন-সব মোটর তৈরি হয়, ইয়োরোশ্লাভেল ফ্যাক্টরী ৫ টন ধরে এমন-সব মোটর লরী তৈরি করে।

কৃষি-যন্ত্রপাতি

কৃষি-যন্ত্রপাতির উৎপাদন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। কৃষিতে পুরোপুরি ভাবে যান্ত্রিকতা সম্পাদনের চেষ্টার ফলে এই উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। এমন-সব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়েছে যা এদেশ কখনই দেখেনি—যেমন, ট্রাক্টার ও কম্বাইনড হারভেষ্টার। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকীর সময় যেসব যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয় তার মূল্যের পরিমাণ

১৯১৩ সালের চাইতে ৫ গুণ। ১৯৩১ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্য প্রায় তেরগুণ।

১৯৩৩ সালে ট্রাক্টার তৈরি হয় ২১০,০০০টি
১৯৩৪ ২৭৮,০০০টি

যান-বাহন সংক্রান্ত শ্রম-শিল্প ঃ

লোকোমেটিভ, ওয়াগন

১৯৩৫ সালে ১৭২৩টি লোকোমোটিভ ও ৮৫০০০টি ট্রাক্‌স ও ওয়াগন তৈরি হয়।

বিল্ডিং মাল-মসলা

কৃষক ও শ্রমিকদের বসবাস, ফ্যাক্টরী, মিল, থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি কৃষিগত ও স্বাস্থ্যের উপযোগী আরামপ্রদ প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ বেড়ে যাওয়ায় ইমারতাদি গঠনের মাল-মসলার চাহিদাও বেড়ে যায়। শুধু সিমেন্টের উৎপাদন থেকেই তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে।

১৯২১ সালে ৯৫,৬০০ টন উৎপন্ন হয়,
১৯৩৪ " ৩,৫৯২,০০০ " "

সিমেন্ট শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৯২৮ সালে ১৮ হাজার; ১৯৩২ সালে ২৮ হাজার। সব রকমের ইট তৈরি হয় ১৯৩২ সালে ৪৯৩ কোটি এবং ১৯৩৪ সালে ৩৬৫ কোটি।

ইলেক্‌ট্রিফিকেশন

সোভিয়েট-শাসন পত্তনের পর থেকেই সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদ্যুতীকরণের কাজ দ্রুত চলেছে। সোভিয়েট বৈদ্যুতিক-কেন্দ্র স্থাপনের দিক দিয়ে জগতে প্রথম আর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ১৯২১ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে তার কাজ আরম্ভ হয়। 'গোয়েলরো প্ল্যান' সমগ্র দেশকে বৈদ্যুতিক আলো-মণ্ডিত করার উদ্যোগ করে। লেনিনই উদ্যোগী হয়ে এর প্রবর্তন করেন। সমস্ত ষ্টেশনের শক্তি ছিল তখন ১,২২৮,০০০ কিলওয়াট এবং উৎপাদন হয় ৫২ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা।

জেলা শক্তি-কেন্দ্র ১৯২৮ সালে ছিল ১৯টি। ১৯৩২ সালে হয় ৪৬টি, ১৯৩৩-৩৪ সালে আরো অনেক কেন্দ্র খোলা হয়। তার শক্তি ছিল ৬০০,০০০ কিলওয়াট।

ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের কাজ আরো সহজ হয়ে পড়ে সস্তা দরের কয়লা পাওয়া যাবার ফলে। তাই স্থানীয় কয়লা সরবরাহের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। গুঁড়ো কয়লাও ব্যবহার করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। এ কাজে এত পরিমাণ গুঁড়ো কয়লা ব্যবহার আর কোন দেশ করে উঠতে পারেনি।

শ্যাটুরা পাওয়ার ষ্টেশন মস্কোর যাবতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। পিট বার্ণিং ষ্টেশন হিসাবে এ কেন্দ্রটি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিপার হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশনটি সোভিয়েট রাশিয়ার

বৃহত্তম ষ্টেশন—তার ক্ষমতা ৫৫৮,০০০ কিলোওয়াট, ১৯৩২-৩৩ সালে প্রথম বছরে এর উৎপাদন হয় ৩৮½ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৭০০ পার্শেণ্ট বেড়েছে। ১৯৩৬ সালে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয় ৩২৮ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা। ১৯২০ সালে সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী এর কাজ প্রথম আরম্ভ হয়।

রাসায়নিক শ্রম-শিল্প

বিগত কয়েক বছর ধরে রাসায়নিক শ্রম-শিল্পের খুব উন্নতি দেখা দিয়েছে। তা হলেও অন্যান্য শ্রম-শিল্পের তুলনায় এ শিল্প ততটা সফল হয়-নি। মূল রাসায়নিক দ্রব্যের ১৯৩৬ সালের উৎপাদন ১৯১৩ সালের ১৩·৬ গুণ বেশি, সুপার ফসফেট্স্ ২০ গুণ বেশি, সালফারিক এসিড ১০ গুণ বেশি উৎপন্ন হয়। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় সুপারফসফেট উৎপাদনে ইয়োরোপে তার স্থান ছিল এয়োদশ, ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

তৈল

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তৈল শ্রম-শিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আগেকার 'পারকাশান মেথড' পরিহার করে এখন 'রোটারী ড্রিলিং সাহায্যে কাজ করা হয়। ফলে ১৯৩২ সালে ৯৭·৬ পার্শেণ্ট উৎপাদন বেড়ে যায়।

মেট্রিক টনের হিসাবে ঃ

১৯১৩ সাল	৯,২৩৪০০০
১৯৩২ "	২২,২৫২০০০
১৯৩৪ "	২৫,২৫২০০০
১৯৩৬ "	২৯,২৯৩০০০

শুধু বাকু ও গ্রোজনি অঞ্চল থেকেই ইউ, এস, এস, আরের ৯৩ পার্শেণ্ট তৈল উৎপন্ন হয়। আগে যে সব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম তৈল উৎপন্ন হত সেখানও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে। তা ছাড়া সাখালিনের নতুন তৈলক্ষেত্রে ১৯৩২ সালে ২০২,৮০০ মেট্রিক টন উৎপন্ন হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে অনেক। তৈল তোলার প্ল্যাণ্ট ২৯টি, শোধনকারী যন্ত্র ২৬টি, ক্র্যাকিং প্ল্যাট (যা ১৯২৯ সালের আগে ছিল না তাও ১৯৩৪ সালে) ২৪টি হয়েছে।

১৯৩৬ সালে তৈল উৎপন্ন হয় ২৯,২৯৩০০০ টন। ১৯১৩ সালে মাত্র ৯,২৩৪,০০০ টন উৎপন্ন হয়। জারের আমলে যান্ত্রিকতার সাহায্যে মাত্র ৫.৯ পার্শেণ্ট তৈল উৎপন্ন করা হয় আর এখন ৯৮ পার্শেণ্ট তৈল উঠানো হয় যান্ত্রিকতার সাহায্যে।

১৯১৩ সালে বেনজিন এবং কেরোসিন যা উৎপন্ন করা হয় ১৯৩৬ সালে প্রথমটির ১৯.৬ গুণ এবং দ্বিতীয়টি ৩.৭ গুণ বেশি উৎপন্ন করা হয়।

জ্বালানি কাঠ ও কয়লা

আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে কয়লা উৎপাদনেও উন্নতি সাধন হয়েছে। অনেক খনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রত্যেক খনিতেই যান্ত্রিকতা প্রবর্তনের ফলে ১৯৩৫ সালে কয়লা উৎপাদনে সোভিয়েট ইউনিয়ন চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ১৯৩২ সালে যান্ত্রিকতার সাহায্যে মোট উৎপাদনের ৬৫.৪ পার্শেণ্ট উৎপন্ন হয়; ১৯২৮-২৯ সালে সে স্থানে মাত্র ২৪.৪ পার্শেণ্ট যান্ত্রিকতার সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

১৯২৪ সালে মাত্র ডোনেটজ্ বেশিনেই বিস্তরভাবে কাজ চলে। সেকেলে পিট থেকেই প্রধানত কয়লা তোলা হয়। শুধু এই খনিটাতেই যে আধুনিক উপায়ে কাজ চালান হতো তা নয়। কাজনেট্স্ক বেসিন, সাব-মস্কো বেসিন, কারা গাণ্ডা, ইউরোপের কতক অঞ্চলে এবং সুদূর প্রাচ্যেও আধুনিক উপায়ে কয়লা উৎপাদন চললো। এক ডনেটজ্ বেসিনেই ১৯১৩ সালের তিনগুণ উৎপন্ন হয়।

১৯১৩ সালে মোট উৎপাদন ছিল ২৯,১০০,০০০ টন; ১৯৩৬ সালের উৎপন্নের পরিমাণ ১২৬,৪০০,০০০ টন অর্থাৎ ৪·৩ গুণ বেশি।

১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কয়লা-খনি ছিল ৫৪৯টি; প্রথম পঞ্চ বার্ষিকীর সময় ১২৯টি নতুন খনি কাটা আরম্ভ হয়। সবগুলিতেই যান্ত্রিকতার সাহায্যে কাজ চলে। ১৯৩৭ সালে

আরো ১৮৬টি খনি কাটার আয়োজন হয়। ১৪ কোটি টন কয়লা পাওয়া যেতে পারে তা থেকে।

পিট

'পাওয়ার ষ্টেশনে', বয়ন শিল্পে 'পিট' ব্যবহার করা হয়। মস্কো, লেনিনগ্রাড, আইভানোভা, ইউরাল, গর্কি ও পশ্চিমাঞ্চলের শ্রম-শিল্পে প্রধানত পিটই ব্যবহৃত হয়।

যান্ত্রিকতার ফলে পিট উৎপাদনে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। ১৯৩২ সালে যান্ত্রিকতার ফলে সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৬৪ ভাগই যান্ত্রিকতার সাহায্যে উৎপন্ন। ১৯২৮ সালে মাত্র ১১ পার্শেন্ট উৎপন্ন হয়। কাজেই শ্রমোৎপাদিকা শক্তি অনেক বেড়ে গেছে বলতে হবে। পিট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণার ফলে নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে প্রতি শ্রমিক যেখানে আগে ১৮৯ টন করে উৎপন্ন করত সেখানে এখন ১০০০ টন করে উৎপন্ন করতে পারে।

মরসুমের সময় যে পরিমাণ শ্রমিক আগে নিযুক্ত করতে হতো এখন তা লাগে না, কারণ এই পদ্ধতির ফলে জল-বায়ু জনিত অবস্থাদির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

কোক

কোকেরও দারুণ উন্নতি হয়েছে। ১৯২৬-২৭ সালে উৎপন্ন হয় ৩·৪১৫ মেট্রিক টন; ১৯৩৪ সালে ১৪২০০ মেট্রিক টন।

লঘুশ্রম-শিল্প

আবশ্যক মত দৈনন্দিন জিনিষপত্র সরবরাহ করে অবিলম্বে জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী উন্নয়নের ইচ্ছায় ১৯৩১ সালে লঘুশ্রম-শিল্পের জন্য একজন পৃথক কমিশারিয়েট পদ সৃষ্টি করা হল। জাতির ও স্থানীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এর নিয়ন্ত্রণাধীন হল। প্রয়োজনানুরূপ ফল পাবার জন্য দায়িত্বের আরো বিভাগ দরকার হয়ে উঠলো। কাজেই ১৯৩৪ সালে তুলা, উল, পশম, সিল্ক, বুনটের কাজ, চামড়া, প্রভৃতি গুরু শ্রম-শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কমিশারিয়েটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রইল। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রে লঘু শ্রম-শিল্পের কমিশারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হল। উপরোক্ত দ্রব্যের বিভাগ-গুলোর খনিকাংশ নিয়ন্ত্রণ এবং টেইলারিং, ফিতা-জড়ি প্রভৃতি, চিনামাটির বাসন, ছাপাখানা, গানের সাজ-সরঞ্জাম এবং অফিসের সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার হাতে দেওয়া হল।

১৯২৮ সাল থেকে ১৫০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, শতখানেক প্রতিষ্ঠানকে বাড়ানো, বা পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই সময়ে এ-সবের পুঁজি ছিল প্রায় ২৪৯ কোটি রুবল। গুরু শ্রম-শিল্পের ন্যায় লঘু শিল্পও নানা সাধারণ তন্ত্রে আরো ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় লঘু শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ গুরু শ্রম-শিল্পের তুলনায় খুব কম ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকীর সময় তার পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

দেশলাই

১৯১৩ সালে উৎপন্ন হয়	৩৭৫৭
১৯৩৪	৯১৩৪

বর্তমানে অটোমেটিক প্রক্রিয়ায় আরো দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

তুলা

বিগত কয়েক বছরে তুলার উৎপাদন খুব বেড়ে গেছে। ১৯১৩ সালে তুলার জন্য যে পরিমাণ জমি ছিল ১৯৩৪ সালে তার তিনগুণ জমিতে বর্তমানে তুলার আবাদ চলছে। এ ক'বছর তুলার নমুনাও ভাল হচ্ছে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীতে নতুন টাকু ছিল ৮ লক্ষ, সোভিয়েট তৈরি তাঁত ছিল ১২,৫০০টি। বিদেশ থেকে তুলা আমদানী আর করতে হয় না; নিজেদের উৎপন্ন তুলাতেই এখন আবশ্যকীর কাজ চলে।

১৯৩৯ সালে তুলা উৎপন্ন হয় ২৬'৯ মিলিয়ন ডবল টন।
১৯৩৬ " ছিল ২৩'৯ " "

পশম

পশম শিল্পের উন্নতির ফলে পশম আমদানী কমে গেছে। ১৯১৩ সালে ৬ কোটি রুবল মূল্যের পশম আমদানী করতে হয়, ১৯৩০ সালেও আমদানী ছিল ৪ কোটি রুবল।

১৯২৮ সালে পশম উৎপন্ন হয় প্রায় ৫৪ কোটি ৮০ লক্ষ রুবল, ১৯৩৪ সালে ৫৫ কোটি ৮০ লক্ষ রুবল। আগেকার তুলনায় পশম খুব উৎকৃষ্ট।

শণ

১৯২৫ সালে শণ-বস্ত্রাদি উৎপন্ন হয় সাড়ে ১২ কোটি স্কোয়ার; মিটার ১৯৩৪ সালে হয় সাড়ে ১৫ কোটি স্কোয়ার মিটার।

সিল্ক

দেশের মালমসলা নিয়ে সিল্ক শ্রম-শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯২৭ সাল থেকেই বিদেশ থেকে সিল্ক আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নিজেদের তৈরি সিল্কেই কাজ চলে।

ট্রান্স-ককেশিয়া, মধ্য-এশিয়ায় বহু সিল্ক-মিল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে রিলিং মেশিনের সংখ্যা ১৮৫৪ থেকে ৩২৬০তে উঠেছে। উৎপন্ন সিল্কের মূল্যও এই সময়ে ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ রুবল থেকে ২৫ কোটি ৩০ লক্ষে উঠেছে।

১৯৩৪ সালে সিল্কের উৎপাদন ৩ কোটি মিটার; ১৯২৮ সালে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মিটার।

কৃত্রিম সিল্কের উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। ১৯৩০ সালে উৎপন্ন হয় ৬০০ টন আর ১৯৩৪ সালে উৎপন্ন হয় ৫,৪৩০ টন।

জুতা প্রভৃতি

দেশজ চামড়ার বা তার পরিবর্ত মালমসলা দিয়ে এখন বুট ও জুতা তৈরি হয়। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ৫৯টি বৃহদাকারের শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। ১৯২৮ সালে ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল মূল্যের জুতাদি তৈরি হয়। ১৯৩৩ সালে উৎপন্ন হয় ১০৭ কোটি ১৭ লক্ষ রুবল মূল্যের। ১৯৩৭ সালে উৎপন্ন হয় ১৭ কোটি জোড়া জুতা; ১৯১৩ সালে হয় মাত্র ৮৩ লক্ষ জোড়া।

১৯৩৪ সালে চামড়ার পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের তৈরি পাদুকাদির পরিমাণ চারগুণ বেড়ে যায়। ১৯৩১ সালে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ৩১ লক্ষ রুবল মূল্যের এবং ১৯৩৪ সালে উৎপন্ন হয় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ রুবল মূল্যের পাদুকা। বর্তমানে রবারের জুতাও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়।

টেলারিং

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ৩০টি বড় রকমের টেলারিং ফ্যাক্টরী তৈরি হয়েছে। কিয়েভ, বাকু মিনস্ক ও ভাইটেবস্কের ফ্যাক্টরীগুলিই অন্যগুলির তুলনায় বৃহত্তর গোছের।

১৯২৮ সালে পোষাকাদি যা উৎপন্ন হয় তার মূল্য প্রায় সাড়ে ৪৪ কোটি রুবল, আর ১৯৩৪ সালে ৯৪৭½ কোটি রুবল মূল্যের জামা-কাপড়াদি তৈরি হয়।

সব কাজই যান্ত্রিকতার সাহায্যে চালান হয়। বলা বাহুল্য, সবই আধুনিক যন্ত্র।

সূচিশিল্প

লঘু-শিল্পের মধ্যে সূচিশিল্পের খুব উন্নতি হয়েছে। ১৯১৩ সালে এই শিল্পে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ রুবল মূল্যের দ্রব্য , ১৯৩৪ সালে তা উঠে ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ রুবলে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় প্রায় ২০টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। লেনিনগ্রাডের প্রতিষ্ঠানটিই সর্ববৃহৎ।

কাগজ

জার-শাসিত রাশিয়ায় অধিকাংশ কাগজই বাইরে থেকে আমদানী করা হত। বর্তমানে তাদের যে কাগজ লাগে, তার সবই তারা নিজেরাই এখন তৈরি করে।

১৯১৩ সালে কাগজ উৎপন্ন হয় ১৯৭,৯০০ টন, ১৯৩৩ সালে ৪৯৯,০০০ টন, ১৯৩৭ সালে ১,০০০,৩০০ টন।

কার্ডবোর্ড তৈরি হয়—১৯২৫ সালে ৪৩,০০০ টন, ১৯৩৭ সালে ১২৫,০০০ টন।

খাদ্য-শ্রমশিল্প

খাদ্য-শ্রমশিল্প সংগঠনের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এর যাবতীয় বিভাগগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে তার ভার দেওয়া হয়েছে খাদ্য-বিভাগের কমিশারিয়েটের উপর। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীয় সময় (১৯২৮-৩৪) ৩০০ কোটি রুবল নিয়োগ করা হয় খাদ্য-শ্রমশিল্পে যন্ত্রপাতি ও নতুন নতুন ফ্যাক্টরী তৈরির জন্যে। প্রায় ৭০০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এই সময়ে। অতি আধুনিক সাজ-সজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে সেগুলো। নতুন নতুন বিভাগ, যেমন, মারগারিণ বলে কৃত্রিম মাখন, জমাট ও গুঁড়ো দুধের ফ্যাক্টরী, মাংস-প্যাকিং-এর কারখানা, ক্যানিং ও শুকানো বরফের (dry ice) ফ্যাক্টরী; বৃহদাকারের ফ্যাক্টরী, রান্নাগৃহ আরও কত-কি খোলা হয়েছে।

খাদ্য-শ্রমশিল্প প্রসারের খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে নিচেকার তালিকা থেকে :

১৯১৩	সালে	২,৭২২	মিলিয়ন	রুবল	মূল্যের	দ্রব্য	উৎপাদিত	হয়।
১৯২৮	”	৩,৫৩৩	”	”	”	”	”	”।
১৯৩৪		৮,৫৩৯	”	”	”	”	”	”।

খাদ্য-শ্রমশিল্পের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ডেয়ারীর উৎপন্ন-দ্রব্য

আদিম যুগের ধরণে দুধ বিলি-ব্যবস্থা হতো জার আমলে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর আমলে তার বদলে বড় বড় দুধের ডিপো গড়ে তোলা হয়।

১৯৩৪ সালে ৪৯টি শহরে দুধের বড় আড়াত স্থাপিত হয়। সেখানে ১৩৫০ টন দুধ বিলি-ব্যবস্থা হত রোজ। ১৯৩১ সালেও ৪৫০ টনের উপরে উঠেনি। যুদ্ধের আগে সমগ্র রাশিয়ায় আড়ত ছিল মাত্র ৫টি; তাতে দুধ আমদানী হত ১০০ টনের বেশি নয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীয় সময় এই সব আড়তগুলোতে পুরোপুরি ভাবে যান্ত্রিকতা প্রবর্তন করা হয়।

লেনিনগ্রাড দুধের কম্বাইনটি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাতে রোজ ১৩২,০০০ লিটার[১] পরিমিত দুধ আমদানী হয়।

এই সব কারখানায় দুধের বিলি-ব্যবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলে। ১৯৩৩ সালে সর্বসুদ্ধ ১০১,৭০০ টন থেকে ১৯৩৪ সালে ১৩৫,০০০ টন পর্যন্ত উঠে।

১৯৩৫ সালে দুধ উৎপন্ন হয় ১৯৪,০০০ টন। ১৯২৮-৩৩ সালে মাখন তোলার জন্য প্রায় ৮ কোটি রুবল নিয়োজিত হয়। হাতে মাখন তোলার বদলে মেশিন দিয়ে মাখন তোলার বন্দোবস্ত করা হয়।

---

[১] লিটার ৬১·০২৮ ঘন ইঞ্চি।

১৯৩৩ সালে আধুনিক সাজ-সজ্জায় ভূষিত মাখনের ফ্যাক্টরী ছিল ৩২০টি ; সে বছরে উৎপাদন হয় ১২৪,৩০০ টন মাখন, ১৯৩৪ সালে উৎপন্ন হয় ৩১৬,০০০ টন। ১৯২৮ সালে ছানা তোলা হয় ২০০০ টন ঃ ১৯৩৪ সালে তোলা হয় ৬০০০ টন।

এই সময়ে পনীর ৭১০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে উঠে ১৪৬০০ টনে।

রুটি

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর সময় রুটি-শালার প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। এ সময়ে অনেকগুলো পুরোপুরি যান্ত্রিকতাপূর্ণ বেকারী নির্মিত হয়। মস্ত বড় বড় সেসব বেকারী। আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে হাতে আর কিছুই করতে হয় না।

যান্ত্রিকতাপূর্ণ এসব বৃহদায়তনের বেকারীতে ১৯৩৪ সালের উৎপাদন ১০,২৬৪০০০ টন রুটি।

১৯৩৬ সালে বৃহদায়তনের যান্ত্রিকতাপূর্ণ কারীর সংখ্যা ছিল ২৮৬টি। সমুদয় উৎপাদনের ১৯.২ ত এসব বেকারীতে উৎপন্ন হয়।

মিষ্ট-দ্রব্যাদি

১৯২৮-৩৩ সালে মিষ্ট-দ্রব্যাদির ফ্যাক্টরীকে যান্ত্রিকতাপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রায় তিন কোটি রুবল ব্যয় করা হয়।

১৯৩৩ সালে বৃহদায়তনের ৬৫টি ফ্যাক্টরী নির্মিত হয়। তাতে উৎপন্নের পরিমাণ কম-সে-কম ৪৪৬,০০০ টন; ১৯৩৪ সালে বেড়ে যায় ৫৪৬,০০০ টনে।

মহাযুদ্ধের আগে ১৪২টি ক্ষুদ্র ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তাতে মাত্র ৮০,০০০ টন মিষ্টাদি-দ্রব্য উৎপন্ন হ'ত।

মৎস্য

মাছের শ্রমশিল্পকে পুনর্গঠন করতে বেশ-কিছু বেগ পেতে হয়েছে। অন্তর্যুদ্ধের সময় মাছের শ্রম-শিল্প একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ১৯২৯-৩৩ সালে ৪৫ কোটি রুবল খাটানো হয় মৎস্য শ্রম-শিল্প পুনর্গঠনের জন্য। মৎস্য শ্রম-শিল্পেও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করা হয়েছে; মৎস্য শ্রম-শিল্পের প্রসার তাই অনেক বেড়ে গেছে।

মৎস্য শ্রম-শিল্পে এখন ২ লক্ষ টন অশ্ব-শক্তি সমন্বিত ৪৫০০ মোটর বোট আছে; আগে ছিল মাত্র ৫৬টি বোট। মৎস্য-শিল্পের উপযোগী তাপ-নিবারক যন্ত্র (Refrigerating plants) আছে ২৪টি; ৫৪টি ক্যানারি (Canneries) এবং ২৭টি fish-waste plants আছে।

১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে বাৎসরিক মাছ ধরা হয় ১·৩ মিলিয়ন টন করে—১৯৩৪ সালে ১·৫ মিলিয়ন টন এবং ১৯৩৭ সালে ১·৮ মিলিয়ন টন।

১৯১৩ সালে ধরা হয় মাত্র ১ মিলিয়ন টন।

সাবান

১৯৩৩ সালে সাবান তৈরি হয় ২৬২,০০০ টন, ১৯৩৪ সালে ৪৩১,০০০ টন; ১৩১৩ সালে হত ১৮০,০০০ টন। ১৯৩৭ সালে উৎপন্ন হয় ১০০০,০০০ টন।

শক্ত সাবান তৈরি হয় শতকরা ৬৫ পার্শেন্ট, ভাল টয়লেট দ্বিগুণ উৎপন্ন করা হয় অপেক্ষাকৃত খারাপ সাবানের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাংস

১৯২৯ সাল থেকে মাংসের কারবারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও ও পুনর্গঠন করা চলেছে। এর আগে যুদ্ধের সময় এগুলো অতি বিশৃংখলভাবে চলত।

১৯২৯ সালে ১১টি সুসজ্জিত ও বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯৩৩ সালে বাকু, লেনিনগ্রাড ও মস্কোতে বৃহদাকারের মাংস-প্যাকিংয়ের বড় কম্বাইন স্থাপন করা হয়। আগেকার মাংস-প্যাকিং-এর যন্ত্রের ন্যায় এসব যন্ত্র নয়। সব কাজই এখন যান্ত্রিকতার সাহায্যে করা হয়। এখন প্রায় ১০০ রকমের বিভিন্ন মাংস দ্রব্য তৈরি হয়। ১৯৩৭ সালে মাংস উৎপন্ন হয় ১২০০,০০০ টন।

লবণ

খনিজ লবণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সোভিয়েট রাশিয়ায়। হ্রদ, লবণ-কূপ, এবং লবণের পাহাড় থেকে

সাধারণত লবণ পাওয়া যায়। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ডোনেটজ অঞ্চলেই বেশি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয়। পার্মে ও অষ্ট্রাখান অঞ্চলের হ্রদে ও লবণ উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম-সাইবেরিয়ার কতকগুলো হ্রদে লবণ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এসব হ্রদ অংশত শুকিয়ে যায়। পূর্ব-সাইবেরিয়ায় লবণ পাওয়া যায় ঝরণা ও পাহাড়ে।

১৯১৩ সালের পরে কি ভাবে উৎপন্ন বেড়ে যাচ্ছে তার তালিকা নিচে দেওয়া হল।

(হাজার মেট্রিক টন হিসাবে)

১৯১৩	সালে	উৎপন্ন	হয়	১৯৭৮
১৯২০	"	"	"	৭৩৬
১৯২৪-২৫	"	"	"	১৩৫০
১৯২৮-২৯	"	"	"	২৬২০
১৯৩৪	"	"	"	৩৪০০

মহাযুদ্ধের আগে লবণ-শিল্পে কিছুমাত্র উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি-যান্ত্রিকতা প্রবর্তন তো দূরের কথা। ১৯৩০-৩৩ সালে এ বিভাগে ৩½ কোটি রুবল নিয়োগ করা হয়। অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে উৎপাদনও বেড়ে গেছে বহু পরিমাণে। উৎপাদন ছাড়া গুণের দিক দিয়েও উন্নত করা হয়েছে লবণের।

চিনি

১৯১০-১৫ সালে ২৩৬টি চিনির কারখানা চলতি ছিল। সে সময়ে বছরের গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ১,৫১৩,০০০ টন। বিট উৎপাদন উপযোগী কতক ভূখণ্ড এখন আর ইউ, এস, এস্ আরের মধ্যে নেই।

মহাযুদ্ধের সময়ে এবং বিপ্লবের গোড়ার দিকে চিনির কারখানা এবং উৎপাদন অনেক কমে যায়।

১৯২১ সাল থেকে চিনির ফ্যাক্টরী পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তা নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে হয়। ১৯৩০-৩৩ সালে ৪৪ কোটি রুবল ব্যয় করা হয় চিনি শ্রমশিল্পে। তন্মধ্যে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল নিয়োজিত হয়েছে কৃষি-পদ্ধতিতে পরিচালিত বিভাগে। নয়টা চিনি শোধনাগার তৈরি করা হয়েছে—লোকভিট্‌সার শোধনাগার সব চাইতে বৃহৎ। রোজ ২০০০ টন বিট-চিনি উৎপন্ন হয় তাতে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে কতকগুলো চিনি শোধনাগার তৈরি হয়েছে। তন্মধ্যে দুটো প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় তৈরি হয়; বাকি গুলোর গঠন-কাজ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় সম্পন্ন হয়।

যান-বাহনের কোন সুবিধা না থাকায় ৮৮০ কিলোমিটার wide gauge-এর রেলপথ এবং ৬২০ কিলোমিটার narrow-gauge-এর রেলপথ তৈরি করা হয়েছে।

১৯৩৪ সালে ১,৪০৭,০০০ টন দানাবাঁধা চিনি উৎপন্ন করা হয়েছে; ১৯৩৩ সালে উৎপন্ন হয় ১,০১০,০০০ টন। ১৯৩৫ সালেও ১১ পার্সেণ্ট বৃদ্ধি হয়।

চা

জর্জিয়ান চা-ট্রাষ্টের পরিচালনাধীনে যাওয়ার পর থেকে চা-শ্রমশিল্পে বিস্তর উন্নতি দেখা দিয়েছে। জর্জিয়া আড্‌ঝারি ও আবখাশিয়া প্রভৃতি স্থানে চায়ের চাষ হচ্ছে। ১৯২৮ সালে চা উৎপন্ন হয় ১০৬০ টন; ১৯৩৪ সালে ৬৫৬০ টন।

খরিদ্দারের সমবায় সমিতি

সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্বাণিজ্যে খরিদ্দারের সমবায় সমিতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রাষ্ট্রীয় খুচরা বিক্রীর যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সাথে তার এইটুকু প্রভেদ যে, তারা পাড়াগায়ে যতটা অধিকতর উন্নতি লাভ করেছে মিউনিসিপ্যালিটিতে ততটুকু উন্নতি সাধন করতে পারেনি। আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিপোষক যেখানে রাষ্ট্র, সেখানে এদের পরিপোষক স্থানীয় সদস্যবৃন্দ। নির্বাচিত সদস্যরা এইসব প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে থাকে। খরিদ্দারদের সমবায়গুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চাইতে ক্ষুদ্রতর হলেও উভয়েই একই উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে, অথচ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে.অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

খরিদ্দারদের সমবায় সংগঠনটি সমগ্রভাবে সেন্ট্রোসোকুস নামক একটি কমিটি পরিচালনা করে থাকে অল-ইউনিয়ন কংগ্রেসে সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত লোকদের নিয়ে 'সেন্ট্রোসোকুস' নামক কমিটি গঠিত হয়। এই 'সেন্ট্রোসোকুসে'র অন্তর্ভুক্ত এমন শহরস্থ সংগঠনের সংখ্যা চার হাজার, আর পল্লি সংগঠনের সংখ্যা অন্যূন চল্লিশ হাজার। এই কমিটি সমস্ত সংগঠনের জন্য একই রকমের পরিকল্পনা

রচনা করে এবং যাতে এই পরিকল্পনা যথা-যথভাবে পরিচালিত হয় তারও তদারক করে থাকে। এই সমিতি প্রাদেশিক সংগঠনগুলোকে মজুত মাল বিতরণ করে, বিক্রয়ের পন্থা ধার্য করে, উন্নতির ও পুঁজি-গঠনের পরিকল্পনাদি অনুমোদন করে, সমগ্র কার্য-প্রণালী পরিদর্শনাদি করে এবং লোকদের কার্যোপযোগী করে তোলার ভার নেয়।

বিগত বছর কয়েকের মধ্যে এই সব খরিদ্দারদের সমবায় সমিতিগুলো বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করেছে এবং ব্যক্তিগত খুচরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানচ্যুত করেছে। সমবায়গুলি যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে বহুল পরিমাণে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিই তার পরিচায়ক। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যেই এর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়।

খরিদ্দারদের সমবায় সংগঠন রুটি-নির্মাণশালা, ময়দার কল, মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া চা, কফি, প্যাকিং প্রতিষ্ঠানও এঁদের তাঁবেদারে।

সমবায় সংগঠনের কাজ ত্রিবিধ ঃ

(১) রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদিত বা বিদেশানীত তৈরি দ্রব্য ক্রয় ক'রে গ্রাহকদের সরবরাহ করা। (২) দেশের মধ্যে যেসব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা আহরণ ক'রে গ্রাহকদের সরবরাহ করা। (৩) সদস্যদের

সরবরাহ করা বা স্থানীয় বাজার থেকে কেনা কৃষিজাতদ্রব্য আহরণ করা বা বাজারজাত করা।

সংগঠন-প্রণালী

পাইকারী বিক্রী পরিচালনার জন্য সেণ্ট্রোসোকুসের নয় রকমের শাখা সংগঠন আছে।

১। হেবারডেশারী (ফিতা, জরি, পাড় প্রভৃতি ব্যবসায়) ও সুগন্ধি ব্যবসায়ের শাখা-বিভাগ—তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় হস্ত-শিল্প ফ্যাক্টরী, ফিতা, জরি প্রস্তুত-কারীদের কারখানা, দরজীদের কারখানা, সুগন্ধি দ্রব্যের কারখানা, আণ্ডার-ওয়ারের কারখানা থেকে মাল ক্রয় ক'রে খুচরা বিক্রীর সমবায় প্রতিষ্ঠানে বিক্রী করে ;

২। মৃৎশিল্প ও লৌহশিল্পের শাখা-বিভাগ—এই বিভাগে মৃণ্ময় পাত্রাদি, বিদ্যুৎ যন্ত্রাদি, লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি, তৈল, ছবি, ও ধাতুদ্রব্যাদির কেনা ও বেচা চলে। শিল্প সমবায়ের জন্য তারা কাঁচা মাল-মসল্লাও কেনে।

৩। বিল্ডিং বিভাগ—এই বিভাগে বিল্ডিং সংক্রান্ত মাল-মসল্লা, আসবাবপত্র ও তক্তা ক্রয়-বিক্রয় সংগঠন করে। কাষ্ঠাদিও এখানে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

৪। চামড়া ও পাদুকা বিভাগ—১৯৩৪ সালের প্রথমে এ বিভাগ চামড়া খুচরা ভাবে কেনা-বেচা করে, নেমদার বুট,

গাড়ীর সাজ-সজ্জা ও জুতা সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জামও খুচরা কেনা-বেচা করে।

৫। কৃষ্টিগত পণ্য-বিভাগ—অফিসের তৈজস-পত্র ষ্টেশনারী জিনিষপত্র, খেলার সামগ্রী, রেডিও ও ফটোগ্রাফির মালমসলা নিয়ে এর কায়-কারবার।

৬। খুচরা-বিক্রীর সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিকট বাণিজ্য বা সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় বিভাগ—এর মধ্যে রয়েছে সোভিয়েট বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতিকল্পে আদর্শানুরূপ সোভিয়েট সমবায় সমিতির সাজ-সজ্জা।

৭। মেন অর্ডার বিভাগ—গ্রাম্য সমবায় সমিতির সহায়তাকল্পে ১৯৩৪ সালে এ বিভাগ খোলা হয়। এ ছাড়া মেশিন-ট্রাকটার ষ্টেশন ও রাষ্ট্রীয় ফার্মগুলারও সাহায্য প্রদান করে।

৮। দরজী-বিভাগ—সমবায় বিভাগের ন্যায় এ বিভাগেও তৈরি জামা, টুপী কেনা-বেচা করে। পোষাক-বিভাগে ফ্যাসনের ডিজাইন বা আদর্শ তৈরিতে এরা সাহায্য করে।

৯। অল-ইউনিয়ন দেশলাই বিভাগ—১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে খোলা হয়। এ বিভাগ ইউ, এস, এস, আরের সর্বত্র দেশলাই সরবরাহ করে ও কি পরিমাণ দেশলাইর প্রয়োজন হতে পারে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

কমিটির অন্তর্গত আরো দু'টি শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যের সংগঠন আছে :

১। পাইকারী-সমিতি খুচরা-সমিতি থেকে শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যাদির অর্ডার নেয় এবং যথা সময়ে তাদের সরবরাহ করে।

২। কারখানা সংঘগুলো তুলা, পশমী, সিল্কের বস্ত্রাদি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তদারক করে এবং সরকারের কাঁচা-মালের সরবরাহ অনুযায়ী এসবের অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করে।

কৃষিদ্রব্য-ক্রয়-সমিতিগুলো কৃষিজাত-দ্রব্য তৈরির ভার গ্রহণ করে। এর অন্তভুক্ত :

১। সেণ্ট্রোসিরি (কাঁচা মালের সংগঠন)—পশম, চামড়া, লোম, চর্বি, ধাতুর ছাঁট খরিদ ও এসব থেকে নানাদ্রব্য উৎপাদনের জন্য সংগঠন বিশেষ।

২। কেন্দ্রীয় দুগ্ধ, মাখন ও পোল্ট্রি সংগঠন, মাখন, পনীর, টক-দধি, ছানা প্রভৃতি তৈয়ার করার জন্য দুধ খরিদ করে, এ ছাড়া ডিম ও পশু-পাখীও খরিদ করে। এই শাখার প্রসার উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। দিন দিন নতুন নতুন মাখনের ফ্যাক্টরী ও ডায়েরী ফার্ম খোলা হচ্ছে।

৩। সেণ্ট্রোপ্লডুভোস (ডাল, শাক-সব্জী বিভাগ)—টাটকা ও শুকনো ফল, পালংশাক, জাম, সুপারী, বাদামাদির কণ্ট্রাক্ট করে। এই বিভাগই এইসব গোলাজাত করে বিক্রীর উপযোগী করে রাখে।

বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

১। পশারী জিনিসের সংগঠন—পশারী জিনিষ ও মনোহর দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য এই সংগঠন খোলা হয়েছে। কো-অপারেটিভ সমিতির সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানাদি থেকে তারা ঐসব দ্রব্য খরিদ করে থাকে।

(২) চায়ের সংগঠন—এই বিভাগ খোলা ও বদ্ধ চা সমবায় সমিতিগুলোর নিকট বিক্রী করে। চা প্যাক ও চাপ দেওয়ার দুটা প্রতিষ্ঠান আছে। এরা প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা ও ব্যবসায়ের উন্নতির অবনতির জন্য দায়ী।

খুচরা বিক্রির সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে 'অল ইউনিয়ন ব্রেডব্রেকিং এডমিনিষ্ট্রেশন'-বিভাগ উৎপাদনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই বিভাগের পরিচালনায় বিরাট মেশিনাদি সম্পন্ন রুটির কারখানা স্থাপিত হয়েছে; যে সব কারখানায় রুটি রাতে তৈরি হয়, সে-সব স্থানে মেশিনধারী বিরাট কারখানা পত্তনের ভারও এই বিভাগের উপর; হাতে তৈরি রুটির কারখানা এক প্রকার লুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে, রেলওয়ে-যাত্রীদের সুবিধার্থে সোভিয়েট রাশিয়ার সকল ষ্টেশনে জলযোগের ব্যবস্থা করার জন্য 'এডমিনিষ্ট্রেশন অব রেলওয়ে বাফেট' নামক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে।

আমদানী পরিচালন করার জন্য 'ইমপার্ট এডমিনিষ্ট্রেশন'

বিভাগ। খুচরা বিক্রীর সমবার সমিতিগুলোর আবশ্যক মত দ্রব্য আমদানী করার জন্য এই বিভাগ দায়ী।

উপরোক্ত বিভাগগুলো ছাড়াও 'সেণ্ট্রোসোকুস' কমিটির আরো কয়েকটি শাখা-বিভাগ আছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নিচে দেওয়া গেল ঃ—

১। শস্য ব্যবসায়ের দপ্তর—সমগ্রদেশের সমবায়ী ও ও ব্যক্তিগত কৃষকদের উদ্বৃত্ত-ফসল খরিদ করার জন্য খোলা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রাপ্য চুকিয়ে দেবার পর কৃষকের কাছে যে ফসল থাকে তাকে উদ্বৃত্ত ফসল বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় সমিতির কাছেও ফসল বেচে।

২। মাংস ক্রয়ের দপ্তর—মাংসের জন্য ব্যক্তিগত কৃষকদের কাছ থেকে খরিদ করে।

৩। মৎস্য বিভাগ—নদী, হ্রদের মাছ ধরা, সমবায়ের ও কেনা পশুদের হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার ভারও এ বিভাগের।

নদী, হ্রদে মাছ ধরা ও বাড়োনোর ভার এ বিভাগের ওপর। এই বিরাট বিভাগের কেন্দ্র হল কাজাকস্থান, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায়।

৫। খরিদ্দারদের সমবায় সমিতির পরিচালনাধীন শ্রম-শিল্পের জন্য পরিকল্পনা করার একটা বিভাগ আছে। এই সমিতি কারখানার কাঁচা মালপত্র, সাজ-সজ্জা সংগ্রহ, ইমারত গঠন প্রভৃতি কার্য করে থাকে।

৬। কৃষিকার্য-পরিচালনা বিভাগ—এ বিভাগ সেণ্ট্রো-সোয়ুসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ডায়েরী ও পশুফার্মগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে প্রয়োজনমত খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে এ জন্য এ বিভাগের প্রসার বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

এ বিভাগগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ আছে; তন্মধ্যে, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য 'খাদ্য-দ্রব্য পরিচালনা সমিতি', 'ভসিকোপিট' নামক কমিটি সমবায়ী রেষ্টুরেণ্টগুলো দেখাশুনা করে—নানা সাধারণ-তন্ত্রের ৩৫টি ট্রাষ্ট তাকে সাহায্য করে, 'স্বাস্থ্য-বিভাগ'—সকল রকম খাদ্যের পরীক্ষা, বিশেষ করে রেঁস্তরাগুলোর খাদ্য-দ্রব্যের দিকে এ বিভাগ লক্ষ্য রাখে; সমবায়ী খুচরা বিক্রীর প্রতিষ্ঠান গুলোর উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তদারকের জন্য "সরবরাহ ও চাহিদা বুরো" খোলা হয়েছে; 'পুঁজি গঠন বিভাগ' পুঁজি সাম্বাৎসরিক বা ত্রৈমাসিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনাদি করে থাকে; "শিক্ষা প্রদায়ক বিভাগ" নতুন কর্মীদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলে; 'প্লানিং ডিপার্টমেণ্ট' বা পরিকল্পনা বিভাগ খরিদ্দারদের সমবায় সমিতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী, বার্ষিকী ও ত্রৈমাসিক পদ্ধতি রচনা করে এক কথায় এই বিভাগ সমগ্র দেশের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখে।

খনিজ সম্পদ

খনিজ-দ্রব্যের আবিষ্কার

ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক অভিযান, অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে। জার-শাসিত রাশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পায়নি, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টই ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার কমিশন পাঠিয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে, আর্টিক নর্থে, পাহাড়ে পর্বতে, তৃণভূমি অঞ্চলে, হ্রদে, এই প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানে। প্রাকৃতিক সম্পদ ধরা দিয়েছে তাদের হাতে, তাদের হাতে তুলে দিয়েছে যুগ-যুগান্তের অফুরন্ত সম্পদ। এই ধন-সম্পদ তারা শ্রমশিল্পে নিয়োজিত করেছে, অর্থনৈতিক অবস্থাও গেছে তাই ফিরে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ জুড়ে আজ এই সন্ধান চলেছে, তাতেই প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে সে আজ শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের ফলে, অনুন্নত অঞ্চলগুলি শিক্ষায়, দীক্ষায় আজ শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতি অনুসারে যেখানেই কাচামাল পাওয়া যায় সেখানেই এক-একটা সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্প গড়ে তোলা

হয়। ফলে, সেখানে আসে লোকজন হাজারে হাজারে, উঠে তাদের বসবাসের বিরাট ইমারত। তার সংগে যুক্ত থাকে তাদের শিক্ষাদীক্ষার সাজ-সরঞ্জাম, দ্রব্য-সম্ভার। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানে, শিক্ষিত শ্রমিকের শ্রমোৎপাদিকা-শক্তি তাতে বেড়ে চলে। তাই তারা জনগণের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করে। সে-সব জনবিরল স্থান ক্রমেই বিরাট বিরাট শহরে পরিণত হয়।

কয়লা

ভূ-তত্ত্ববিদদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময়েই কয়লার উৎপাদন তিনগুণ বেড়ে যায়। তখনই জগতে তার স্থান দ্বিতীয়। ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে ১,২০০,০০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা মজুত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় বহু নতুন কয়লা-খনি অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া ডনেট্‌জ বেসিন, কাজনেট্স্ক্, কিজেলভ্, মস্কো, সেলিবিনস্ক্ প্রভৃতি আগেকার পুরাতন কয়লা-খনিগুলোকেও সুপ্রসারিত করা হয়েছে, আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। বিরাট বিরাট কয়লা অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছেঃ সুদূর-প্রাচ্যে—টির্‌মো-বুরিয়া; কাজাকস্তানে—কারাগণ্ডা; পূর্ব-সাইবেরিয়ায়—কেণ্টাক্; উত্তর ইউরোপীয় অঞ্চলে—পেশোরস্ক্।

মজুত কয়লার পরিমাণ নিচে দেওয়া গেলঃ

১৯১৩	সালের	অনুমান	২২০,০০০	মিলিয়ন	মেট্রিক	টন
১৯৩২	"	"	৬৯০,০০০	"	"	"
১৯৩৪	"	"	১.২৭০,০০০	"	"	"

তৈল

তৈল শ্রম-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সোভিয়েট ইউ-নিয়নে। ইউরোপ অঞ্চলে, সাইবেরিয়ার কতক স্থানে আর্টিক মহাসাগরের উপকূলে, মধ্য-রাশিয়ায় বহু কয়লা-খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, আগেকার খনিগুলো—ককেশাস অঞ্চলের খনিগুলো প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে তৈল-মজুতকারীদের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ শীর্ষস্থানীয়। সমগ্র পৃথিবীতে যত তৈল মজুত তার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মজুত আছে সোভিয়েট ইউনিয়নে।

বাকু, গ্রোজনি, কুবান-কৃষ্ণপোসাগর, মধ্য-এশিয়াটিক, ইউরাল, কাজাকস্তান, জর্জিয়া, শাখালিন, কামাছাত্কা অঞ্চলেই প্রধানত অধিক মাত্রায় তৈল আহরণের কাজ চলে। এর মধ্যে মজুত ও উৎপাদনের দিক দিয়ে বাকুই সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল অঞ্চল। তৈল উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে বাকু সব চাইতে পুরাতন ও ১৮৬৩ সাল থেকে তৈল উৎপাদন হচ্ছে এখানে উপরোক্ত সব অঞ্চলে প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন টন তৈল মজুত আছে, বলে অনুমিত হয়।

১৯২৯ সালের অনুমান মতে বাকুতে মজুত তৈলের পরিমাণ অন্তত ১৩৫০ মিলিয়ন টন ;

এসব তৈলখনি ছাড়া তুর্কোমেন সাধারণতন্ত্রের নেফতেডেগ ও ইউরাল অঞ্চলের পশ্চিম-ঢালু অঞ্চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। তৈলের সন্ধান উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী সুপ্রীম অর্থনৈতিক সংসদের প্রেসিডিয়াম 'Soyuzneft-এর' পরিচালনাধীনে তৈল ও গ্যাস শ্রমশিল্পের মিলন (unification) মঞ্জুর করে নিয়েছে (ratified). তৈল বিক্রী এবং বিতরণের ভারও এই সংগঠনের উপরই দেওয়া হয়েছে। আগে তৈল শ্রমশিল্পের পরিকল্পনাদির ভার ছিল Gyproneft-এর উপর—এখন তাকে Soyuzneft-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইউরাল অঞ্চল

'পটাসে'র (ক্ষারের) অনুসন্ধানে বার হয়ে একদল অভিযানকারী ইউরাল-অঞ্চলের পশ্চিম ঢালুতে (slopes) —পার্ম শহরের কাছে একটি তৈল-অঞ্চল আবিষ্কার করে। এ ১৯২৯ সালের ১লা এপ্রিলের কথা। ৯৭৫ ফিট নিম্নে এ খনির সন্ধান মিলে, তার ৬৫ ফিট নিচে সচ্ছিদ্র চূণের সন্ধান মিলে। তা থেকে জোরে গ্যাস বার হয়ে আসছিল ; তাতেই মনে হয়, অফুরন্ত তৈল সেখানে মজুত আছে। প্রথমে যে

তৈল তোলা হয়, তা অবিলম্বে লেনিনগ্রাডের কেন্দ্রীয় ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্লেষণ করে তারা তার মধ্যে অধিকমাত্রায় গন্ধক আবিষ্কার করে—প্রায় ১১'৭ পার্শেণ্ট পেট্রোলও তাতে ছিল। এম্বার তৈল থেকে পেট্রোল সহজে বার করা যায় না। বাকুর তৈলেও মাত্র ৩'৪ পার্শেণ্ট পেট্রোল পাওয়া যায়। কেরোসিনও পাওয়া গেল ২৮% পার্শেণ্ট—ইউ, এস, এস, আরের আর কোথাও এমন দেখা যায় না—বালখনির তৈলে ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত পাওয়া যায়। এম্বার তৈলে ১৫% থেকে ১৭% পাওয়া যায়।

লোহা

সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈলের ন্যায় লৌহ মজুতও বড় কম নয়—সমগ্র পৃথিবীর মজুতের প্রায় ৫২ পার্শেণ্ট। সব কেন্দ্র দক্ষিণ-ইউরালে এবং ইউ, এস, এস, আরের মধ্য দিকে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, কার্চ কেন্দ্রে লোহা মজুত রয়েছে ২৭২৬ মিলিয়ন টন; ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারীর আনুমানিক হিসাব মত ১০,০০০ মিলিয়ন টন মজুত সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে। ১৯১৩ সালের হিসাবে ছিল মাত্র ৩০০০ মিলিয়ন টন।

সাইবেরিয়াতে যে-সব নতুন অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মজুত মোট ১৩৪৫ মিলিয়ন টন।

মধ্য কৃষ্ণভূমি অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে কার্স্কে

(Kursk-এ) যে-খনিঅঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মজুত (আনুমানিক) ২০০,০০০ মিলিয়ন টন। ষ্টারিওসকোলেতেও প্রায় ২৫০ মিলিয়ন টন খুব ভাল শ্রেণীর লৌহজ ধাতু আছে। তাতে প্রায় ৬০।৬৫ পার্শেন্ট লৌহ উপাদান আছে।

ম্যাংগানিজ (manganese)

বাটুমের ১২৬ মাইল দূরে অবস্থিত সিয়াতুরির (Chiatury) কাছে যে ম্যাংগানিজ মজুত আছে তা সমগ্র জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তা ছাড়া, নিকোপোল, নিপ্রোপে-ট্রোভস্ক্, পডোলিয়া এবং ইউরাল অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে ম্যাংগানিজ আছে।

মহাযুদ্ধের আগে ম্যাংগানিজ উৎপাদক হিসাবে রাশিয়ার স্থান অদ্বিতীয় ছিল। নিজেদের শ্রমশিল্পের চাহিদা মিটিয়েও রপ্তানী করা হত প্রচুর পরিমাণে।

১৯১২ সালে সিয়াতুরিতে উৎপন্ন হয় ৮৩৬,৫৩৩ টন। তা সমগ্র জগতের সরবরাহের ৩১.৭৯ পার্শেন্ট। মহাযুদ্ধের সময়ে উৎপাদন কমে যায়, ১৯১৮ সালে উৎপন্ন হয় মাত্র ২৬,৩৮৩ টন।

১৯২৮ সালের অনুসন্ধানের ফলে ককেশাসে ম্যাংগানিজের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময়ে ইউরাল, সাইবেরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলেও ম্যাংগানিজ আবিষ্কৃত হয়।

১৯১৭ সালের তুলনায় মজুত ম্যাংগানিজের হিসাব নিচে দেওয়া গেল ঃ

১৯১৭ সালে	১৬৭,৯২০,০০০	টন
১৯৩২ ,,	৬৪২,৮৫০,০০০	,,
১৯৩৪ ,,	৬৬২,৭০০,০০০	,,

তামা

১৯৩৪ সালের হিসাব অনুযায়ী মজুত তামার পরিমাণ ১৬,৯৫০,০০০ টন। মহাযুদ্ধের আগে ছিল ৬২৭,০০০ টন। কাজাকস্তান, বলকাস হ্রদ অঞ্চলে যে মজুত তামার সন্ধান পাওয়া যায় তা জগতের তামা সরবরাহে তাকে বিশেষ স্থান দিয়েছে। ইউনিয়ন এখন প্রায় ১৫ পার্শেণ্ট তামা সরবরাহ করে।

সিসা

ককেশাসে সর্বপ্রধান সিসার খনি অবস্থিত। মহাযুদ্ধের আগে উৎপাদনের প্রায় ৯৫ পার্শেণ্ট এখানে উৎপন্ন হত। সাইবেরিয়ায় সিসার খনি প্রধানত ব্লাডিভোষ্টক, আর্কুটস্ক্ ও আলটাই-য়ে। সুদূর প্রাচ্যে, মধ্য-এশিয়ায় (কারাটেয়) নতুন নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

১০১৩	সালের	হিসাবে	মজুত	সিসা	৫০০,০০০	মেট্রিক টন
১৯৩৩	,,	,,	,,	,,	৪,২৬০,০০০	,, ,,

সমগ্র পৃথিবীর সরবরাহের প্রায় ১০·৬ পার্শেণ্ট।

দস্তা

মজুত দস্তার পরিমাণও বেড়ে গেছে। ১৯১৩ সালে তার পরিমাণ ছিল ১,১০০,০০০ মেট্রিক টন; ১৯৩৩ সালে তা ৮,৮০০,০০০ মেট্রিক টন; সমগ্র জগতের মজুতের প্রায় ১৭·৬ পার্শেণ্ট।

রূপা

সোভিয়েট ইউনিয়নের মজুত রূপার পরিমাণও যথেষ্ট; বিশেষ করে সীসা, দস্তা, তামা প্রভৃতির ore-এর। প্রধান প্রধান খনিগুলো উত্তর-ককেশাসের সাডোনাটো, আলটাইয়ের রিডার ও জিরিয়ানিং কাজাকস্তানের আশিসে; টাজিকিস্তানের কানসে এবং ইউরালের তামার খনিতে।

গত পাঁচ বছরে ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত একমাত্র lead smelter থেকেই দশ ভাগ বেড়ে গেছে। শোধনের প্রক্রিয়ার উন্নতির সাথে সাথে রূপার পরিমাণ বৃদ্ধি অত্যন্ত বেড়ে যাবে।

সোনা

মহাযুদ্ধের আগে সোনা উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া ছিল চতুর্থ।

পূর্ব-পশ্চিম ও মধ্য-সাইবেরিয়া, ইউরাল অঞ্চল ও ককেশিয়ায় প্রধানত সোনা উৎপাদন বেশি হয়। সোনা উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১৯৩৪ সালে।

ভিটিম সোনার খনি অঞ্চল পূর্ব-সাইবেরিয়ায়। এ একটি প্রধান সোনা উৎপাদনের কেন্দ্র।

যথেষ্ট পুঁজি খাটাতে পারলে প্রচুর সোনা উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হতে পারে তার কথা ভাবলে বলতে হয় সোনা সম্পর্কিত শ্রমশিল্পের এখনো শৈশব অবস্থা কাটেনি। দুই পদ্ধতিতে সোনা উৎপাদনের কাজ চলে: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ধরণে কাজ করে যায়; ব্যক্তিগত শ্রমশিল্প ভিত্তিতেও সোনা উৎপাদিত হয়; তবে সব সোনাই রাষ্ট্রের কাছে বিক্রী করতে হয়।

অন্তর্বাণিজ্য

অন্তর্বাণিজ্যের সংগঠন

সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যবসা-বাণিজ্যও পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই অধীন। মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য নয়, ভোগের দ্রব্য জনসাধারণের সহজলব্ধ করে তোলাই এর কাজ। অন্তর্বাণিজ্যের মধ্যে পাইকারী এবং খুচরা উভয়ই আছে।

পাইকারী ব্যবসায়ের প্রধান কাজ হল খুচরা দোকান, জনসাধারণের ভোজনাগার, হাঁসপাতাল, শিশু সদন, স্বাস্থ্যনিবাস বিশ্রামাগারগুলোকে ব্যবহার্য-দ্রব্য (consumer's goods) সরবরাহ করা। তা ছাড়া উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁচামাল জোগানোও তাদের অন্যতম কাজ।

খুচরা বেচা-কেনার তিনটি বিভাগ : রাষ্ট্রীয়, কো-অপারেটিভ্, কালেকটিভ ফার্মট্রেড। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা নেই। কি করে জন-সেবায় লাগবে তাই-ই থাকে তাদের লক্ষ্য।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় মণ্ডলী, ট্রাষ্ট, করপোরেশন, ফ্যাক্টরী এবং যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যবহার্য পণ্য বাজারজাত করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এইরূপ বিশিষ্ট বাণিজ্যিক সংগঠন-

সংক্রান্ত (commercial enterprise) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে State trade-এর কারবার।

কো-অপারেটিভের মধ্যে আছে খরিদ্দারদের সমবায়, শ্রমশিল্প সমবায়, শিকারীও অকর্মণ্যদের সমবায়। খরিদ্দারদের সমবায় পদ্ধতিটিই বিশেষ দরকারী এবং বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠান।

যৌথ ফার্ম ট্রেডের কাজ-যৌথ কৃষিক্ষেত্রের চাষী, তাদের কোন আত্মীয়, ব্যক্তিগত চাষীর উৎপন্ন কৃষিজাত-দ্রব্য বিশেষ ভাবে সংগঠিত দোকানাদির মারফতে, গরুর গাড়ী করে বা সাইকেল চড়ে বেচা-কেনা করা।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য রহিত করে দেওয়া হয়।

ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রতিযোগিতা না থাকায় মাল বণ্টন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ খুব কম পড়ে। অত্যন্ত কম দামে খরিদ্দারের দুয়ারে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়।

কাউন্সিল অব লেবার ডিফেন্সের সাথে সংযুক্ত "Committee of Merchandise Reserves & Prices"-এর হাতে সকলপ্রকার সোভিয়েট ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালনার ভার। কাউন্সিল অব পিপুল্‌স্ কমিশারের সাথে সংযুক্ত 'Purchasing Committee'-ই সকল প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য কিনে নেয়।

জিনিষপত্রের দরদাম বেধে দেওয়ার ভার অন্তর্বাণিজ্যের কমিশারিয়েটের হাতে। দোকানদার নির্দিষ্ট দরে বেচাকেনা করে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখার ভারও তারই হাতে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানের প্রসার সাধন

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাই স্থির করে দেয় সোভিয়েট ব্যবসা-বাণিজ্যের কতদূর প্রসার সাধন করবে। দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং শ্রমিকদের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগঠন পুনর্গঠনের দরকার হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর প্রায় গোড়া থেকে ব্যক্তিগত বাণিজ্য কমে যেতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৩২ সালে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩-২৪ সালেও ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফতেই ৮৭·৮ পার্শেণ্ট, ১৯২৭-২৮ সালে ৬৭·১ পার্শেণ্ট এবং ১৯৩০ সালে ২২·৫ পার্শেণ্ট মাল জোগান হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের সময় বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাতে এবং ছোট ছোট অগোছালো দোকান তুলে দেওয়ার আদেশ হওয়ায় বহু ছোট ছোট দোকান বা ষ্টল উঠে যায়।

১৯৩২ সাল থেকে অর্থাৎ পুনর্গঠনের পর থেকে খুচরা ব্যবসা কেন্দ্র দোকান, ষ্টল উভয়ই বেড়ে যায়। তবে লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে এগুলো প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই বেশি গড়ে উঠে।

বছর	শহরে	গ্রামাঞ্চলে
১৯২৩-২৪	২ লক্ষ ৬৫ হাজার	১ লক্ষ ৪ হাজার
১৯২৫-২৬	৩ „ ১৯ „	২ „ ৩৫ „
১৯৩০	১ „ ৫ „	১ „ ৪ „
১৯৩২	—৯০ „	১ „ ৩৪ „
১৯৩৫	১ „ ২৭ „	১ „ ৮৫ „

বিভিন্ন সাধারণ-তন্ত্রের ব্যবসায়-কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রাদি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করেই বেশি গড়ে উঠছে। পূর্বাঞ্চলের সাধারণতন্ত্রাদিতে যেখানে ব্যক্তিগত বাণিজ্য ১৯৩০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল সেখানে এই উন্নতি বেশি পরিমাণ দেখা দিয়েছে।

১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীর শেষ বছরে খুচরা বিক্রির প্রতিষ্ঠান শতকরা ৩৭% পার্শেণ্ট বাড়ানো হয়। সুব্যবস্থিত সংগঠন, প্যাকিং, গুদামজাত করার অতি আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। নতুন নতুন গুদাম, elevators, refrigerators ও cold storage depositories গঠনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এসবের উন্নতির জন্য ৮ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল খরচ করা হয়। ১৯২৮-৩২ সালে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীয় সময় Refrigerators-এর ধারণ-ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

পাইকারী মালের গুদামও বাড়ানো হয়। খুচরা দোকান-পাটকে চটপট দ্রব্য সরবরাহ যাতে করা যায় তার জন্য Regional Warehouse স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে ১০১৩টি Regional warehouse ছিল। ফ্যাক্টরী থেকে সরাসরি খুচরা-বিক্রির দোকানে যাতে মাল যেতে পারে তারও পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

বাণিজ্য ও সরবরাহ পদ্ধতি

কৃষিজাত ও শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন বাড়িয়েও তা মেটানো সম্ভব হয়নি। তার ফলে রেশন কার্ড দেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করে জনসাধারণকে, বিশেষ করে, শ্রমিকগণকে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করায় আয়োজন হয়।

দাম-দর যাতে বাড়াতে না পারে তার জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। কার্ড দেখিয়ে শ্রমিক ও তাদের পরিবারভুক্ত লোকেরা খাদ্য দ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া দরে কিনতে পারতো। শারিরীক পরিশ্রমে নিযুক্ত লোকেরা খাদ্য-দ্রব্য বেশি পরিমাণে আনতে পারতো, আর যারা কায়িক পরিশ্রম করতনা তারা অপেক্ষাকৃত কম খাদ্য-দ্রব্য পেতো।

প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকদের দ্রব্যাদি সরবরাহ

করার জন্য "closed distributing centre" বলে একপ্রকার দোকান খোলা হয়। তাতে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

অন্য-সব লোকজনেরা চলতি দোকানাদি থেকে তাদের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রাদি কিনতো। কৃষিজাত-দ্রব্য উৎপন্ন বৃদ্ধির সংগে সংগে উপরোক্ত পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে তুলে দেওয়া হয়। তার সাথে সাথে খোলা-দোকানে যাবতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা বেড়ে চলে।

১৯৩৩ সাল থেকে খোলা-দোকানের সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে চলে। এ সব দোকানে সর্বসাধারণের জন্য মাল তৈরি থাকে। ১৯৩৩ সালের গোড়াতে ৩৭৫টি এরূপ দোকান ছিল। ১৯৩৪ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত ৪১০টি দোকান খোলা হয়।

১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী রুটি, ময়দা ও যবাদি শস্য সম্পর্কিত কার্ড পদ্ধতি বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে দ্রব্যাদি বণ্টনে (distribution-এ) মত পরিবর্তন দেখা দেয়। সবাই আশান্বিত হয়ে উঠে অন্যান্য দ্রব্যাদির উপরকার কার্ড-পদ্ধতিও শীগগীরই উঠে যাবে বলে।

রুটি ও শস্যাদির দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

কার্ড দেখিয়ে খাদ্যাদি দ্রব্য বণ্টন-পদ্ধতির প্রত্যাহার খুচরা বিক্রী পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে দিল।

আভ্যন্তরীণ-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি

শ্রমশিল্প ও কৃষিশিল্পজাত দ্রব্য বৃদ্ধির সংগে সংগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসারও বেড়ে চলে। ১৯২৮-২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সালে সমাজতান্ত্রিক সেক্টারে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষি-ক্ষেত্রাদিতে ব্যবসায়ে খুব উন্নতি হয়েছে এর প্রসার প্রায় তিনগুণ হড়ে গেছে। ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাণিজ্য আবার তেমনি কমতে শুরু করে ১৯২৬-২৭ সাল থেকে।

Socialised Sector-এ বাণিজ্যের প্রসার শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়।

পাবলিক রেষ্টুরেন্ট

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীয় সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় ও কো-অপারেটিভ উভয়ের পরিচালিত রেষ্টুরেন্টের সংখ্যাই বেড়ে চলে—এমন-কি তিনগুণ পর্যন্ত হয়। ১৯২৮-২৯ সালে এর সংখ্যা ছিল ১৭৬৩৫টি, সে জায়গায় ১৯৩৪ সালে ১লা জানুয়ারী তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫০৭৪ টি। এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৪৫ লক্ষ লোক খায় এমন ১৫০টি ফ্যাক্টরী।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শতকরা ৬৫ থেকে ৭৫ জন লোক সাধারণ রেষ্টু-রেন্টেই আহারাদি করত। Consumer's co-operative পদ্ধতিও আহার জোগানের কাজে কম পারদর্শিতা দেখায় নি। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ফার্ম, ট্রাকটার ষ্টেশন, কাঠের ক্যাম্প

এবং পিট ওয়ার্ক্‌সের প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ পার্সেন্ট, স্থায়ী ও ও মরশুমে নিযুক্ত শ্রমিক আহার করত। যৌথ কৃষিক্ষেত্রেও আহারের বন্দোবস্ত ছিল; তাতেও কমের পক্ষে ৪০ লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা ছিল।

Public catering-এ যান্ত্রিক বেকারী প্রবর্তন মস্ত কাজ করছে। যুদ্ধের সময়ে এক লেনিনগ্রাডের যান্ত্রিক বেকারী ছাড়া জার-শাসিত রাশিয়ার আর কোথাও যান্ত্রিক বেকারী প্রতিষ্ঠান ছিলনা। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় যান্ত্রিক বেকারী প্রতিষ্ঠানের জাল সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে ৩৩০টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান বিরাট রকমের। একমাত্র ৭ ও ৮ নং মস্কো ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকটি ২৮০ টন করে উৎপন্ন হয়; সমগ্র দেশে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে উৎপন্ন হয় ১৫০,০০০ টন রুটি। রেষ্টুরেণ্টের ন্যায় যান্ত্রিক বেকারীর সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর আমল থেকেই খাদ্য-শিল্পের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সমুন্নত হওয়ার ফলে খাদ্য-শিল্প পুনর্গঠন করা অপরিহার্য হয়ে উঠে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ৩০০০ মিলিয়ন রুবল খরচ করা হয় খাদ্যশিল্পের উন্নতি-কল্পে।

পোষ্টার অংকনে কম্যুনিষ্ট

সোভিয়েট নারী

সোভিয়েট ইউনিয়নে নারীত্বের অপূর্ব স্ফুরণ দেখা দিয়েছে। শিক্ষায়, রাজনৈতিক অধিকারে, নিপুণ কাজে, পদমর্যাদায়, কৃষ্টিতে সোভিয়েট রাশিয়ার নারী আজ পুরুষের সাথে সমান। "রুশীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান নারীর পক্ষে আর কোথাও ছিল না, সোভিয়েট রাশিয়ার ন্যায় উজ্জ্বলময় স্থান নারীর পক্ষে আর কোথাও আজ নেই।"

সোভিয়েট নারীত্ব তার সমানাধিকার অর্জন করেছে। বুকের রক্তে তাদের এর দাম দিতে হয়েছিল।

১৯১৭ সালে ঝড়ের মত যে বিপ্লব রাশিয়ায় দেখা দেয়, অপ্রস্তুত অবস্থায় তা আসে নি। ধারাবাহিক তুমুল সংগ্রামের পরিণতি এ—তাতে নারীরা কখনো পুরুষের পশ্চাদপদ ছিল না। নারীরাই বরং অনেক সময় অগ্রণী হয়েছে।

১০০০ সালে বাইজেনটিয়াম থেকে যখন খৃষ্ট ধর্ম রাশিয়া চড়াও করল, তা সংগে করে নিয়ে আসলো নারীর জন্য দাসত্ব—গির্জা এবং রাষ্ট্রের উভয়ের কাছে। মঠের যে সন্ন্যাস-ধর্ম নারীদের অক্যাণকর ভাবত তার কাছে সাবেক ধরণের কৃষ্টি-প্রধান লোকেরা ভড়কে গেল। গির্জার অপকৃষ্ট স্থান তাদের জন্য নির্দিষ্ট হল। বেদীর কাছে যাওয়া-আসা হল তাদের নিষিদ্ধ। বিবাহে পুরুষের আংটি ছিল সোণার, মেয়েদের লোহার।

আজকের রাশিয়া

ষোড়শ শতকে পোপ সিলভেষ্টারের গৃহস্থালী বিধানুযায়ী গৃহের কর্তা পুরুষ হল নারীর মালিক। 'সকল অবস্থায় তাদের আদেশ পালন করতে রাজি না হলে…সমীচীন হবে…তাকে বেত্রাঘাত করা…বেত্রাঘাত বেদনাদায়ক, ফলপ্রদ, প্রতিরোধক, মঙ্গলজনক।'

ফরাসী বিপ্লবের রাশিয়ান প্রতিধ্বনি দেখা দিল। সাহসী কর্মচারী ও মস্তিষ্কজীবীরা মুক্তি সাধনের উপায় খুঁজতে লাগল; ফলে দলে দলে সাইবেরিয়ায় তাদের নির্বাসন চলল। মেয়েরা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীর অনুগামী হলো, গৃহ-সুখ দূরে ঠেলে ফেলল, ছেলে-মেয়েদের মায়া কাটাতেও ইতস্তত করলো না।

বিগত শতকের যাট-সত্তর সালের ব্রতী শিক্ষিতা মেয়েরা শহর ছেড়ে বার হয়ে পড়লো, মোটা বেতন তাদের ধরে রাখতে পারল না, যৎসামান্য আহার্য গ্রহণ করে নির্জন-প্রায় গ্রামে শিক্ষাদান কাজে লেগে গেল। বৈরীভাবাপন্ন কর্তৃপক্ষের অনুকম্পার উপর নিজেদের জীবনের ভাল-মন্দ তারা ছেড়ে দিল। সত্তর সালের দিকে বাকুনিনের প্রভাবে তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিল, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ছেড়ে দিল, 'জনগণ নিজেদের ভাল অনেক বেশি বুঝে আমাদের চাইতে' তা বুঝাতে তারা 'জনগণের মধ্যে যেতে লাগল।'

আজকের রাশিয়া

১৮৭৭ সালে আইন-সচিব ঘোষণা করলেন যে বৈপ্লবিক প্রচার কাজের সাফল্যের মূলে রয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যেকার অসংখ্য নারী। যে সব মেয়েরা নিরানন্দ, সংকীর্ণ কদর্যময় ব্যারাকে আবদ্ধ থাকে বা কারখানায় ষোলঘণ্টা কাজ করে করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে, একত্র বাস ক'রে বিপ্লবী মেয়েরা তাদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালিয়েছে।

জারিষ্ট অত্যাচার ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে যে সব নির্ভীক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে তাদের মধ্যে নারীর অভাব ছিল না। মরণের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে একনিষ্ঠভাবে তারা স্বাধীনতার উপাসনা করেছে। এক তিলও তারা পথভ্রষ্ট হয়নি। কাজের সংগে সংগে তাদের শক্তিমত্তা বেড়ে গেছে।

আগেকার দিনের অধিকাংশ বিপ্লবী মেয়েরাই ছিল তরুণ, মনে-প্রাণে তারা ছিল মহান, অনেকেই ছিল পরমা সুন্দরী, কলা-নৈপুণ্যে বিভূষিতা। তাদের ব্যক্তিগত ও রোমান্টিক প্রেম চাপা পড়ে গেল বিশ্ব-প্রেমের তলায়। বিশ্ব-প্রেমে তারা আত্মহারা হয়ে নিজেদের জীবন করল উৎসর্গ। বৈপ্লবিক আন্দোলনে পুরুষ আর নারীর মধ্যে বিরাজ করতে লাগল পবিত্র সম্পর্ক।

সত্তর সাল থেকে কঠোর রাজকর্মচারীদের মস্কো থেকে সাখালিন পর্যন্ত বিস্তৃত জালে অবিশ্রান্তভাবে এক এক করে বহু দুর্ভাগ্য পড়তে লাগল। এই জাল ছড়ানো হয়েছিল

স্বাধীনতার অগ্রদূতদের ধরার জন্য। মিউজিয়াম ছাড়াও বহু স্থান রয়েছে যেখানে সে-যুগের নির্যাতন কাহিনীপূর্ণ ভূরি ভূরি কাগজ পত্র পড়ে আছে ; দেখে শেষ করা যায় না। তা ছাড়া চিত্র, ফটোগ্রাফ, ষ্ট্যাষ্টিকেল টেব্‌ল, ড্রইং, বিদায়-সূচক চিঠি, স্মৃতি চিহ্ন-নির্য্যাতনের যন্ত্রাদি আরো কত কি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব আগেকার যুগের শহীদ যারা হয়েছে তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বন্ধুত্ব বা কমরেডশিপ—একত্র থাকার জন্য যে-সব শক্তি থাকার দরকার, রাশিয়ান বিপ্লবীদের চরিত্রে গোড়াগোড়ি থেকেই তার যথেষ্ট উপাদান ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তমান কর্মীরাও তা পেয়েছে। বন্দীশালার বাইরে পুরুষ ও নারী তাদের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ভাগ করে খেয়েছে। জেলখানায় কম্যুন-সুলভ জীবন যাপন করেছে তারা, অর্থ ও খাদ্য প্রয়োজনমত সবাইর ভোগে ব্যয়িত হয়েছে। সামাজিক সব-রকম বাধা দূরে চলে গেল, তার পরিবর্তে দেখা দিল অন্তরংগ সৌহার্দ্য-মুক্তি কল্পে মানসিক স্বার্থ প্র[illegible] হয়ে যা দেখা দেয়। তারপর স্বাধীনতা যখন সত্যই সত্য এলো তখন তা শিকড় গেড়ে বসেছে।

হাজার হাজার বন্দীর দৈন্য লাঘবকল্পে ১৮৮১ সালে 'রাশিয়ান রেডক্রসের' প্রতিষ্ঠা হ'ল—মেয়েরাই প্রধানত তা পরিচালনা করে। বন্দীদের পালানের সুযোগ করে দিতে

এই সব মেয়েরা কত-কিছুই না করেছে! কত দাম-ই না দিয়েছে এর জন্য তাদের!

রাশিয়ার স্বাধীনতার সংগ্রামে নারীরাই ছিল প্রাণস্বরূপ। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মণ্টসেভ কারায় যেসব নারী কয়েদী ছিল তাদের ৬৭ জনের মধ্যে ১৮ জনছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক, ২১ থেকে ৩০এর মধ্যে ৩৭ জন, ত্রিশের উপর মাত্র ১২ জন।

এই সব নারী বিপ্লবীদের জ্ঞান-পিপাসা ও কৃষ্টিলাভের পিপাসা ছিল অদম্য—ভাবী বিপ্লবীদের চরিত্রে তা রয়েছে পুরোপুরিভাবে। বন্দীশালায় যেখানেই সম্ভবপর হয়েছে জটিলতম অধ্যয়নে তারা আত্মনিয়োগ করেছে। যারা নিরক্ষর ছিল তারাও বর্ণ পরিচয়ে মনোনিবেশ করে। তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল তারা স্ব-নির্দিষ্ট পথে অধ্যয়ন কার্য চালাতে লাগল। ছোট ছোট পাঠাগার গড়ে উঠতে লাগল। কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভব অজ্ঞতাবশেই সমাজ-বিজ্ঞানের চাইতে দর্শনের গ্রন্থাদি নেবার অনুমতি দিয়েছে। তাই দর্শন-শাস্ত্র নিয়েই তাদের আলোচনা হয়েছে বেশির ভাগ। নারী বন্দীরা আগ্রহের সংগে অঙ্কশাস্ত্র পড়েছে, নিটসে, ডষ্টয়ভ্স্কি, বাইবেল, ভারতীয় দর্শন, টলষ্টয়—কোন-কিছুই বাদ দেয়নি তারা।

১৮৭৭ সালে জুলুমের মাত্রা বেড়ে যায়। পাশবিক

অত্যাচার শুরু হয়। শাখালিনে, এমন কি আরও দূরতম দেশে বন্দী পাঠান হতে লাগল। শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হল। শিক্ষা-মন্ত্রীর রিপোর্টের উপর তৃতীয় আলেকজাণ্ডার লিখলেন, "শিক্ষার আর দরকার নাই।" নারী কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।

মেয়েরা তাই দলে দলে বাইরেকার কলেজে বিশেষ করে জার্মেনীতে চলে যেতে লাগল। সেখানে তখন সোসালিষ্ট-পন্থী লিব্‌নেক্ট, বেবেল, কাউটস্কী কার্যতৎপর। দর্শনের সাথে এখন রাজনীতি বিজ্ঞান চর্চা যুড়ে দেওয়া হল। সুইজর্লণ্ডে ভেরা যাশুলিচ মার্কস্, এঙ্গেল্‌সের প্রভাবে পড়লেন—চল্লিশ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান মার্কসীয় সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ করে তুললেন। জনৈক বন্ধুর নিকট তিনি তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও নির্জনতা বর্ণনা করে চিঠি দেন। মানুষের সাহায্য ছাড়া তিনি জীবন কাটাতে লাগলেন। মাসের পর মাস চললো, একজনের সংগেও কথা কইতে পারেন নি। কাফি আর কাজ হল জীবনের একমাত্র সম্বল। বেলা দুটোর আগে আর তা'র কলম থামতো না।

এই সময়ে রাশিয়ায় শ্রম-শিল্প দেখা দিল। ইংলণ্ডের মত পূর্ণ-বিকশিত রূপ নিয়েই তা এলো, সংগে করে নিয়ে এল নির্মম শোষণ—কঠোরতা সইয়ে নেবার উপযোগী আইন-কানুন, নীতিকথা। যাহোক যৌথ উৎপাদন পদ্ধতির শক্তিমত্তা

এ শিখালো। আধুনিক শিল্প-ঘটিত বিপুল সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভব হল। স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল সংগে সংগে।

১৮৯৫ সালে 'শ্রমজীবিশ্রেণীর মুক্তি সংঘ' স্থাপিত হল। লেনিন তার সদস্য ছিলেন। কার্যকরী সভায় চারজন নারী ছিল। নাত্তেশ্‌দা ক্রুপস্‌কায়া ছিলেন অন্যতম। লেনিনের সংগে পরে তাঁর বিয়ে হয়। ৮০ সালে "গ্রামার স্কুল" ছেড়ে ক্রুপস্‌কায়া "শিক্ষা-বিষয়ক" থিয়রী' অধ্যয়ন করেন। তিনি চরমপন্থীদের সংস্পর্শে মার্ক্সের গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকেন। পরে সেণ্ট পিটার্সবার্গের স্মোলেনক্স্‌-শ্রমিক কলেজে অধ্যপনাগিরি কাজ নেন। রুশীয় শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবান্দোলনে তাঁর বহু ছাত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গ্রেপ্তার করে তাঁকে তিন বছরের জন্য নিবাসিত করা হয়। লেনিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসন জীবন যাপন করছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি তাই সাইবেরিয়ায় গেলেন। সেখানে তাঁদের বিয়ে ঠিক হয়। মুক্তি পেয়ে লেনিন মিউনিক গেলেন। মিউনিকে প্রথম, তারপর লণ্ডনে তাঁর "দি স্পার্ক" কাগজ বের হয়। ক্রুপস্কায়া তাঁর সংগে যোগ দিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সম্পাদকীয় সেক্রেটারী।

বছরের পর বছর যেমন রাশিয়ান শ্রমিক আন্দোলন বেড়ে চলল—তার সংগে সংগে নারীরাও ক্ষমতা অর্জন করতে লাগল।

কোন কারণে ধর্মঘট বাধলে তারা অগ্রণী হত। সরকার থেকে তারা কতকগুলি সুবিধা আদায় করল : যেমন, নারীর ও শিশুর রাত্রের কাজ থেকে অব্যাহতি। যেখানে মেয়েদের কম মজুরীতে খাটানো হ'ত—ক্রমে সেখানে নানা রকম গোলযোগ দেখা দিতে লাগল।

১৯০৫ সালের "রক্তাক্ত রবিবারে' এক বিরাট জনতা আইকন, প্রতিমূর্তি প্রতিকৃতি নিয়ে জারের 'শীতাবাসে' যায় একখানা দরখাস্ত নিয়ে। রাইফেলের গুলি বর্ষিত হল তাদের উত্তরস্বরূপে। জার ও জার-সরকারের প্রতি লোকের যা-ও কিছু আস্থা ছিল তা-ও দূর হয়ে গেল। ব্যারিকেড রচিত হল। কেরেলিনা নামক জনৈক শ্রমিক নারী মার্চের সংগে সংগে বলে উঠলেন, 'মা ও স্ত্রীদের প্রতি নিবেদন, আপনারা যেন আপনাদের সন্তান ও স্বামীকে ন্যায়সংগত দাবীর জন্য জীবন বিসর্জন দিতে অনুৎসাহিত না করেন। আপনারা আমাদের সংগে চলুন, তারা যদি আমাদের উপর আক্রমণ বা গুলি চালায় আপনারা না কেঁদে, দুঃখ না করে 'রেডক্রসের' সংগে যে ব্যাজ রয়েছে—প্রয়োজন মতো বেঁধে নেবেন—গুলি ছোঁড়ার আগে বাঁধবেন না কিন্তু"। সমস্বরে উত্তর এল 'আমরা সবাই যাব আপনাদের সংগে।' সহস্রাধিক জীবন-দীপ নিভে গেছে তখন—তার সংগে ছিল বহু স্ত্রীলোক ও শিশু। একজন স্ত্রীলোক চারটি গুলির আঘাতে আহত

হয়। পরের দিন মরার সময় তিনি বলেন, "ব্যারিকেডের উপর মরেছি বলে একটুও অনুতপ্ত নই আমি।"

'রক্তাক্ত রবিবারের' এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অনুরূপ ওডেসার ঘটনা জার-শাসন অবসানের পথ পাকা করে দিল।......

লেনিনের 'ইস্ক্রার' সেক্রেটারী স্মিড্রোভিন ওডেসা উত্থানের অগ্রণী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন উপায়োদ্ভাবনক্ষম, তেমনি ছিল তাঁর সাহস। 'ইস্ক্রা' নিয়ে একবার কিয়েভে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি গায়ের রুমাল বেধে গরম জামার নিচেকার শুধু জ্যাকেটটা পরে গার্ডের মুখের উপর দিয়েই দ্রুত গতিতে বার হ'য়ে গেলেন। কেউ তাকে চিনতে পারলো না তার ঐ নতুন রূপান্তরে। শত বছরের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে রুশীয় নারীর যত্ন ও পরিশ্রমই বিপ্লবের ভিতর পথ পাকা করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, তার ছাপও রেখে গেছে নারী সোভিয়েট সমাজ-বিন্যাসে।
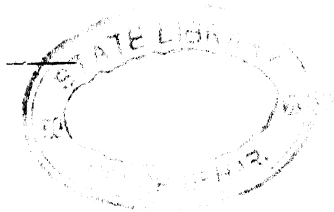
সোভিয়েট ইউনিয়নে নারীর স্থান

রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটে নারী-সদস্যের সংখ্যা ১৮৯। কোন দেশের উচ্চতম পরিষদে নারীর সংখ্যা এত অধিক আর নাই। এই সব ডেপুটি নেওয়া হয়েছে নারী-মজুর, যৌথ ফার্ম, ট্রাকটার ড্রাইভার, স্কুলের শিক্ষক শ্রেণী থেকে।

সুপ্রীম কাউন্সিলের নারী ডেপুটিরাও শহর ও গ্রামাঞ্চলের কাজে নিরত বিপুল নারী-বাহিনীর অংশ বিশেষ। এরা রাষ্ট্রের সকল কাজে—কি অর্থ নৈতিক পারিষদ, জনসেবার কাজ' কি বিজ্ঞান, আর্টের কাজে নিযুক্ত।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নারীর মর্যাদা উন্নয়নের জন্য আইনের ধারার পরিবর্তন করা হয়। মেয়েদের অমর্যাদাকর আইন-কানুনের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।

১৯১৭ সালে লেনিন লেখেন :—

"There can be no talk of any sound and complete democracy, let alone of any socialism, until women take their rightful and permanent place both in the public life of the community in general."

সোভিয়েট-শাসনের আগাগোড়া লেনিনের রচিত এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে।

ষ্টালিনের রচিত গঠনতন্ত্রেও লেখা আছে :

'সোভিয়েট রাশিয়ার নারীরা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষদের সমান অধিকার পাবে।'

'পুরুষদের সংগে সকল কাজ সমান ভাবে করবার অধিকার, কাজের জন্য মজুরী, বিশ্রাম, সামাজিক বীমা ও শিক্ষা, মাতা ও শিশুর রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষণ, মজুরী সমেত সন্তান প্রসবকালীন ছুটি এবং নারী-সদন, নার্সারি ও কিণ্ডার গার্টেনের বাহুল্য থাকায় পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করবার সুবিধা হয়।'

কর্তৃপক্ষ কেবল আইন-কানুনেই তাদের মর্যাদা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক জগতে অন্তর্যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে, তার পুনর্গঠনে নারীর সহায়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তাই জাতির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে নারীর সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে! আগে যে সব মেয়েরা ঘরের কোনে ছেলে পিটিয়েই সন্তুষ্ট থাকতো, তারা ক্রমে ফ্যাক্টরী বা শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যোগ দিয়ে তা সমৃদ্ধি করে তুলল। তারা দেশের দ্রব্য-সম্ভার উৎপন্ন করেই ক্ষান্ত হল না—তারা আনন্দময় জীবন গড়ে তুলতেও সাহায্য করতে লাগল।

শ্রম-শিল্পের দু'একটা বিভাগে যেখানে অত্যধিক শারীরিক বলের দরকার হয়, শুধু সেখানে ছাড়া বাকি সমস্ত শ্রম-শিল্পের সব বিভাগে তাদের নিযুক্ত করা চলল। ১৯৩৭ সালে নারী মজুর প্রায় ৩৫.৫% পার্শেণ্ট ছিল। তার মধ্যে শ্রম-শিল্পে ৩২৯৮০০০ জন; শিক্ষায়তনে ১২৫২০০০ জন, স্বাস্থ্য-বিভাগে ৭২৫০০০ জন, যানবাহনে ৪৭৭০০০ জন নারী নিযুক্ত ছিল। উৎপাদনশীল বিভাগগুলিতে উত্তরোত্তর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পারদর্শিতায় তারা তেমনি পা ঠুকে এগিয়ে চলেছে পুরুষের সংগে সংগে।

সমস্ত দেশে নারী-মজুররা পুরুষ অপেক্ষা কম মজুরী পেয়ে থাকে।

গোড়াগোড়ি থেকে এখানকার কর্তৃপক্ষ মেয়েদের সমান বেতন দেবার জন্য জেদ করে। এই উদ্দেশ্য ফলবতী করার জন্য বহু টাকা ব্যয় করে। মেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করে, শ্রম-শিল্পের জন্য তাদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। উচ্চ-শিক্ষায়তনের ছাত্রদের মধ্যেও নারী শিক্ষার্থীনীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। ১৯৩৭ সালে শ্রম-জীবী বৃত্তির উপযোগী শিক্ষার্থীদের ৪১% পার্শেণ্টই ছিল নারী। ১৯৩৭ সালে নারী ইঞ্জিনিয়ারের ও টেকনিশিয়ানের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ, নারী ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০

হাজার। ইঞ্জিনিয়ারের কাজে, চাষ-আবাদে বিশেষজ্ঞ, জাহাজের কাপ্তেন ও ট্রাক্টর চালকের কাজে নারীর যোগদান কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। নারী ট্রাক্টার-চালকের সংখ্যা ৫৭০০০ হাজার।

শ্রম-শিল্পের সর্ব বিভাগে, কম্যুনাল জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সমতুল্য পারদর্শিতা দেখিয়েছে। শ্রম-শিল্পে পুরুষদের ন্যায় নারীরাও মর্য্যাদা লাভে পশ্চাদপদ নহে। উৎপন্ন দ্রব্য বাড়ানোর কাজে যেমন ডোনেজ, এলেক্সিস্ ষ্ট্যাকানোভ-এর ন্যায় পুরুষেরা নাম করেছেন, তেমনি তাদের ন্যায় নারী-কর্মীরাও ডনসিয়া, ম্যারোসিয়া, ভিনোঃ গ্রাডোজা অথবা ইয়োক্রেনিয়ান ফার্ম ওয়ার্কার মেরী ডেমচেনকো (যিনি প্রতি একরে কুড়ি টন সুগার-বিট উৎপন্ন করেছেন), ট্রাকটার-ড্রাইভার পাশা এঞ্জেলিনার নামও করা যায়।

নারীরা যাতে সমাজের কাজে কায়মনবাক্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার জন্য মাতৃত্ব ধর্মের যথোপযোগী ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্তান উৎপাদনকেও রাষ্ট্র উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেনি—কাজেই, কোন কাজ থেকেই তাদের দূরে রাখা হয়নি। সন্তানদের যাতে উপযুক্ত ভাবে লালনপালন করা হয়, যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় তারও বিধান করা হয়েছে। কারণ তাদের চাই স্বাস্থ্যবান, সুশিক্ষিত কর্মী। গর্ভাবস্থায় প্রসবের দুইমাস আগে ও দুইমাস পরে এই চারমাস তাদের

বেতনযুক্ত ছুটি দেওয়া হয়। তার জন্য ষ্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্তৃক যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করা হয়। শিশুর জন্য নার্সারি, শিশু সদন, দুধের রান্না ঘর এবং কিণ্ডার গার্টেন ও খেলার আয়োজনও করা হয়। তাছাড়া স্কুল, ষ্টেডিয়াম, পাইওনিয়ার্স পেলেস, গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প, স্বাস্থ্য-নিবাস, বিশ্রামের আবাস তো আছেই।

জারের আমলে ১৯১৪ সালে রাশিয়ার শিশু-গৃহে মাত্র ৫৫০টি বেড এবং নয়টি পরামর্শ-কক্ষ ছিল। ১৯৩৭ সালে শিশু-গৃহে ৬২৭৮১৭টি বেড ছিল আর ৪১৭৫টি পরামর্শ কক্ষ ছিল। দুধ-ঘর তো সেকালে ছিলই না; এক্ষণে তার সংখ্যা ১৫০০ শতেরও বেশি।

শিশু-গৃহে প্রসবাগার, কিণ্ডার গার্টেন ও স্কুলের ঘর ও সরঞ্জামের জন্য ১৯৩৭ সালে অনেক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। শিশু-গৃহে ছেলে রাখার দিক দিয়া কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও শ্রম-শিল্পে নিযুক্ত মেয়েরা তাদের ছেলেদের এই সব শিশু গৃহে রেখে যেতে দ্বিধা করা দূরে থাকুক, সানন্দে রেখে যায়। কারণ তারা জানে, শিশুর শারীরিক ও আত্মিক মংগলের জন্য তাদের এখানে রাখা অত্যন্ত অপরিহার্য।

কয়েক ছেলের মাতা রাষ্ট্র থেকে একটা বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকেন। ছ'ছেলের মা হবার পরে প্রত্যেক ছেলের জন্মের সংগে সংগে মাতা পাঁচ বছরের জন্য দুইশত রুবল বৃত্তি

পায়। দশটি ছেলের মা পরের প্রত্যেক ছেলের জন্মের জন্য ৫০০০ হাজার রুবল করে পায় চার বছর।

এজন্য লক্ষ লক্ষ রুবল ব্যয় করা হয়। ১৯৩৭ সালে ৩৩০০০০০টি শিশুর জন্ম হয়।

রাষ্ট্র শিশুদের জন্য এইরূপ নানাবিধ ব্যবস্থা করেছে বলে পিতা ও মাতা সন্তানের দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। উভয়েই ছেলেদের শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে বাধ্য। এছাড়া কোন পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিলে সন্তানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের ডিক্রী দেওয়া হয়, তা যথাযথভাবে পালিত না হ'লে উভয়েই আইনে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে।

বিচ্ছেদের সময় কোন মা সন্তানদের ছেড়ে আস্লেও কোন-কোন ক্ষেত্রে তার পূর্ব স্বামীকে খোরপোষ স্বরূপে অর্থ সাহায্য করতে বাধ্য হয়।

শিশুদের স্বার্থে ব্যাঘাত না হলে সাধার রাষ্ট্র পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদে হস্তক্ষেপ করে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা না রাখা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পরিবারে তাদের মর্যাদা সমান। কাজেই তাদের মর্যাদানুরূপ কাজ করার অধিকারী তারা।

ফ্যাসিষ্ট দেশে যেখানে প্রচার করা হয় যে, মেয়েরা গৃহ-কাজেই আবদ্ধ থাকবে এবং আর্থিক ও নৈতিক দিক

দিয়ে তারা পুরুষদের কাছে নির্ভরশীল সেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই হোক অথবা তাদের ভাবী ভাগ্য নিয়ন্ত্রণেই হোক, তারা মুক্ত ও স্বাধীন।

কৃষ্টি, বিজ্ঞান, আর্ট, জন-শাসন ও শিল্প উৎপাদনে সমাজ-তন্ত্রবাদ মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছে। সংগঠন, শাসন, অভিনয়, আর্টে, আকাশ-যানেও তারা প্রভূত নাম করেছে।

যেখানে প্রবাদ ছিল 'মুরগীও পাখী নয়, নারীও মানুষ নয়, সেখানে আজ যৌথ কৃষি ফার্মের দৌলতে মেয়েদের স্থান কোথায় তা দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই।

ষ্ট্যালিনের কথায় বলতে হয় :—

"The work of the collective farm has emancipated the woman and has made her independent. She is no longer labouring for her father as a girl or for her husband as a wife, but primarily for herself. It is this which constitutes the liberation of the peasant woman and it is this which is the essence of the principle of collective farming by making the working woman equal to the working man."

'কালেকটিভ ফার্মের দৌলতে গ্রামাঞ্চলের নারীরা নিজের পায়ে নির্ভর করে দাঁড়িয়েছে। ফার্মে মেয়েদের শ্রম-শক্তির হিসাব করা হয় পুরুষে শ্রম-শক্তিরই মত শ্রম-দিবস দিয়ে।

আজকের রাশিয়া

সামাজিক আইন-কানুন এবং শিশু-মংগলের জন্য নানা সংগঠন গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ক্ষেতে যখন তারা কাজ করতে যায়, তখন তারা তাদের শিশুদের রেখে যায় শিশু-সদনের ধাত্রীদের কাছে। প্রত্যেক যৌথ কৃষি শাখার সংগেই একটা করে ঐরূপ শিশু সদন রয়েছে। শহরের শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত নারীদের ন্যায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাও তারা এখানে পেয়ে থাকে। হাসপাতালে, স্কুলে, ট্রেণিং কোর্সে, সর্বপ্রকার ক্লাবেও তারা সে-সব সুবিধা পেয়ে থাকে।

বৈষয়িক স্বাধীনতা, অধ্যয়নের সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা লাভের পথোন্মুক্তি ; আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হওয়া, সর্বোপরি আইনের চোখে সমদৃষ্টি ও জনমতের দৌলতে নারীদের আশা-আকাংখা জাগ্রত করে তুলেছে, তাদের কর্মশক্তিও পুষ্ট হয়ে চলেছে।

পূর্বাঞ্চলের মেয়েরা যে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেছে, তা সত্যিই বিচিত্র। জারের আমলে তবু মধ্য-অঞ্চলের নারীরা বা কতকটা সুযোগ সুবিধা পেতো, কিন্তু এ অঞ্চলের মেয়েদের কিছুই ছিল না। কি শিল্পে কি কৃষিক্ষেত্রে তারা জীবিকার্জনের অধিকারী ছিল না মোটেই।

ঘরে বসে যে সব কাজ করা যেতো তা তাদের কাছ থেকে নগণ্য দাম দিয়ে কেনা হতো। তাদের হারেমে আবদ্ধ থাকাই

ছিল সমাজের নিয়ম। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও বার হবার অধিকারী ছিল না তারা। সে ক্ষেত্রেও বোরখা পরে তাদের বার হতে হতো।

রাশিয়া সে-সব সামাজিক নিয়মকানুন বা প্রথা উঠিয়ে দিয়ে তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেয়েছে। সমান অধিকার ঘোষণা করতে হয়েছে, কড়া আইন-কানুনের দরকার হয়েছে এসব অসুবিধা দূরীকরণার্থে। তবে দূর হয়েছে মেয়ে হরণ বা দু'তিনটে করে বিয়ে করার রেওয়াজ। পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের মর্যাদা বাড়াবার দিক দিয়ে কতকগুলো ক্লাব যথেষ্ট কাজ করেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েরা আজ বোরখা বা ঘোমটা ত্যাগ করে পুরুষদের সংগে সমান তালে পা ফেলে শিল্প ও কৃষ্টির সব বিভাগে কাজ লেগেছে। কি শাসনের কাজে, কি পৌর কাজে তারা পুরুষের ন্যায় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত আছে এবং সাফল্যের সংগে করে যাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষায়ও সমান সুযোগ পাচ্ছে তারা। ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় বিমান চালনা, বৈজ্ঞানিক কাজে চারুকলা, অভিনেত্রীর কাজ সুনিপুণভাবে তারা এখন চালায়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নারীদের মর্যাদা আজ অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। আজ আর কেউ বলতে পারে না, মেয়েরা এ কাজের অনুপযুক্ত কি সে কাজের অনুপযুক্ত।

শিল্পে, কৃষিক্ষেত্রে, অধ্যয়ন অধ্যাপনায় আজ নারীরা সমপদস্থ। মেয়েদের কেবল বিবাহের উপযোগী করে তোলার জন্য শিক্ষাই দেওয়া হয় না—তাদের শিল্পাদির কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই বলে তাদের মাতৃত্বের দিকও উপেক্ষা করা হয় না। পণের জন্য ছেলেরা মেয়েদের আর বিবাহ করতে যায় না—সে সব দিন গেছে—নিজের প্রাণের ডাকে তাদের মিলন সংঘটন হয়। বিয়ে না হলে মেয়েদের আর চলবে না—একটি মেয়েও আজ আর তা ভাবে না। তাই তাদের মিলন আজ মধুর হয়ে উঠেছে।

ইচ্ছা করলে ফ্যাক্টরী, কারখানার কাজ ছেড়ে মেয়েরা যে গৃহে কাজে যায় না একথাও বলা যায় না। ঢের ঢের মেয়ে ব্যবস্থামত গৃহ-কাজেও যায়। তবে গৃহ-কোণেই আবদ্ধ থাকতে হবে, এমন কোন কথা নাই সেখানে।

আজকাল রাশিয়ার 'মহিলা সমাজ-সেবা আন্দোলন' বলে একটা আন্দোলন চলেছে। তার উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, স্কুল মাষ্টার, ডাক্তার, আর্টিষ্টদের স্ত্রী'দের নিয়ে স্বামীদের কাজের সংস্পর্শে জন-হিতকর কাজ করে যাওয়া। তারা বিশেষ করে দৃষ্টি রাখে শিশু সদন, কম্যুনাল ভোজন গৃহে, এমেচার থিয়েটার ও আর্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে।

এইজন্য এই আন্দোলনটি বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আজকাল। গৃহ-কর্ত্রীরা দেশের কৃষ্টি সাধনে বিস্ময় সঞ্চার করেছে।

শ্রমিক

সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমের বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে শ্রম আর বাজারের অন্যান্য পণ্যের ন্যায় পণ্য-বিশেষ নয়, উঠা-নামার বালাইও তার নেই। সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনানুযায়ী কাজের দাম দেওয়া হয়, শ্রম-বিভাগ চলে।

১৯২৪ সাল থেকে ন্যাশনাল ইকনমির সকল বিভাগে শ্রমিক ও চাকুরিয়ার (employees) সংখ্যা নিম্নোক্তরূপে বেড়ে গেছে।

১৯২৪ সালে		৮৫৩২
১৯২	"	১১,৫৯৯
১৯৩২	"	২২,৯৪৩
১৯৩৪	"	২৩,২২৬

১৯২৮ সালে শারীরিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের সংখ্যা যখন ১১,৬০০,০০০ তখন বেকার-সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৭৬ হাজার!

'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র সময় (১৯২৮-৩২) শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বেকারের সংখ্যা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই সব শ্রমিকের অধিকাংশই চাষী, আর চাষী পরিবারের

মেয়েরা। 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' ও তৃতীয় বার্ষিকী'র সময় এই সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। ১৯৩৬ সালে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি.৬০ লক্ষ। বেকার মোটেই ছিল না।

'ন্যাশনাল ইকনমি'র নানা-বিভাগে শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া গেল :—

		১৯২৪		১৯৩৩	
১।	বিশালকায় শ্রমশিল্পে	২,১০·৭	হাজার	৫,৯৯৭·৩	হাঃ
২।	ইমারতাদি গঠনশিল্পে	২৮৬·৯	”	২৩৪৫·০	”
৩।	রেলওয়েতে	৮০৬·৪	”	১৩৯৬·০	”
৪।	জল-যানবাহনে	৮৫·৯	”	১৯০·০	”
৫।	অন্যান্য যানবাহনে	১৬৫·৫	”	৫৩০·০	”
৬।	পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি ডাক-বিভাগে	৮২·৪	”	২৪১·৫	”
৭।	বাণিজ্যে	৩৭৩·৬	”	২৪৯৭০	”
৮।	খাদ্য-দ্রব্য জোগানে	৩৩·০	”	৫৪৯·০	”
৯।	ক্রেডিটে	৬৬·১	”	১২৫·০	”
১৯।	শিক্ষায়	৫৫১·৩	”	১৪৮০·৫	”
১১।	স্বাস্থ্য সংরক্ষণে	২৭১·১	”	৬৯৪·৪	”
১২।	অন্যান্য জন-সেবায়	৯৬৫·২	”	১৬৯১·৬	”
১৩।	রাষ্ট্রীয় ফার্ম, মেশিন ও ট্রাক্টার কেন্দ্রে	২৪২·০	”	২৫৭২·৯	”
১৪।	অন্যান্য কৃষিকর্মে*	১,৫৪৩·০	”		”

*অন্যান্য কৃষিকর্মে—

১৯২৫ সালে ১৫০০০ ; ১৯২৮ সালে ১৩৩০৬ ; ১৯২৯ সালে ১১৫৯২ ; ১৯৩২ সালে ৪৮৬৮ হাজার।

১৫।	মিউনিসিপাল অভিযানে	৭৭·২	হাজার	৩১৬·৪ "
১৬।	অস্থায়ী শ্রমিক	২৭৯·৬	"	১২৫·২ " (১৯৩২ সালে)
১৭।	গৃহকাজে	১৯২·৮	"	২১৬·৩ " (১৯৩২ সালে)
১৮।	কাষ্ঠশিল্পে	৩৩১·০ (১৯২৮ সালে)	"	১১৯৩·৫ "
১৯।	মৎস্যশিল্পে	৩০·০	"	১১১·২ "

বিরাটকায় শ্রমশিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে। ১৯২৯ সালে যেখানে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৭·৯ পার্শেণ্ট, ১৯৩৩ সালে সেখানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪·৯ পার্শেণ্ট।

শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নে যে দ্রুতগতিতে শ্রমশিল্প প্রসার সাধনের চেষ্টা চলেছে তার ফলেই শ্রমিকদের সংখ্যা অবিশ্রান্ত গতিতে বেড়ে চলেছে। কল-কব্জার উন্নতিতে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে গেছে, উৎপাদন খরচও কমে গেছে। ১৯২৮-৩২ সালের মধ্যে শ্রমশিল্পের শ্রমিকের গড়পড়তা উৎপাদন শতকরা ৪১

পার্শেণ্ট বেড়েছে আর গুরু শ্রমশিল্পে তাদের উৎপাদন বেড়ে ৫৩.১ পার্শেণ্ট হয়েছে। ১৯২৮-৩২ সালের মধ্যে শ্রমদিবস করা হয় ৮ ঘণ্টা থেকে নামিয়ে ৭ ঘণ্টা করে। এই সময়ে প্রতি ঘণ্টায় তাদের উৎপাদন-ক্ষমতাও অনেক বেড়ে গেছে। কার্য-কালের হ্রাস ধরে হিসাব করলে তাদের গড়পড়তা উৎপাদন-ক্ষমতা ৬১ পার্শেণ্ট। ১৯১৩ সালের সংগে তুলনা করলে তাদের এই উৎপাদন-ক্ষমতা ১৮০ পার্শেণ্ট বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির প্রণালীবদ্ধ শ্রম-শিল্পের প্রসার ও নব-প্রচলিত যান্ত্রিক-কৌশলের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করার ফলে ১৯৩৭ সালের দিকে শ্রমের উৎপাদন ৬৩ পার্শেণ্ট বেড়ে যায়।

পূর্বেকার ব্যক্তিগত-প্রথার স্থানে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ কৃষিক্ষেত্র প্রচলন করে অনুরূপ ফল দেখা দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষিক্ষেত্রে। যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় তার চাইতে বেশি ফল পাওয়া গেছে। ১৯২৮ সালে ব্যক্তিগত জোত-প্রথার সময় যে পরিমাণ শ্রম লাগে কৃষিক্ষেত্রে, ১৯৩২ সালে রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে তার এক ষষ্ঠাংশ ও এক দশমাংশের মাঝামাঝি শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে আর যৌথ ফার্মে তার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অর্ধেক সময় লেগেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী আমলে রাষ্ট্রীয় কৃষি ফার্মে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়েছে ২৫০ পার্শেণ্ট, যৌথ ফার্মে ৯০ পার্শেণ্ট।

সোস্থালিষ্ট প্রতিযোগিতা

সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রম ও সোস্থালিষ্ট প্রতিযোগিতা পরস্পরানুগামী অর্থজ্ঞাপক। শ্রমিকদের উৎসাহে আজ সর্ববিধ শ্রমশিল্পে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। 'প্রতি-যোগিতা' বলতে সাধারণভাবে যা বুঝায় সোভিয়েট ইউনিয়নের এই 'প্রতিযোগিতা' সে অর্থে প্রয়োগ করলে ভুল করা হবে। সোস্থালিষ্ট প্রতিযোগিতা মানে, নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করে বা কার্যপদ্ধতির মাত্রা অতিক্রম করে কোন একটা কারখানার উৎপন্ন-দ্রব্যের পরিমাণ ও মাল বাড়িয়ে তোলার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। সোস্থালিষ্ট প্রতিযোগিতার অতি অগ্রণী ও সুপ্রচলিত রূপাদির মধ্যে 'শক ব্রিগেড' সুপরিচিত।

শ্রমের জন্য যে-পরিমাণ মজুরী দেওয়া হয়ে থাকে, তা ছাড়াও এই 'শক-ব্রিগেডের' মেম্বারদের খানিকটা বেশি সুযোগ-সুবিধা বিধান করে ইউ, এস, এস, আর এ শ্রমশিল্পের প্রসার দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তুলেছে ঃ ফলে, জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালীও উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে চলেছে। এই সব শক ব্রিগেডে মেম্বারদের ছুটির সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, বিশিষ্ট রকমের খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়, ভ্রমণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, কর্মী হিসাবে তাদের কার্যতৎপরতা বাড়াবার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

মজুরী—

উপরোক্ত পরিবর্তন সাধনের ফলে জনসাধারণের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মাত্রা অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। শ্রমশিল্পের সমস্ত বিভাগে যে পরিমাণ মজুরী (actual wages) দেওয়া হয় তাতে এবং রাষ্ট্রের প্রবর্তিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় তাদের অবস্থার উন্নতি দিন দিন বেড়ে চলেছে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেন্সন, বীমার প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ইউ, এস্, এস্, আর-এ মজুরী নির্ধারণের কাজ করে মজুরদেরই পরিচালিত ট্রেড-ইউনিয়ন ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি।

শ্রমশিল্পটিতে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার উৎপাদন খরচ বাদে তাদের মজুরীর হিসাব হয়। প্রত্যেক শ্রমশিল্পের স্কেল অনুযায়ী গ্রেড আছে। সে গ্রেড অনুযায়ী বেতনের তারতম্য হয়।

ইউ, এস্, এস্, আরের মজুরী-ব্যবস্থা মূলত নিম্নোক্তরূপ :

১। মজুরীর সুব্যবস্থিত বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নয়ন সোভিয়েট ইউনিয়নের চরম লক্ষ্য।

২। শ্রমের-উৎপাদিকা শক্তির উপর মজুরী-বৃদ্ধি নির্ভর-শীল। প্রত্যেক কারখানা ও অভিযানের লক্ষ্য থাকে সুনির্দিষ্ট মাত্রার অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন করা। সাফল্যের উপর মজুরীর মাত্রা বাড়ানো হয়।

৩। অনুরূপ কাজে নিযুক্ত পুরুষ ও নারীকে সমান মজুরী দেওয়া হয়।

৪। উৎপন্ন-দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণের উপর মজুরীর ভিত্তি। কাজের রকমারি ভেদে অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন কাজে সুদক্ষ শ্রমিক ও শ্রমসাধ্য কাজে শ্রমপটু শ্রমিকের জন্য বেশি বেতনের বরাদ্দ আছে। ফলে প্রত্যেকেই সুনিপুণ হয়ে উঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

৫। ন্যাশনাল ইকনমির অতিপ্রয়োজনীয় বিভাগগুলিতে মজুরীর হার অন্যান্য বিভাগগুলির চাইতে বেশি। খনি আর ধাতব শ্রমশিল্পের শ্রমিকদের মাইনে লঘু শ্রমশিল্পের শ্রমিকদের চাইতে বেশি।

ন্যাশনাল ইকনমির সমস্ত বিভাগের শ্রমিকদের গড়-পড়তা বার্ষিক আয় ১৯২৮ সালে যেখানে ৭০৩ রুবল ছিল, ১৯৩৪ সালে তা ১৭৯১ রুবলে দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৫৫ পার্শেন্ট বৃদ্ধি।

	১৯২৮	১৯৩৪	
শ্রমশিল্পে	৮৭০ রুবল	১৯০২ রুবল	(১১৮.৬ পার্শেন্ট
ইমারত শিল্পে	৯৯৬ রুবল	১৬২২ রুবল	(১০০ ”)
শিক্ষকাদি	৬৭৮ রুবল	১৯৩০ রুবল	(১৮৪.৭ ”)

মোট জাতীয় মজুরী ধন-ভাণ্ডার (national wage fund) প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ		
১৯৩২ সালে	৩২,৭০০	মিলিয়ন রুবল
১৯৩৩ ”	৩৫,০০০	”
১৯৩৪ ”	৪১,৬০০	”

আজকের রাশিয়া

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীয় সময় সকল স্তরের শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী দ্বিগুণ করে তোলার পরিকল্পনা হয়। খানিকটা বাড়ানো হবে মাইনে বাড়িয়ে আর খানিকটা বাড়ানো হবে ভোগের দ্রব্যের দাম হ্রাস করে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শ্রমিকদের real income-এর অধিকাংশ মজুরী বৃদ্ধি থেকে নয়, রাষ্ট্রের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জনহিতকর সেবার মারফতেই তারা পায়। এই সব কাজের জন্য তাদের প্রত্যেকের যে খরচ পড়ত তা তাদের মজুরীর ৩১·৭ পার্শেণ্ট (১৯৩২) ছিল। ১৯২৯ সালে তা ছিল মাত্র ২৮ পার্শেণ্ট। প্রথম বার্ষিকীর সময় এই অতিরিক্ত আয় মোটের উপর পাঁচ গুণ বেড়ে যায় অর্থাৎ আথিক সাহায্য থেকেও বেশি হারে এ বেড়ে যায়।

কতকগুলো প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পে শ্রমিকদের বাৎসরিক আয় দেওয়া গেল :

		১৯২৮	১৯৩৪
১।	বিশালকায় শ্রমশিল্পে	৪·৭	১৯৩৪
২।	ইমারত শিল্পে	৮৭৬	১৯৯০
৩।	রেলওয়ে	৫১৪	১৯৯৪
৪।	জল যানবাহনে	৬২৭	১৯৮৩
৫।	অন্যান্য যানবাহনে	৫৫৪	২১০০
৬।	ডাক-বিভাগে	৪৯৯	১৬৬০
৭।	বাণিজ্যে	৬৪১	১৫৩৭

৮।	জনসাধারণের ভোজন ব্যাপারে	৫৮৬	১২২৭
৯।	ক্রেডিট	৮০৭	২২২৯
১০।	শিক্ষা	৩৮৯	১৯৩০
১১।	স্বাস্থ্য সংরক্ষণে	৪১৩	১৫৩১
১২।	অন্যান্য বিভাগে	৫৬৪	২৫৫৭
১৩।	রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে ও মেশিন-কেন্দ্রে	—	১২০৭

শ্রম-দিবস ও ছুটির দিন

১৯২২ সালে ৮ ঘণ্টা ব্যাপী শ্রম-দিবস নির্ধারিত করে আইন পাশ করা হয়। ১৯২৭ সালে এক ডিক্রী জারী করে ৭ ঘণ্টা ব্যাপী শ্রম-দিবস প্রবর্তন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পদ্ধতির শেষ দিনে সবরকম শ্রমশিল্পেয় এই নিয়ম পত্তন করা হয়। বিপজ্জনক বাণিজ্যে, মাটির নিচের কাজে, মস্তিষ্কর কাজে, ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ছুই ঘণ্টা দিবস নির্ধারিত হয়। রাত্রকালীন কাজে সাধারণ (normal) শ্রম-সময় একঘণ্টা কম।

Special emergency case ছাড়া over-time ওয়ার্ক নিষিদ্ধ। চৌদ্দ বছরের কম ছেলেদের কোন কাজে নিয়োগ করা চলে না। ১৪ বছর থেকে ১৬ বছরের ছেলেদেরও কদাচিৎ নিয়োগ করা হয়, আর তাদের শ্রমদিবস চার ঘণ্টা ব্যাপী।

কোন্ শিল্পে কত ঘণ্টা করে শ্রমদিবস নিচে তা দেওয়া গেল ঃ

	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩৩
যাবতীয় শ্রমশিল্পে	৯·৯২	৭·৮৯	৬·৯৯
কয়লা	১০·০৭	৭·৩২	৬·৯৯
Ferrous Metals	১০·০৭	৭·৮৮	৫·৯৯
মেশিন বিল্ডিং ও ধাতবশিল্পে	৯·৭৩	৭·৯৯	৭·০০
বয়ন শিল্পে	৯·৩৯	৭·৮৪	৭·০০

১৯৩২ সালে সর্বক্ষেত্রে গড়পড়তা শ্রমদিবস ছিল ৬·৫ ঘণ্টা। শ্রমদিবসের ৮ ঘণ্টা থেকে সাত ঘণ্টায় নামানো হলেও শ্রমিকদের মাইনে কমানো তো হয় নি, বরং এই কমানোর সংগে সংগে তাদের শ্রমশক্তি বেড়ে গেছে ফলে তাদের দৈনন্দিন রোজগারের মাত্রা হ্রাস পায়নি অথচ তাদের স্বাস্থ্য ও কৃষ্টির যথেষ্ট উন্নতিসাধন হয়েছে।

অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে ছ'ঘণ্টার শ্রম-দিবস; আবার প্রতি ছ'দিনে অর্থাৎ পাঁচদিন কাজ করার পর ষষ্ঠ দিনে একদিন পূর্ণ ছুটি। ১৯২৯ সালে গড়পড়তা ছুটির সময় যেখানে ৬২·৫ ৬২'৫ পার্শেণ্ট ছিল ১৯৩১ সালে সেখানে তা দাঁড়ায় ৬৯·৬ পার্শেণ্টে। তার মধ্যে সরকারী ছুটির দিনগুলো—পয়লা মে,

৭ই নভেম্বর, অথবা বাৎসরিক ছুটির সময়টা ধরা হয় নাই। সোভিয়েট শ্রমিক আইন অনুসারে সকল শ্রমিকই কাজের গ্রেড অনুসারে বছরে ১৪ দিন থেকে এক মাস কিংবা তারও বেশি ছুটি পেয়ে থাকে।

যেসব সন্তান-সম্ভবা নারী মস্তিষ্ক চালনা বা কেরাণীর কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা দু'তিন মাসের ছুটি পেয়ে থাকেন। যাঁরা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন তাঁরা চার মাস পর্য্যন্ত ছুটি পেয়ে থাকেন—অর্থাৎ সন্তান প্রসবের ৮ সপ্তাহ পূর্ব থেকে ৮ সপ্তাহ পর পর্যন্ত এই ছুটি থাকে। তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার সাহায্য প্রদান করা হয়, শিশুরও নানারকম তত্ত্ব-তালাফির ভার নেয়। বিরক্তিকর, অস্বাস্থ্যকর শ্রমশিল্প, রাত্রির কাজে, বা মাটির নিচেকার কাজে মেয়েদের সাধারণত বহাল করা হয় না। গর্ভবতীদের কিংবা শিশুকোলে মেয়েদের কোনক্রমেই overtime work-এর অনুমতি দেওয়া হয় না—রাত্রিকার shift-এ তো নয়ই।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আইন

১৯৩৪ সাল পর্যন্ত শ্রমিক পরিচালন ও সংরক্ষণের (regulation & protection) কাজ নিয়ন্ত্রিত হত পিপুলস্ কমিশরিয়েট অব লেবার ও তার অধীনস্থ বিভাগগুলি দ্বারা।

১৯৩৪ সালের পর থেকে কমিশরিয়েটের সব কাজ (function) ট্রেড ইউনিয়নের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—

তা ট্রেড-ইউনিয়নের অল-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উচ্চতম পরিষদ। সোভিয়েট ট্রেড-ইউনিয়ন যে শুধু শ্রমিকদের মজুরী এবং শ্রমিক ও নিয়োগকারী-সংগঠনের সম্পর্কই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, তা শ্রমিক সংগ্রহ (recruitment), টেকনিকাল শিক্ষা, সতর্কতামূলক সংকল্পের প্রচলন, সংরক্ষণ, ও উন্নতি বিধান, শ্রমিকদের গৃহের তত্ত্বাবধান করা এবং সামাজিক বীমা-পদ্ধতির অন্তর্গত যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণও করে থাকে। ট্রেডইউনিয়নের সভ্যেরা যখন নানাবিধ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠা করতে যায় তখন ট্রেড-ইউনিয়ন তাদের নানাভাবে যথেষ্ট সাহায্য করে, দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিকল্পনায় তারা সৎ পরামর্শ দেয়, পরিকল্পনা যাতে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় তার তত্ত্বাবধান করে, ন্যাশনাল ইকনমি বা সংস্কৃতিগত উন্নতির কোন জরুরী প্রশ্নই তাদের সাহায্য ছাড়া সমাধান করা হয় না। কমিশারিয়েট-ফর-লেবার বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাদের কাজ অত্যন্ত বেড়ে গেছে : ফলে, ইউনিয়নের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে।

১৯২৮ সালে যেখানে ট্রেড-ইউনিনের সভ্যদের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ সেখানে ১৯৩৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। ১৯৩৪ সালে ষ্ট্যালিনের উৎসাহে সেণ্ট্রাল ট্রেডইউনিয়ন কাউন্সিল চলতি সংঘগুলোকে নতুন করে বর্তমান ১৫৪টী ট্রেড-ইউনিয়নে শ্রেণীবদ্ধ করতে

(re-group) বদ্ধপরিকর হয়। এই পুনর্গঠনের মূল কারণ, কোন কোন ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্যদের সংখ্যা অপরিচালনীয় হয়ে উঠে : যেমন, চারটি ইউনিয়নের প্রত্যেকের সভ্যসংখ্যা ছিল দশ লক্ষের ওপর এবং ১৯টির প্রত্যেকটির সভ্য-সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষের উপর। বর্তমান বিভাগগুলি প্রবর্তনে কাজের খুব স্থবিধা হয়ে উঠে। শারীরিক, পরিচালক বা টেকনিকাল— যে-কোন বিভাগেই কাজ করুক না কেন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক মাত্রেরই সভ্য হওয়ার অধিকার যুক্ত। বর্তমান শ্রমিকদের প্রায় ৭৮ পার্শেণ্ট ট্রেড-ইউনিয়নের মেম্বর। যারা এখনো সভ্য হয়নি তাদের অধিকাংশই আগেকার কৃষকশ্রেণীর লোক—ইদানীং শ্রমশিল্পে যোগদান করেছে।

১৯৩৩ সাল পর্যন্তও ট্রেড-ইউনিয়নের তহবিল গঠিত হতো শ্রমিকদের মেম্বারশিপের চাঁদা নিয়ে। সভ্যেরা বেতনের ২ পার্শেণ্ট চাঁদা দিত। এই বছরেই এই চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে ১ পার্শেণ্ট করা হয়। এই অর্থ সাধারণত ব্যয় হয় সংস্কৃতিগত শিক্ষার কাজে, ট্রেড-ইউনিয়ন সভ্যদের সাহায্য কল্পে, ফুলফলাদির বাগান প্রতিষ্ঠায়, পশ্বাদি ফার্ম গঠনে, শ্রমিকদের বাড়ী-ঘর তৈরিতে।

অধিকাংশ কাজকর্মই শ্রমিকদের নিজেদের প্রেরণায় ও স্বেচ্ছাকৃত দানে সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে ট্রেড-ইউনিয়নের তহবিল থেকে অতি অল্প ব্যয়ই এই জন্য হয়। ইউনিয়নের বিরাট

তহবিলের মারফতে অসংখ্য ক্লাব, লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার, নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেড-কর্ণার স্থাপিত হয়, এমন-কি দৈনিক, মাসিক, কাগজাদিও ক্রয় করা হয়। এছাড়া ট্রেড-ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত দুটি বিরাট পাবলিশিং হাউসও চলছে।

ট্রেড-ইউনিয়নগুলো বৃত্তিগত ভিত্তিতে ভিত্তিতে না করে শ্রমশিল্পের ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়। প্রত্যেক শ্রমশিল্পে এক-একটি ইউনিয়ন থাকে, তাতে সকল স্তরের শ্রমিকই সভ্য হয়। ট্রেড-ইউনিয়নের একক বা ইউনিট হল ছোট ছোট ফ্যাক্টরী গ্রুপ—এক-একজন পরিচালকের পরিচালনাধীনে চলে। এক-একটা শ্রমশিল্পে এইরূপ অনেক দল আছে। এই সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে আবার ফ্যাক্টরী-কমিটি আছে। এই সব ফ্যাক্টরী কমিটি নিয়ে জেলা ইউনিয়ন ও নানা জেলা ইউনিয়ন নিয়ে এক-একটা রিপাবলিকান ইউনিয়ন গঠিত। আর এই গুলি নিয়ে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটি।

তা ছাড়া, নানাবিধ স্থানীয়, রেজিয়ানেল, ও ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন সংগঠনগুলো একাধিক শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থঘটিত ব্যাপার মিটিয়ে থাকে। U. S. S. R-এর সব গুলো ট্রেড-ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল রিভোলিউশনারী ট্রেড-ইউনিয়ন এসোসিয়েশন বা প্রোফিনটার্ণের (profintern) অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক বীমা

শ্রমিক আইনে সামাজিক বীমা প্রত্যেক শ্রমিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক—তা সে রাষ্ট্রের কাজেই নিযুক্ত থাকুক অথবা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানেই কাজ করুক। সামাজিক বীমার অন্তর্ভুক্ত :

১। মেডিকেল সাহায্য ;

২। সামরিক অক্ষমতার দরুণ সাহায্য (পীড়া, অচল অবস্থা, ; সন্তান প্রসব, পরিবারের কারো অসুখে সেবার দরুণ)

৩। বিশেষ সাহায্য (শিশু-সেবা, রোগীর সেবা ; শ্মশান কৃত্যাদিতে যোগদান)

৪। বেকার সমস্যায় সাহায্য ;

৫। স্থায়ী-ভাবে চলৎশক্তিহীন হলে সাহায্য।

৬। অন্নদাতার মৃত্যু হলে বা কাউকে অন্নদাতা তাড়িয়ে দিলে যে সাহায্য করা হয়।

যারা কারবারে, প্রতিষ্ঠানে, ওয়ার্কসের জন্য বীমা করে বা যারা জন-মজুর খাটায় (এখন তা আর নেই) তাদের চাঁদায় বীমার তহবিল ভরে উঠে। শ্রমিকদের আয়ের উপর হাত পড়ে না এমন সব পথও অনেক খালি আছে যাতে তহবিল ভরে উঠতে পারে।

বীমার নানা-বিভাগের বরাদ্দ রাষ্ট্রের বাজেটে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

১৯২৮ সালে এই সাহায্য ছিল ৮৮ কোটি রুবল, ১৯৩২ সালে ৪৩০ কোটি রুবল, ১৯৩৪ সালে ৫৬৫ কোটি রুবল।

১৯৩৩ সালের আগে শ্রমিক• কমিশারিয়েটের হাতে সামাজিক বীমার ভার ছিল ; এই সময় থেকে "অল ইউনিয়ন সেণ্ট্রেল কাউন্সিল অব ট্রেডইউনিয়নের" হাতে হস্তান্তরিত করা হয়। এই সংগঠনের মারফতে সামাজিক বীমার কাজ নানা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আনা হয়েছে। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফতে (যারা শুধু বীমার কাজেই নিযুক্ত) এই সব প্রতিষ্ঠান বীমার তহবিলের সদ্ব্যবহার করে।

বীমার তহবিলের টাকা আদায়ের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই তার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই বীমা তহবিল যারা নিয়ন্ত্রণ করে ফ্যাক্টরী কমিটিই তাদের নিযুক্ত করে থাকে। আর ট্রেডইউনিয়ন সভা ও কনফারেন্সে বীমার কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়, বিগত কাজের রিপোর্ট পেশ করা হয়। সমাজ বীমার যাবতীয় রুটিন মাফিক কাজ স্বেচ্ছা-সেবকেরাই করে থাকে ; অতিরিক্ত খরচাদি আর এজন্য করতে হয় না। ফলে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার জন্য যথেষ্ট তহবিল থাকে।

সাময়িক ভাবে যারা কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত মজুরীর ৭৫ পার্শেণ্ট থেকে অবস্থা বিশেষে

সেণ্টপার্শেণ্টও সাহায্য দেওয়া হয়। সময়ের দীর্ঘতা, স্বাস্থ্যনিবাসের প্রয়োজনীয়তার উপর এই হার অনেকটা নির্ভর করে। আর যারা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাদের পেন্সন বেতনের দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেওয়া হয়। মৃত বা হারিয়ে যাওয়া কর্মীদের (অবশ্য ইনসিওর করা থাকলে) জন্য বেতনের $\frac{১}{৩}$ ভাগ পর্যন্ত দেওয়া হয়।

বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্যনিবাসের জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হয়। বিনা খরচে এরকমের সাহায্য শ্রমিকরা এবং নিযুক্ত কর্মচারীরা পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের কাউকে বিনা ভাড়ায়, কাউকে অতি অল্প ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা করেও দেওয়া হয়। সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্যও এ বিভাগ যথেষ্ট খরচ করে। কমিশারিয়েট অব হেলথ্ এ-বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া প্রাথমিক-সাহায্য ও ডাক্তারি-পরীক্ষার কেন্দ্রও এ বিভাগ দেখাশুনা করে থাকে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ১৫০০ থেকে ৭০০০ হাজারে উঠেছে।

শ্রমিকদের জন্য নতুন নতুন ঘর-বাড়ী তৈরিতেও ইনসিওরেন্স তহবিল যথেষ্ট সাহায্য দান করে থাকে। এজন্য তাদের খরচ বিস্তর।

ইনসিওরেন্স সার্ভিস রোগ-নিবারক এবং শিক্ষার কাজেও অনেক ব্যয় করে। কিণ্ডার গার্টেন, শিশুসদন (creches) ব্যায়াম শিক্ষার স্কুল, ছেলের জন্মের পূর্বে ও পরবর্তী

সময়ের জন্য মাতৃনিবাস, শ্রমিক ও শিশুদের ব্যারাকের খাদ্যের দোকান, শিশুনিবাস, শিক্ষা-পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, যে-সব বৃত্তি আগে ছিল এখন উঠে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সার্ভিস পরিচালনা করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় এই ফণ্ডের প্রায় ৪৬ পার্শেণ্ট খরচ করা হয় শুধু রোগ-নিবারণ প্রতিষ্ঠান কাজে। দ্বিতীয় বার্ষিকীর সময়ে ৬৯ পার্শেণ্ট খরচ করা হয়। এখন আরো বেড়ে গেছে।

বেকার সমস্যা

১৯২৬ সালের আগেকার বেকারদের সংখ্যা পাওয়া যায় না। ১৯৩০ সাল থেকে বেকার বলে আর কিছু নেই সোভিয়েট ইউনিয়নে।

১৯২৬ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ৯৩ লক্ষ, ১৯২৭ সালে ১৬ লক্ষ। ১৯৩০ সালে কোনই বেকার ছিল না।

শ্রমিক সংরক্ষণ

শ্রমিকদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পুরোপুরি দৃষ্টি পড়েছে। ওদের নিরাপত্তার জন্য নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে নানাপ্রকার গবেষণা চালানো হচ্ছে। সমগ্র ইউ, এস, এস আরের জন্য ছাড়াও মস্ত মস্ত বিশটি এইরূপ গবেষণাগার রয়েছে যাতে ২১০০ বৈজ্ঞানিক কর্মচারী কাজ করে।

শ্রমিক সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত আইন-কানুন আছে। শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে রাখার কৌশলাদি যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় তারও বন্দোবস্ত আছে। তা অমান্য করলে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হয়।

যে যান্ত্রিক পরিকল্পনা ও উন্নতি সাধন ইউ, এস, এস, আরের সমস্ত শ্রমশিল্পক্রমেই বেড়ে চলেছে তার প্রক্রিয়ার সাথে যোগ রেখেই প্রথম প্যারায় উক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনা করা হয়। নূতন প্রতিষ্ঠানই হোক আর পুরাতন প্রতিষ্ঠানই হোক কাজ করার পথ সুগম করে দিয়ে যথাসম্ভব বেশি ফল পাবার নীতিই সর্বত্র চালু হয়ে উঠেছে। তাতে দুর্ঘটনার পরিমাণ ও বিপজ্জনক কাজে স্বাস্থ্যাদি নাশের আশংকাই যে শুধু কমে যায় তা নয়, শ্রমিকের উৎপাদন-তৎপরতাও বেড়ে যায়।

১৯২৮ সাল থেকে এসব কাজের জন্য যে খরচ করা হয় তা নিচে দেওয়া গেল।

১৯২৮-২৯—৬ কোটি ৫ লক্ষ রুবল
১৯২৯-৩০—৯ " ৫২ " "
১৯৩১ —১২ " ৩৩ " "
১৯৩২ —১৬ " ৯৫ " "

নিরাপত্তাদির জন্য প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে যে সব খরচাদি করা হয় এর মধ্যে তা ধরা হয়নি। এজন্য ফ্যাক্টরীর তরফ থেকে যেসব খরচ হয় তাও এইভাবে বেড়ে চলেছে।

ক্ষতাদি-জনিত যে রুগ্নভাব শ্রমিক শরীরে প্রবেশ করে, হিসাবে দেখা গেছে তার ৩৫ পার্শেণ্ট কমে গেছে। —হালের আবিষ্কৃত নিরাপদে রাখার কল-কৌশল সমন্বিত নতুন নতুন কারখানায় দুর্ঘটনার পরিমাণ হ্রাসই এর অন্যতম কারণ। তা ছাড়া প্রত্যেক শ্রমিককে বিনা খরচে বিশেষ কার্যোপযোগী পোষাক, বুট, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে হয় যাতে তারা আগুন, ধূলি, ও শীতের কঠোরতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সোভিয়েট আইনের এদিকে কড়া নজর। বিপজ্জনক হোক বা না-হোক সব প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের কাজের পোষাক-পরিচ্ছদ দিতে হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় এই পথ অবলম্বন করায় শ্রম-শিল্পসুলভ রোগ শতকরা ২৫ পার্শেণ্ট কমে যায়। দুর্ঘটনাও কমে যায় ৩৫ পার্শেণ্ট। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় এসব রোগ ও দুর্ঘটনা যাতে একেবারেই দেখা না দেয়। এ বিষয়ে তারা অনেকটা সফলকামও হয়েছে।

শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যে-সব কল আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে লেনিনগ্রাড ইনষ্টিটিউটের 'ফটো ইলেকট্রিক সেল ও উনুনের বিপদপাত নিবারণের water-trap বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ট্রেডইউনিয়ন

সোভিয়েট ইউনিয়নের ট্রেডইউনিয়ন অন্যান্য দেশের ট্রেডইউনিয়নের মত শ্রমিকদের স্বেচ্ছাপ্রসূত সংগঠন বিশেষ। এর মধ্যে এক-আধটু বাধ্য-বাধকতাও যে নেই তা নয়, তবে তা অনেকটা নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক আকারের। যারা এ সংগঠনের সদস্যভুক্ত নয় তাদের এই সংগঠনের অর্জিত সুখ-সুবিধা দিতে স্বভাবতই সকলে নারাজ। তারা সুখ-সুবিধা ভোগ করবে অথচ তার জন্য যে-সব দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় তা তারা করবে না। এই অর্থে এ নৈতিক চাপ। অর্থ-নৈতিক চাপ এই অর্থে যে প্রয়োজনের সময় যেসব সাহায্য দেওয়া হয় তা তাদের দেওয়া হয় না।

ট্রেডইউনিয়নের কাজ

ট্রেডইউনিয়নের কাজ অন্যান্য দেশ থেকে এখানে পৃথক। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে যেখানে সবাই সবাইকে শোষণে অতি-মাত্রায় ব্যস্ত সেখানে তার কাজ শোষকশ্রেণী থেকে শোষিত শ্রমিককে রক্ষা করা। তাই তার কাজ প্রধানত তাই। সোভিয়েট রাশিয়ায় শোষকশ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শোষক-শ্রেণীর সাথে সংগ্রাম করে তার শক্তি নষ্ট করতে হয় না। এখানে রাষ্ট্র শ্রমিকদেরই।

আজকের রাশিয়া

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমশিল্পের মালিকদের কাছ থেকে সুখ-সুবিধা আদায় করতে চেষ্টা করে। তারা জানে, শিল্পের মালিকরা সাধ্যমত নিজেদের পকেট ভারী করতেই চায়—তাদের কথা মোটেই ভাবতে রাজি নয়।

রাশিয়ার দ্রব্য উৎপন্ন করা হয় শুধু ব্যবহারের জন্য। শ্রমিকরা জানে, তারাই শ্রমশিল্পের বা কারখানাদির প্রকৃত মালিক। তারা জানে, নতুন মেশিন প্রবর্তন করা হলে তাদেরই শ্রম লাঘব হবে, বেশি কাজ করলে তারও ফল তারাই পাবে, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত হবে, তাই তারা এসব বিষয়ে সচেষ্ট। ট্রেড-ইউনিয়নের কাজও তাই অন্য-সব বিষয়ে।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়, চাঁদা বেতন থেকে কেটে নেওয়া হত। তবে তাদের তহবিলে সরকারী সাহায্যও থাকত। পরে, বিশেষত নতুন অর্থ-নৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে ট্রেডইউনিয়নের সংস্কার করা হয়, তাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন করে তোলা হয়। বেতন থেকে চাঁদা কেটে নেওয়া রহিত করা হয়; তার বদলে সভ্যদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত দান নেওয়া হয়।

১৯২২ সালের ১লা জানুয়ারী ট্রেডইউনিয়ন সভ্যদের সংখ্যা ছিল ৬৭৮০,০০০। খানিকটা শ্রমশিল্পকে কেন্দ্রীভূত করে তোলার ফলে আর খানিকটা সভ্য হওয়া স্বেচ্ছামূলক

করে তোলার ফলে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪,৫০০,০০০। কিন্তু তখন থেকে শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য ক্রমেই বেড়ে চলে, ১৯২৮ সালে ১ কোটি ১০ লক্ষে দাঁড়ায়।

প্রথমে মোটামুটি ২৩টি বৃহৎ ইউনিয়ন ছিল। এক-একটি ইউনিয়নের তাঁবে একাধিক শ্রমশিল্পও ছিল। পরে একে বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ৪৭টি ইউনিয়নে পরিণত করা হয়। ১৯৩৪ সালে সভ্য দাঁড়ায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। কাজ-কর্ম ক্রমেই বেয়াড়া হয়ে উঠে। ফলে, আবার তার সংস্কার করা হয়। এবার ১৫৪টি ইউনিয়ন গঠন করা হয়।

শ্রমশিল্পভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠন করা হয়। এক-একটা শ্রমশিল্পের বিভাগে এক-একটা ইউনিয়ন; আর সে-ইউ-নিয়নের সভ্য সে-বিভাগের সমস্ত শ্রমিক—শারীরিক, টেক-নিকেল বা কার্যনির্বাহক—যে কাজই তারা করুক না কেন। কাজের ভেদাভেদের বালাই নেই।

১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র ইউনিয়নে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ, সেখানে ট্রেডইউনিয়নের সভ্য ছিল ২ কোটি ১৭ লক্ষ। সবাই স্ব স্ব ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত থাকলেও যারা সভ্য হয়নি তাদের অধিকাংশই আগেকার চাষী, যারা সবেমাত্র শ্রমশিল্পে ঢুকেছে।

৫০০ শত রুবল বেতন পর্যন্ত চাঁদার হার ১ পার্শেণ্ট; তার উপরে ক্রমবর্ধনশীল হার রয়েছে। পরিচালনার খরচাদি প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ স্বতঃপ্রণোদিত সভ্যেরাই এবং যাবতীয় কাজ চালিয়ে নেয়।

নতুন অর্থ-নৈতিক পদ্ধতির প্রবর্তনের সময় ট্রেড-ইউনিয়নের কাজ প্রধানত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর ট্রেড-ইউনিয়নের অনুরূপ ছিল। তখন তাদের কাজ ছিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা যে-কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের স্বার্থ বজায় রাখা প্রয়োজন হলে এই সংঘই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত প্রভুদের সংগে শ্রমিকদের তরফ থেকে কথাবার্তা চালাত, কোন সমস্যা থাকলে তারও সমাধান করত। তা ছাড়া, শ্রমিকদের জন্য আইন-কানুন প্রধানত তাদের উদ্যোগেই হত।

তারপর, ব্যক্তিগত মালিকানা-প্রথা বিলোপের সাথে সাথে তারা শ্রমশিল্পের পরিকল্পনায়, উৎপাদনের সংগঠনে মনোযোগ দিল। তখনও তাদের প্রধান কাজ তেমনই রইল; তারাই সমষ্টিগত চুক্তির কথাবার্তা চালাত এবং ফ্যাক্টরী, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানাদিতে শ্রমিক আইন যাতে নিয়মতে প্রতিপালিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখত।

শ্রমিক কাজে নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সামাজিক বীমা চলতে থাকে। এই বীমার ভার ছিল ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত 'কমিশারিয়েট-অব-লেবার'-এর হাতে। তখনকার ন্যায়

এখনো রাষ্ট্র ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের অর্থে-ই এই তহবিল গঠিত। বেতন-তহবিলের উপরেও নির্দিষ্ট হারে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে এই তহবিলকে অর্থ-সাহায্য করতে হয়। ধরুন একটা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন দিতে হয় হাজার টাকা। সেক্ষেত্রে বীমা তহবিলের জন্য সে প্রতিষ্ঠানের দিতে হবে আরো একশো টাকা।

১৯৩৩ সালে সামাজিক বীমার তহবিলের কর্তৃত্ব ট্রেড-ইউনিয়নের হাতেই দেওয়া হয়। তাতে ট্রেড-ইউনিয়নের কদর আরো বেড়ে গেল। আরেকটা কথা, সামাজিক বীমার কর্তৃত্ব-ভার হাতে যাওয়া মানে সরাসরি শ্রমিকদের হাতেই যাওয়া—কারণ শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই ট্রেড-ইউনিয়ন চালায়। যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দানের সুবিধার্থ একটা কেন্দ্র হয়। বীমার কর্মচারীরা ট্রেড-ইউনিয়ন মিটিং-এ ও কনফারেন্সে নির্বাচিত হয়। স্থানীয় কর্মচারীদের অধিকাংশই স্বেচ্ছামত কাজ করে, বেতন নেয় না। ফলে, কর্মচারীদের মাহিনা বাবদে তহবিল থেকে বিশেষ-কিছু খরচ যায় না।

ট্রেড-ইউনিয়নের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য ১৯৩৪ সালে আর এক ধাপ আগানো হয়। এতদিন শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের (regulation & protection of labour) সব ভার ছিল 'কমিশারিয়েট অব লেবারে'র হাতে। আইনকানুন তৈরি ও তা নিয়ন্ত্রণের বেলায় অবশ্য ট্রেড-ইউনিয়নের সংগে

পরামর্শাদি করে নেওয়া হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে ট্রেডইউনিয়ন ছিল শ্রমিক ও কমিশারিয়েটের মধ্যবর্তীস্থানীয়। ১৯৩৪ সালে কমিশারিয়েটের পদ তুলে দেওয়া হয়, ট্রেডইউনিয়নের হাতে তার সব কাজ চলে যায়। তার মানে, শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠনের মারফতে তাদের নিজেদের শ্রমশিল্প-জীবনের ওপর পূর্ণ-কর্তৃত্ব পায়।

ট্রেড-ইউনিয়ন এখন শুধু যে সামাজিক বীমার তহবিলেরই কর্তৃত্ব করে এমন নয়, পূর্বের ন্যায় শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে ম্যানেজারদের সংগে সমষ্টিগত চুক্তিতেও কথাবার্তা চালায়। এই চুক্তিনামায় স্পষ্টভাবে লেখা থাকে, পরিচালনার ব্যাপারে দৈনন্দিন সম্পর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে সত্যিকারের বাধা-বাধকতার কথা। তাছাড়া, নানা শ্রেণীর শ্রমিকদের কে কত মাইনে পাবে, যেখানে দরকার সেখানে শ্রমিকরা কিরূপ বিশিষ্ট রকমের পোষাকাদি পাবে, বিশেষ কাজে কতটুকু করে দুধ দেওয়া হবে, তরুণ শ্রমিকদের কাজ শেখার কিরূপ সুবিধা সুযোগ দেওয়া হবে, নিরাপত্তার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত থাকবে, তারপর তাদের ভোজনের গৃহ, ফ্যাক্টরী কমিটির জায়গা, শিশুসদন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক বীমার বন্দোবস্ত করা, কৃষ্টি সাধনের ও বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য করে দেওয়াও তাদের কাজ।

শ্রমিকরাও তাদের তরফ থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা

অনুযায়ী কাজ করে যায়, যেসব মেশিনের ভার তাদের ওপর থাকে তার তদারক করে, নিষ্ঠার সংগে নিয়মকানুন মেনে চলে। পরিচালনার দিক থেকে কোন শ্রমিক বা শ্রমিকদলের ওপর কোন অন্যায়াচরণ করা হলে স্থানীয় ইউনিয়ন তার তদারক করে থাকে।

তাছাড়াও ট্রেডইউনিয়ন নানাবিধ নিরাপত্তার উপয়াদি প্রচলন করে, তা বজায় রাখার চেষ্টা করে, তা উন্নত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টার তারাই মনোনীত করে। মজুর নিযুক্ত করা, বরখাস্ত করার কাজ তাদেরই। টেকনিকাল শিক্ষা তারাই দেয়, বাসস্থানের বন্দোবস্তও তারাই করে। উৎপাদনের পরিকল্পনায় তারা থাকে, ম্যানেজার ও বোর্ড তা যথা-যথভাবে করে কিনা তা দেখে। শ্রমিকদের সম্যক জীবনের দিকে তারা বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

নানা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা উৎপাদনের পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য শুধু যে ট্রেড-ইউনিয়নের দিকেই চেয়ে থাকে তা নয়, তারা সরাসরিভাবেও পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উৎপাদন-সংক্রান্ত কনফারেন্সের মারফতে তারা পরিকল্পনাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কনফারেন্সে পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিরা তাদের বিগত দিনের কাজের হিসাব-নিকাশ দেয়, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করে। যে-কোন শ্রমিক বা ট্রেডইউনিয়ন কর্মচারী খোলাখুলিভাবে

পরিচালকদের রিপোর্টের সমালোচনা করতে পারে, নিজেদের প্রস্তাব বা সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারে। পরিচালক-সভা এসব বিবেচনা কর্‌তে বাধ্য এবং ভাবী পরিকল্পনায় স্থান দিতে চেষ্টা করে।

শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের জন্য সোভিয়েট ট্রেডইউনিয়নের আর কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে দ্বন্দ্ব করতে হয় না।

কাউন্সিল-শাসিত-ষ্টেটে সোভিয়েট ট্রেড-ইউনিয়ন খুব শক্তিশালী। তাদের সক্রিয় যোগদান ছাড়া কোন দরকারী আইন পাশ করা চলে না—কারণ যারা শারীরিক ও মস্তিষ্কের কাজ করে ট্রেড-ইউনিয়নে তাদের সবারই প্রতিনিধি থাকে। সভ্যদের কাজ থেকে ইউনিয়ন যে-সব চাঁদা আদায় করে তা দিয়ে সভ্যদের কৃষ্টিগত শিক্ষা দান করে, ক্লাব, লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার, রেড-কর্ণার, সংবাদপত্র, মাসিক কাগজাদি চালনা করে।

ট্রেড-ইউনিয়নের নানা পরিচালক-সভার সভ্যরা এখন গোপন ভোটে নির্বাচিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের ফ্যাক্টরী ওয়ার্কশপ কমিটির সভ্যদের ৮০ পার্শেণ্ট ছিল পার্টির বাইরের লোক। নির্বাচিতদের ২৭ পার্শেণ্ট ছিল নারী। নানা ট্রেড-ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আফিসেও নির্বাচিতদের মধ্যে ৩৩·৪ পার্শেণ্ট ছিল পার্টির বাইরের লোক। মোট সভ্যের এক-চতুর্থাংশ ছিল নারী।

জন-স্বাস্থ্য

সোভিয়েট স্বাস্থ্য-বিভাগের পিপুল্‌স্‌ কমিশারিয়েটে-এর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাতটা সাধারণ-তন্ত্রেই স্বাস্থ্য-বিভাগ আছে। অস্বাস্থ্যকর বৃত্তিতে নিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ ও তরুণ-যুবকদের স্বাস্থ্যের দিকে তা কঠোর দৃষ্টি রাখে। জনগণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রেরই অন্যতম কর্তব্য। জনগণের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য তাদের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অন্ত নাই। কেবল বিধান দিয়েই তাদের ছুটি, তা নয়। তাদের ব্যবস্থা যাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, তারও সুব্যবস্থা করা হয়। এইসব ব্যবস্থা অবহেলা করলে আইনে দণ্ডনীয় হতে হয়।

এইসব ব্যবস্থার ফলে জনগণের স্বাস্থ্যে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা দিয়েছে। সমস্ত য়ুরোপে শিক্ষা, কৃষি বা শ্রমশিল্পের দিক দিয়ে 'রাশিয়া' কোনদিনই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেনি; তবে, মৃত্যুর হারে সে ছিল শীর্ষ-স্থানীয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সে সুনাম ভণ্ডুল করে দিয়েছে, একথা মিছে নয়। ১৯১৩ সালে হাজারে মৃত্যুর হার ছিল ২৮'৩; ১৯২৬ সালে তা দাঁড়ায় হাজারে ২০'৯। মস্কোতে ১৯১৩ সালে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল শত করা ২৭ জন; ১৯২৮-২৯ সালে তা

কমে দাঁড়ায় শতকরা ১২ জনে। মস্কোতে ১৯১৩ সালে মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ২৩·১ জন; ১৯২৬ সালে হয় ১৩·৪ জন এবং ১৯৩৫ সালে ১১·৬ জন। সমগ্র রাশিয়ায় ১৯১৩ সালে জন্মের হার ছিল হাজারে ৪৫·৫ কিন্তু ১৯২৬ সালে ছিল হাজারে মাত্র ৪৪ জন।

১৯৩৫ সালে হাজারে মৃত্যুর হার লেনিনগ্রাডে ১১·৩; কিয়েভে ১২·৯; মিন্স্কে ১০·৩; টাইফ্লিশে ১০·৭। বার্লিনের মৃত্যুর হার ২০·১; বুখারেষ্টে ১৬·৭; টকিওতে ১৩·৫; প্যারিসে ১২·২; লণ্ডনে ১২·২।

এই সময়ে স্বাস্থ্যের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া কি করেছে তা জানা দরকার। জার-সরকার মাথা-পিছু যেখানে খরচ করত ৯০ কোপেক, সেখানে ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করে ৪০ রুবল ক'রে। ১৯৩৩—৩৭ সালে স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১৯·৬ মিলিয়ার্ড রুবল। ১৯৩৫ সালে মেডিকেল কর্মচারী প্রভৃতির বেতন বাড়িয়ে দেওয়ায় এবং নতুন নতুন মাতৃনিবাস ও শিশুসদন গ'ড়ে তোলায় মোট খরচ পড়ে ২৬·৩ মিলিয়ার্ড রুবল।

বিপ্লবের আগেকার হাসপাতালগুলো ছিল নেহাৎ অনুন্নত ধরণের এবং অল্পসংখ্যক। বর্তমানে তার সংখ্যা যেমন গেছে বেড়ে তেমনি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

পরিচালনা করায় জনসাধারণের উপকার হচ্ছে অসাধারণ। লোকজনের থাকার আয়োজনও অনেক করা হয়েছে।

১৯৩২ সালে শহরে ছিল আড়াই লক্ষ শয্যা এবং গ্রামে ছিল ১ লক্ষ শয্যা। ১৯৩৭ সালে শহরে ছিল পৌণে চারলক্ষ শয্যা এবং গ্রামে দেড় লক্ষ।

১৯১৪ সালে শহরে ছিল ১'২৩০টি হাসপাতাল, ১৯৩৬ সালে হয়েছে ৯৪৯৬টি। চিকিৎসকের সংখ্যা ন'গুণ বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে First aid ও Polyclinics ছিল ৪৩৬৭টি ১৯১৪ সালে; ১৯৩৬ সালে সেখানে হয় ১৫,৮১৮টি। চিকিৎসকের সংখ্যা ২১১ পার্শেন্ট বেড়ে যায়।

ডাক্তারের সংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ১৯১৩ সালে ছিল ১৯৭৮৫ জন ডাক্তার, ১৯৩৬ সালে ৯০ হাজার, ১৯৩৭ সালে ১ লক্ষের উপর ডাক্তার। Emergencey ambulance Service-এর খুব বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে। ১৯৩১ সালে এর কেন্দ্র ছিল ১৫৪টি; ১৯৩৭ সালে ৪৬৮টি। শুধু ambulance পাঠিয়েই তারা কর্তব্য সম্পন্ন করে না; রোগীদের প্রাথমিক সাহায্য, অস্ত্রোপচার বা রক্তসঞ্চারণ দরকার হলে তৎক্ষণাৎ তার বন্দোবস্ত করা হয়। দরকার হলে আকস্মিক বিপদাপদে এয়ারোপ্লেনের ও সাহায্য নেওয়া হয়।

দেশ থেকে প্রমেহাদি রোগ নির্মূল করার চেষ্টা চল্‌ছে। ২২টা প্রতিষ্ঠান প্রমেহাদি রতিজ পীড়া সম্পর্কে গবেষণার কাজ

চালাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য বহু হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তি নিরোধের ফলে এই সব রোগও অদৃশ্য হতে চলেছে। কাজেই এই সব রোগ-সংক্রান্ত হাসপাতালের সংখ্যাও কমে আস্‌ছে। কোন কোন স্থানে উপদংশ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল আধুনিক চিকিৎসার দৌলতে সেখানে ৫৭ পার্শেণ্ট কমে গেছে; সংক্রামক ধরণের উপদংশ ৮৭ পার্শেণ্ট কমে গেছে। ১৯১৩ সালে মস্কোতে এই রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৩৯টি; ১৯৩৬ সালে মাত্র ছিল ৫৬ জন।

জারের আমলে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার কেন্দ্র ছিল মাত্র একটি—সেও আবার বন্ধ হয়ে গেলো মহাযুদ্ধের সময়। নানা বিপদপাত সত্ত্বেও ১৯২০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন মস্কোতে রাষ্ট্রীয় ট্রপিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করে; পরে খারকভ, বাকু, টাইফ্লিশ, ইরাইভান,সুকহাম, ষ্ট্যালিনবাদ, এবং আরো অনেক শহরে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে ২০০টি কেন্দ্র এবং ১৯৩৭ সালে ২৪৯০টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ম্যালেরিয়া-প্রিভেনটিভ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরির আয়োজন করা হয়েছে; মনে হয়, শীগগীরই এই রোগের একটা হেস্তনেস্ত করা যাবে।

যক্ষ্মা-নিবারণ কল্পে ৫০০ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ হাজার ডাক্তার গবেষণার কাজে নিযুক্ত। পূর্বে মাত্র শহরেই ৪৩টি

চিকিৎসার কেন্দ্র ছিল। এক্ষণে শহরে ৫৮৩টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৬৫টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে ইউক্রেনে সবিরাম জ্বর, টাইফয়েড বা বসন্তের একটি রোগীর কথাও শুনা যায় নি। Scarlet fever ৩২ পার্শেণ্ট কমে গেছে (১৯৩৬); ডিপ্‌থেরিয়াও অনেক কমে গেছে। কাজেই, মৃত্যুর হারও অনেক কমে গেছে।

কিন্তু লোক-সংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৯১১-১৩ সালে ছিল হাজারে ১৬·১ জন আর ১৯২৬ সালে হাজারে ২৩·১ জন।

'রাষ্ট্রীয় তহবিল' ও 'সামাজিক বীমার তহবিল' থেকে বিপুল অর্থ নিয়োজিত হয় জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য।

	সরকারী তহবিল	সামাজিক বীমার তহবিল
১৯১৩ সালে	১২৮·৫ (Million)	—
১৯২৮-২৯ "	৬৯৯·৪ "	—
১৯৩৩ "	২৫৭৩·০ "	১২২৮·৯ (Million)
১৯৩৪ "	৩২৮·২০ "	[illegible]
১৯৩৬ "	৫০৬৫·০ "	[illegible]

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকীর সময় স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১৯·৬ মিলিয়ার্ড রুবল। কিন্তু ডাক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতনাদি বাড়িয়ে দেওয়ায় এবং মাতৃসদন ও শিশু সদনাদি তৈরির কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করায় মোট খরচ পড়ে ২৬·৩ মিলিয়ার্ড রুবল।

১৯৩৪ সালে বীমাকারীদের অসুখের জন্য দেওয়া হয় ৯১ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল। বীমাকারী ও তাদের পরিবারের জন্য মোট যে ব্যয় হয়, তার পরিমাণ ১১৯ কোটি রুবল।

১৯২৯-৩২ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সময় মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করা হয় ৭৩ কোটি রুবল, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে ৬৩॥ কোটি রুবল এবং ১৯৩৫ সালে ৪৪ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল।

ইউ, এস্, এস্, আরের স্বাস্থ্য-বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি অটুট রাখা। এইজন্য নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তাদের কর্তব্য শ্রমিকদের জীবন-যাত্রাপ্রণালী ও কাজকর্মের অবস্থা গভীরভাবে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন মত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা।

স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে যক্ষ্মার জন্য ১৯৩৪ সালে 'বেড' দেওয়া হয় ৪০৬৭৮ টি।

মা ও সন্তানের সম্পর্কে অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। মা ও সন্তান সম্পর্কে পরামর্শ-কেন্দ্র ক্রমেই বেড়ে চলেছে; ১৯৩০ সালে এইরূপ কেন্দ্র শহরে ছিল ১৪০২টি এবং গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৮১টি।

শিশু এবং কিশোররা বিশেষ রকমের মেডিক্যাল সাহায্য পায়। এই উদ্দেশ্যে নিচেকার প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে:

প্রতিষেধক হাসপাতাল, বিকলাংগদের হাসপাতাল, মানসিক-স্নায়ুতত্ত্ববিষয়ক স্যানোটোরিয়া স্কুল, অরণ্য স্কুল প্রভৃতি।

১৯৩২ সালে দিন ও রাত্রিকার স্বাস্থ্য-নিবাসে ৫৭৯৪টি 'বেড' ছিল। Psycho-neurological School-এ ১৫৮০টি; শিশুদের হাসপাতালে ২২০৩টি; তরুণ কর্মিদের স্বাস্থ্য উপনিবেশে ৫২৬৭টি এবং তরুণ পাইনিয়ার্সদের স্বাস্থ্য-শিবিরে ১০৫৯০টি 'বেড' ছিল।

১৯৩২ সালে শিশুদের ডাক্তার ছিল ৩২১৩ জন।

মেডিক্যাল তত্ত্বাবধান ও সেবার কাজের প্রসার বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তারের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ১৯৩৪ সালে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৮২০০০। যুদ্ধের আগেকার চাইতে চারগুণ বেশি। মেডিকেল ছাত্রদের সংখ্যা ১৯১৪ সালে ছিল ২৩৮৯৩ জন ১৯৩৪ সালে হয় ৬১,৮৩০ জন।

ডাক্তারী ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ২৫৭টি প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৫৪৪৫ জন দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্য বিভাগের মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ইনস্পেক্টরের সংখ্যা ১৯২৮ সালে যেখানে ছিল ২০৫০ জন, সেখানে ১৯৩৪ সালে দাঁড়ায় ৪৫২৬ জন। মহাযুদ্ধের আগে স্বাস্থ্য-বিভাগের ইনস্পেক্টারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭২ জন।

সোভিয়েত তুর্কমেনিয়ার আশখাবাদ

স্বাস্থ্য-সংস্থান

ইউ, এস, এস, আরের স্বাস্থ্য-সংস্থান প্রচুর। হাজার খানেক mineral spring, mud deposit এবং অন্যান্য রোগনাশক শক্তি বর্তমান। স্বাস্থ্য-সংস্থানগুলো তাদের প্রকৃতি অনুসারে নানা পর্যায়ে বিভক্ত ; জল-বায়ুর দিক দিয়ে —ক্রিমিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলস্থ নাগরিক স্বাস্থ্য-নিবাস। পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস—প্রধানত ককেশাসে। তৃণভূমি অঞ্চলের Kumis স্বাস্থ্য-নিবাস। Spas—যেমন, ককেশাস, সুদূর প্রাচ্য, সাইবেরিয়া ও মধ্য রাশিয়ার নির্ঝর বারি, ককেশাসে ও কৃষ্ণসাগরের উপকূল, মধ্য-রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার মাটি-চিকিৎসা।

স্ব স্ব সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পিপুল্‌স কমিশারিয়েট ইউ, এস, এস, আরের যাবতীয় স্বাস্থ্যনিবাসগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাগার

স্বাস্থ্য-নিবাসের health resorts-গুলো ছাড়াও সোভিয়েট রাশিয়ার আর এক ধরণের স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। তাকে বিশ্রামাগার (rest homes) বলা চলে। শ্রমশিল্পে নিযুক্ত কোন কোন শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হলে তারা বিনা খরচে বা সামান্য ব্যয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে অবস্থান করতে পারে। শহরের নিকটে অথচ সুরম্য ও স্বাস্থ্যকর স্থানে এসব বিশ্রামা-

গার তৈরি হয়। ইউ, এস, এস, আরের প্রায় শহরে ও শ্রমশিল্প প্রধান অঞ্চলে আজকাল এরূপ অনেক বিশ্রামাগার আছে।

১৯৩১-৩৩ সালে এই সব বিশ্রামাগারের জন্য ২ৡ কোটি রুবল ব্যয় করা হয়। ১৯২৮ সালে এ সব স্বাস্থ্য-নিবাসে শয্যা (Beds) ছিল ৩৬ হাজার; ১৯৩৪ সালে ৮৬০০০টি। ১৯৩৭ সালে ছিল ৫২৯০০০টি শয্যা; তার মধ্যে ৩,৭১,০০০টি শহরে এবং গ্রামে ২৫৮০০০টি।

১৯৩৪ সালে নানা স্বাস্থ্য-নিবাসে প্রায় ৮৷৷ লক্ষ আগন্তুক (visitors) হয়; তার মধ্যে স্বাস্থ্য-নিবাসের রোগী ছিল ৫৷৷ লক্ষ। এ বছর বিশ্রামাগার (rest homes) আশ্রয় দেয় ১২ লক্ষ লোককে।

শ্রমিক-রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

স্বাস্থ্য ও শ্রমিক বিভাগের কমিশারিয়েট ও সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল (Supreme Economic Council) মস্কোতে একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এর লক্ষ্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্য দেখা এবং technical protection দেওয়া; শ্রমশিল্পে কাজ করার সময় সাধারণ যে-সব রোগ হয়, তার প্রতিষেধক কাজ, সামাজিক বীমার কর্মপদ্ধতি, স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সম্পর্কেগবেষণা করা। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটা লেবরেটরী ও বহু বিভাগ আছে। শ্রমশিল্পের দরুণ

স্বাস্থ্যের সম্পর্কে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানই হল এসবের প্রধান লক্ষ্য।

ব্যায়াম ও খেলা

সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে "All Union Council of Physical Culture" বলে একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আছে। ব্যায়াম ও খেলার প্লান করা ও দেখাশুনা করা তার কাজ। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি Supreme council of physical culture-এর মারফতে তার কাজ চালায়। এর অধীনে রয়েছে জেলা রেজিয়ানেল ও গ্রাম্য Physical Culture Council বা ব্যায়াম পরিষদ।

১৯৩২ সালে ৪০৩২টি খেলার মাঠ ও দৌড়চক্র (Stadium) ছিল; তা'ছাড়া ২০০০টি হল-ঘর, ৬৫০টি জল-ক্রীড়া ও স্কাইইং (ski-ing) কেন্দ্র, ১৮৫টি সাধারণ ব্যায়ামাগার ছিল। ১৯৩৩ সালে এসবের সভ্য ছিল ৬২ লক্ষ লোক—আর এসবের পিছনে ব্যয় হয় ১০ কোটি রুবল। ১৯৩৪ সালে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক কোন-না-কোন ব্যায়ামাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল।

সভ্যজগতে এমন কোন ভাল খেলা নাই যার চর্চা এখানে না হয়; তবে সকলের প্রিয় খেলা হল, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, ও ski-ing (রণ-পা নিয়ে দৌড়ানো)।

১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কোন্ খেলায় কত সভ্য ছিল তার হিসাবে বুঝা যাবে কোন খেলা সবার প্রিয়।

ব্যায়াম (Athletics)	২১ লক্ষ
ফুটবল	১০ লক্ষ
টেনিস	১॥ "
হকি	২॥ "
বাস্কেট বল	১। "
ভলি বল	৮॥ "
Ski-ing (রণ-পা দিয়ে বরফের উপর চলাফেরা)	১০ "
বক্সিং	৬২ হাজার
Wrestling (কুস্তি)	৬০ "
সন্তরণ	৯॥ লক্ষ

রাশিয়ানদের মধ্যে "গোরোডকি" নামে এক প্রকার প্রাচীন খেলা ছিল। বর্তমানে এই সব খেলার সভ্যও ৬ লক্ষের কম নয়।

প্রতি বৎসর নানা রকম প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার সমাবেশ হয়। তাতে নতুন নতুন রেকর্ড স্থাপন করা হয়। ১৯৩৪ সালের শেষে ও ১৯৩৫ সালের প্রথমে athletics-এর প্রায় ৭০ পার্শেন্ট রেকর্ড অতিক্রম করা হয়। সন্তরণেও প্রায় ৫৯টি নতুন রেকর্ড স্থাপন করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সব রকমের খেলা-ধূলায় নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়।

টুরিষ্ট আন্দোলন

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সমগ্র ইউ, এস, এস, আরে টুরিষ্ট আন্দোলন গজিয়ে

উঠেছে। শ্রমিকেরা অথবা যে-কোন কাজে নিযুক্ত লোক এর সদস্য হতে পারে; সদস্যের চাঁদা, পর্যটকদের কেন্দ্র, দোকানপাট থেকে এর তহবিল গড়ে উঠে। রাষ্ট্রও ৫ লক্ষ রুবল দান করে এই তহবিলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও যৌথ কৃষিক্ষেত্র, লালফৌজ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে এর দল গড়ে উঠে। ১৯৩৪ সালে এইরূপ ৯৮২০টি গ্রুপ ছিল। এসবের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার। "Young friends of touring" বলে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তার সংগে যুক্ত স্কুল গ্রুপের মারফতে চোদ্দ বছরের ও তার উপরের ছেলেদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়।

'টুরিষ্ট সোসাইটি' সমগ্র U. S. S. R. জুড়ে ভ্রমণকারীদের জন্য আশ্রয়স্থানাদি তৈরি করে। এই সব ভ্রমণ সাধারণত দশ দিন থেকে একমাস কাল ব্যাপী চলে। খরচাদিও তদনুযায়ীই হয়। ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে ভ্রমণপথ ছিল ৪০টি। ককেশাস, ভলগা, আলটেয়, কাজনেটস্ক-বেসিন, ট্রান্স-পোলার রিজিয়ান প্রভৃতিতে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হয়।

এই দলের স্থানীয় শাখাগুলোও দর্শনযোগ্য স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে বিশেষ উদ্যোগী। ১৯৩৩ সালে প্রায় ২৬॥ লক্ষ লোক এইরূপ ভ্রমণে বার হয়।

সুব্যবস্থিত ভ্রমণ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণকারীরা

ভ্রমণে বার হতে চাইলে এই সোসাইটি তার পোষকতা করে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, উপযুক্ত পরামর্শাদি দেয়।

পর্বতারোহণ ভ্রমণের অতি প্রিয় অংগ হয়ে দাঁড়িয়াছে। ফলে, পর্বত আরোহণে অনেকেই সুদক্ষ হয়ে উঠেছে। সোসাইটির একটা আল্পাইন শাখা আছে; তাতে প্রায় ৮০০ আরোহী। পর্বত আরোহণে দক্ষতা অর্জন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করাই এদের প্রধান লক্ষ্য। একাকী অভিযানকে খুব অনুৎসাহিত করা হয়। সোসাইটির নিয়ম হল, Don't climb mountains alone অর্থাৎ একাকী পাহাড়ে আরোহণ করো না। ককেশাস ও ইউক্রেনে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আল্পাইন আরোহণের জন্য সেখানে প্রায় ৪০০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

ইউ, এস, এস, আরের কয়েকটি উচ্চতম শিখরের অভিযান উল্লেখযোগ্য। পামির পর্বতমালার ষ্ট্যালিন শিখর ৭৪৯৬ মিটার উচ্চ; আলটেয় পর্বতমালার বেলুখা শিখর ৪৫৫০ মিটার; ককেশাস পর্বতের উঝেবা শিখর ৪৭২৫ মিটার। [illegible] স্থানের চূড়ায় উঠা অসম্ভব বলে এতদিন বিবেচিত হ'ত। ৫৮ সংখ্যক লালফৌজ বাহিনীর সৈন্যদের অনেকে মিলে ৫৫৯৫ মিটার উঁচু Mount Elbrus আরোহণ উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার এই যে বিরাট সংগঠন—তার মূলে রয়েছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতি। স্বাস্থ্য-

নিবাস, বিশ্রামাগার কৃষ্টি ও বিশ্রামের উদ্যান-বাটিগুলোর সংগে সংলগ্ন থাকে ব্যায়াম ও খেলার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম। তা ছাড়া, কতকগুলো শ্রমশিল্পে ব্যায়ামের প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব স্থানে বিশেষ রকমের ব্যায়াম করতে হয়। শ্রমশিল্পে কাজ করার সময় সাধারণত যে সব দূষিত রোগ হতে পারে, এসব ব্যায়ামের ফলে তার আর আশংকা থাকে না।

১৯৩১ সালে ককেশিয়া পর্বতমালা দিয়ে রণ-পায়া ভ্রমণ (Ski-tour) পর্বত আরোহণের পূর্ব রেকর্ড ভংগ করেছে।

নৌকা ভ্রমণও অতি প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইউ, এস, এস, আরের নদী ও হ্রদে দলে দলে লোক নৌকা-ভ্রমণে বার হয়। টুরিষ্ট সোসাইটি এই সব ভ্রমণের তালিকা প্রস্তুত ক'রে উপযোগী শিক্ষা দান করে এবং নৌকাদি দিয়ে সাহায্য করে।

আবিষ্কারার্থ পর্যটন সোভিয়েট টুরিষ্ট সোসাইটির অন্যতম কাজ। যে-সব ভ্রমণকারী এই সব দলে যোগদান করে, তারা অনেক সময় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কমিশন নিয়ে বার হয়। তার ফলে অনেক সময় কয়লার খনি, তৈলখনি-খনিজ বিমিশ্র লৌহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই স ভ্রমণের ফলে বহু অনাবিষ্কৃত স্থান আবিষ্কৃত হয়েছ।

বিগত কয়েক বছর ধরে botanical, geodesical ও ধাতব কমিশন নিয়েও ভ্রমণকারীরা বার হচ্ছে।

যান-বাহন

রেলপথ

১৯৩০ সাল পর্যন্ত যান-বাহনের ভার ছিল যান-বাহনের কমিশারিয়েটের উপর। কাজের পরিসর বেড়ে যাওয়ায় রেলওয়ে যান-বাহন ও জল-যান বিভাগ আলাদা করে দু'জন কমিশারিয়েটের অধীন করা হয়। পথ-নির্মাণের ভারও অন্য এক বিভাগের হাতে যায়। তখন থেকে রেল-বিভাগ পিপুলস্ কমিশারিয়েট-ফর-রেলওয়ে বা যান-বাহনের কমিশারিয়েটের হাতে দেওয়া হয়।

রেলপথের দৈর্ঘ্য

মহাযুদ্ধের এবং অন্তর্যুদ্ধের সময় রেলপথের যে সর্বনাশ সাধন করা হয়, তার তাল সামলে উঠতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ঐ সময়ে রেলপথের চার ভাগের এক ভাগ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ৭৭[illegible] সেতু, শত শত রেল ষ্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৩৪টি মেরামতের কারখানা, ৪৮০টি জলের ট্যাঙ্ক, হাজার-হাজার তারের লাইন, ১০৮০০০টি টেলিফোন যন্ত্র, ৪৩০০টি টেলিগ্রাম যন্ত্র নষ্ট করা হয়। কত ইঞ্জিনাদি যে নষ্ট করে ফেলা হয়, তার ইয়ত্তা নেই। এ সব নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েট শাসনে রেলপথের প্রভূত

উন্নতি হয় ১৯১৩ সাল থেকে হাল পর্যন্ত রেলপথের ক্রমোন্নতি-সূচক টেব্‌ল নিচে দেওয়া গেল :—

১৮১৩ সালে ছিল		৫৮১৬২	কিলোমিটার,
১৯১৭	"	৬৩৬৪০	"
১৯৩৩	"	৮২১০০	"
১৯৩৪	"	৮৩২০০	"

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় এশিয়াটিক অঞ্চলে নানাবিধ শ্রমশিল্প গড়ে তোলা হয়। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য দরকার হয় নতুন নতুন রেল লাইন তৈরি করার। তাই এই সময়কার তৈরি নতুন লাইনের মধ্যে প্রায় ৬০ পার্শেণ্ট লাইন এই সব অঞ্চলেই তৈরি হয়। এই সব অঞ্চলে কোন্ কোন্ সাধারণতন্ত্রে কি হারে রেলপথের উন্নতি হয় নিচে তার তালিকা দেওয়া গেল :

টাজিক সাধারণতন্ত্রে		২৩০ %
খিরগিজ	"	১৩০ "
কাজাক	"	১০৩ "
উজবেক	"	৬৫ "
পশ্চিম-সাইবেরিয়া		৫৪ "
ইউরাল অঞ্চলে		৫৪ "

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় ১৪টি বৃহদাকারের রেলওয়ে সেতু তৈরি করা হয়। ডবল লাইন (Double track line) পথও তৈরি হয় অনেক। তুর্কীস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথটির

তৈরি খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন এর গুরুত্ব আছে, তেমনি ভৌগলিক অসুবিধা অতিক্রম করার দরুণ অর্থাৎ সাইবেরিয়া, কাজাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে এই দুই প্রদেশে চলাচল ছিল না বললেই হয়। এই লাইনটি ১৪৪২ কিলোমিটার লম্বা।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় নতুন ২৮৮টি যাত্রীবাহী ও ২৬৬৬টি মালবাহী ইঞ্জিন (Locomotive) যুক্ত হয় পূর্বেকার গাড়ীর সংগে। এ সময়ে শক্তিশালী যাত্রীবাহী ইঞ্জিনের সংখ্যাও বেড়ে যায় ৪৩·৩ পার্শেন্ট থেকে ৫৩·৯ পার্শেন্ট এবং ঐ শক্তিশালী মালবাহী ইঞ্জিনের সংখ্যাও বাড়ে ৪২·৫ পার্শেন্ট থেকে ৫৪ পার্শেন্ট।

মাল চলাচল

মাল চলাচল খুব বেড়ে গেছে—১৯৩২ সালে মহাযুদ্ধের আগেকার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

(১০০০ মেট্রিক টন হিসাবে)

	১৯১৩ সালে	১৯২৫-২৬	১৯৩৪ সাল
শস্য	১৮২৬৪	১৫,৬০০	৪৬৭০০০
কয়লা	২৬,৩৪০	১৯৬৭০	৮১৯০০
তৈল	৫৮০০	৬২৪০	২০,৪০০
জ্বালানি কাঠ	৮৫৮৩	১১৫০০	১৫,৪০০
অন্যান্য পণ্য	৬১,২৪৬	৫২৬২০	—

যাত্রী চলাচল

মেন ও সুবার্বন লাইনে যে-সব যাত্রী টাকা-পয়সা খরচ করে তার হিসাব নিচে দেওয়া গেল—

	মেন লাইনে	সুবার্বন লাইনে
১৯১৩ সালে	১ লক্ষ ৮৪ হাজার	৫৯ হাজার
১৯৩৪ "	৯ " ৪৪ "	৬ লক্ষ ৮৬ "

সোভিয়েট রেলওয়ের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এ ক'বছরে। ১৯৩১ সালে অটোমেটিক ব্লক-সিগ্‌নেলিং প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৪ সালের শেষা-শেষি ২৫৭৯ কিলোমিটার পথে এর নতুন প্রবর্তন হয়। অটোমেটিক-ব্রেকের ব্যবহারও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন।

১৯২৩-২৪ সালে রেলওয়ে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮৫৮,৩০০। রেলওয়ে ব্যবস্থাদি পুনর্গঠনের পর থেকে রেলওয়ে শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

বছরের গড়পড়তা শ্রমিকের সংখ্যা নিচে দেওয়া গেল :—

১৯২৩-২৪ সালে	৮০২,৩০০
১৯৩৪ "	১,৩০০,০

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

বাকুর সেবাঞ্চি ও সুরাখান রেলওয়ে লাইনে ১৯২৬ সালে প্রথম বিদুৎ ব্যবহার করা হয়। ইউ, এস, এস, আরে এই প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহার।

আজকের রাশিয়া

১৯২৯ সালে উত্তরাঞ্চলের রেলপথে দুটো শাখা লাইনে—মস্কো মিটিসি ও মিটিসি-বলশেভো লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

১৯৩১ সালে মেন-লাইনগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবর্তন শুরু করা হয়। তখন সুরাম অঞ্চলে, ট্রান্স-ককেশিয়ায় এবং কিশেল-শুশভ লাইনে (পার্ম রেলওয়েস্) বিদ্যুৎ প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি ইলেকট্রিক লাইনের পরিমাণ ৩৭৯ কিলোমিটার; তন্মধ্যে ২০৩ কিলোমিটার সুবার্বন লাইনে এবং ১৭৬ কিলোমিটার মেন লাইনে।

দ্বিতীয়-পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় সাইবেরিয়া, ট্রান্স-ককেশিয়া, য়ুরোপীয় রাশিয়া, ইউরাল, ইউক্রেন এবং ভলগা অঞ্চলের মেন লাইনে ইলেকট্রিক যোজনা করা হয়। এর পরিমাণ ৬,১৬১ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ৪,৪২১ কিলোমিটার ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়।

মস্কোর মাটির নিচেকার রেলপথে ইলেকট্রিক সংযোজনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালে। এর জাল ৮০ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। এর প্রথম সেকসন ১১.৫ কিলোমিটার লম্বা। ১৯৩৫ সালের গোড়াতেই এ পথে চলাচল আরম্ভ হয়।

আকাশ পথ

সোভিয়েট ইউনিয়নে Civil aviation প্রবর্তিত হয় ১৯২২ সালে। পশ্চিম-য়ুরোপ ও আমেরিকায় অনেক আগেই তার প্রবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ইউনিয়ন এরোপ্লান ব্যাপারে এত উন্নত হয়েছে যে, সমগ্র জগত অবাক-বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে গৌরব করবার তাদের অনেক কিছুই আছে। এরোপ্লান চালনায় সুদক্ষ হওয়ার ফলে বৈদেশিক চালক (aviators) নোবাইল ও ম্যাটার্ণের (Nobile এবং Matteru) প্রাণ রক্ষা হয়। ১৯৩৪ সালে সেলিয়ুস্কিনাইট (Chelyuski-nites) এরোপ্লান চড়ে নর্থ পোলে যান বৈজ্ঞানিক-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। এরোপ্লান বিকল হয়ে বরফের উপর পড়ে যায়। অন্য এরোপ্লান যেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। নর্থ পোল হয়ে আমেরিকা গমনও কম বিস্ময়কর নয়। এই সব সাফল্যের জন্য সোভিয়েট এরোপ্লেন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সোভিয়েট তরুণ এবং তরুণীরা সমোৎসাহে এরোপ্লেন চালনায় সুদক্ষ হচ্ছে। প্যারাসুট থেকে লাফিয়ে পড়াতো খেলার সামিল হয়ে পড়েছে।

বলেছি, ১৯২২ সালে প্রথম আকাশ-পথে তারা ধাওয়া করতে শুরু করে। মস্কো থেকে কনিক্সবার্গে প্রথম লাইন খোলা হয়, পরে বার্লিনের• সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। লণ্ডনের সংগেও যোগা যাগ স্থাপিত হয়েছে। ১৭ ঘণ্টায় মস্কো থেকে লণ্ডনে যাওয়া যায়।

১৯২৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ানের অভ্যন্তরেও লাইন খোলা শুরু হয়। প্রথম লাইন মস্কো থেকে গোর্কি—আগেকার নিজনিনোভগরড। কাজানের সাথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক জীবনেও এরোপ্লেনের স্থান কম নয়। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মেন ও লোকেল লাইনের পরিমাণ ছিল ৪২,৪৪০ কিলোমিটার। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন। তার উপর তখনো উত্তর ও মধ্য-এশিয়ার ভাল রাস্তা-ঘাট তৈরি হয়নি, অথচ চারদিকেই নানাবিধ শ্রমশিল্প গড়ে উঠছে। পর্বতাঞ্চল ও মরুভূমি অঞ্চলে এরোপ্লেনই সম্বল হয়ে দাঁড়াল।

আকাশ-পথে চলাচলের ক্রমোন্নতির তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

	লাইনের দৈর্ঘ্য	যাত্রী	মাল
১৯২৫ সালে	৪৯৮৪ কিলোমিটার	৩,৩৯৮ জন	২৬·০ টন
১৯৩০ ”	২৬,৩১৬ ”	১২,০১৩ ”	২·৫০·৯ ”
১৯৩৪ ”	৪২,৪৫০ ”	৬৮,৫৭০ ”	৯২৯৪,০ ”

শ্রমশিল্পে যাত্রী ও মাল চলাচল ছাড়া কৃষিকাজেও এরোপ্লেনের উপকারিতা কম নয়। ১৯৩৪ সালে ৪১৫,০০০ হেকটার জমি যান্ত্রিকতার সাহায্যে আবাদ করা হয়; তন্মধ্যে ১৩৮,৮০০ হেকটার জমিতে এরোপ্লেনের সাহায্যে বীজ বুনা হয়।

তা' ছাড়া হয়ত মাঠের উপর মেঘ জমাট হয়েছে—বৃষ্টি পড়লে শস্যের হানি হতে পারে। এরূপ অবস্থায়, অনেকগুলো এরোপ্লেন আকাশে উঠে মেঘগুলোকে হটিয়ে দেয়। হয়ত কোন সময় বৃষ্টির দরকার, অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না। কতগুলো এরোপ্লেন জল নিয়ে উপরে উঠে গিয়ে জল ছড়িয়ে দিয়ে শস্য রক্ষা করল।

এরোপ্লেনের সাহায্যে এখন শস্য নষ্টকারী পোকাদির সংগে সংগ্রাম চালানো হয়। কোন স্থানে তারা আছে জান্‌তে পারলেই এরোপ্লেনের সাহায্যে তাদের বিনাশ করা হয়। আগে অনেক পরিমাণ শস্য এদের কবলে নষ্ট হত। ম্যালেরিয়ার উৎপাদনকারী মশক-বিনাশও তাদের অন্যতম কাজ। এরোপ্লেন নিয়ে এখন শিকারও করা হয়। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক অভিযানেও এরোপ্লেন বহু কাজ করে। ফটোগ্রাফি এবং মৎস্য শ্রমশিল্পেও এখন এরোপ্লেন ব্যবহার করা হয়।

নিজেদের দেশের মাল-মসলা দিয়েই এখন এরোপ্লেন তৈরি হয়।

১৯২৮ সালে ঃ — সমগ্র জন-সংখ্যার

মজুর ও অন্যান্য কর্মচারী ছিল	১৭'৩	পার্শেণ্ট
যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কৃষক (সমবায়ের হস্তশিল্পী বা Handi-craftsman সহ)	২'৯	,,
ব্যক্তিগত কৃষক (সমবায়ভুক্ত হস্তশিল্পী যারা নয়)	৭২'৯	,,
পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান (নেপমেন, ও কুলক বা ধনী চাষী)	৪'৫	,,
বিবিধ জনসংখ্যা (ছাত্র, সৈন্যবাহিনী, পেন্সনভোগী)	২'৪	,,
	১০০ পার্শেণ্ট	

আর ১৯৩৯ সালে ঃ

মজুর ও অন্যান্য কর্মচারী	৩৪'৯
যৌথ কৃষিক্ষেত্রের কৃষক (কো-অপারেটিভের হস্তশিল্পীসহ)	৫৫'৩
ব্যক্তিগত কৃষক, কো-অপারেটিভ ছাড়া হস্তশিল্পীসহ	৫'৬
বিবিধ (ছাত্র, সৈন্য-বাহিনী ও পেন্সনভোগী	৪.২
	১০০ পার্শেণ্ট

উপরোক্ত সূচী থেকে আমরা দেখতে পাই সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন সমাজ মজুর ও কৃষকদের নিয়েই প্রধানত

গড়ে উঠেছে। নিচে আমরা তাদের বর্তমান অবস্থাদি নিয়ে আলোচনা করব।

মজুর—

পদদলিত, ক্ষুৎপীড়িত মজুররা আজ শাসন-ভার হাতে পেয়েছে—অপর কোন শ্রেণীর উপর তারা কর্তৃত্ব লাভ করেনি, নিজেদের দেশে নিজেরাই শাসকশ্রেণীরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। নানা দিক থেকে তাদের অবস্থা ফিরে গেছে, আর্থিক দিক দিয়ে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, বেকার হবার তাদের ভয় নেই; কৃষ্টির স্তর উত্তরোত্তর উন্নীত হচ্ছে; নিজেদের দেশে, পরের দেশে তাদের মর্যাদা বেড়ে গেছে।

টেক্‌নিকাল শিক্ষাদি পাবার ফলে ফ্যাক্টরী, কারখানাতে তাদের নৈপুণ্য দ্রুত-বর্ধনশীল হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে ফ্যাক্টরীর উৎপাদন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সংগে সংগে তাদের আয়ও বেড়ে যাচ্ছে। তাদের সংগে একটু কথাবার্তা চালালেই বুঝা যায়, রঙীন আশায় তারা কত আশান্বিত—বিগত ২২।২৩ বছর ধরে তারা এর জন্য যে দাম দিয়েছে, যে দাম এখনো তারা দিচ্ছে, তার দিকে তারা কতই না সচেতন। তারা এখন আর স্বল্প বেতনধারী কোন ফ্যাক্টরীর মালিকের খেয়ালের দাস নয়; এখন তারা কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে ফ্যাক্টরী আদি চালায়—নিজেরাই তার মালিক—তার উন্নতির সংগে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের এখন সর্ববিধ

উন্নতির পথ উন্মুক্ত, সুপ্রসারিত ক্ষেত্র পড়ে আছে তাদের কাজ করার, সকলের সংগে সমান মর্যাদায়। তাদের ন্যায় তাদের ভাবী সন্তান-সন্ততিরও উন্নতির পথ উন্মুক্ত।

১৯৩১ সাল থেকে দেশে বেকার বলে কিছু নেই। ১৯২৮ সালে শারিরীক ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ; তা সত্বেও বেকার ছিল ১৫ লক্ষ ৭৬ হাজার। ১৯৩৬ সালে সর্ববিধ শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ—বেকার ছিল না মোটেই। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে যে-সব শ্রমিক তাদের উপর নির্ভরশীল লোকদের নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বেকারজনিত যে-জ্বালা ভোগ করে, তারা—শুধু তারাই বুঝবে বেকার-সমস্যার সমাধান জিনিষটা কি। ধনীর দুলাল যারা, সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে যারা বাস করে তারা তাদের জ্বালার কি বুঝবে!

সাধারণ শ্রমিকদের শ্রমদিবস সাত ঘণ্টা করে। যারা খনিতে বা অস্বাস্থ্যকর কাজে নিযুক্ত তাদের শ্রমদিবস ছ'ঘণ্টা করে। শত করা ৮০ জন লোকের প্রতি পাঁচ দিনের পর যষ্ঠ দিন ছুটি—বাকি ২০ জনের যারা অস্বাস্থ্যকর কাজে নিযুক্ত তারা প্রতি চার দিন অন্তর অন্তর প্রতি পঞ্চম দিনে ছুটি পায়।

ট্রেড-ইউনিয়নের সম্মতি নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে ১৪ বছর থেকে ষোল বছরের ছেলেরা ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে পারে।

তার কম বয়স্ক ছেলেরা কোন ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে পারে না। ১৪ বছর থেকে ষোল বছরের ছেলেদের শ্রমদিবস চার ঘন্টা আর ১৬ থেকে আঠারো বছরের ছেলেদের শ্রমদিবস ছ'ঘণ্টা। তাই বলে সেই কাজের পূর্ণ বয়স্কদের চাইতে তাদের কম বেতন দেওয়া হয় না। চৌদ্দ বছর থেকে যে সব ছেলেরা 'ফ্যাক্টরী ওয়ার্কশপ স্কুলে' ভর্তি হয়, তাদের ছ' ঘণ্টা সেখানে থাকতে হয়; তাদের তিন ঘণ্টা কাটে লেখাপড়ায় আর তিন ঘণ্টা কাটে কারখানার বিদ্যালয়ে। ৪০ থেকে ৫০ রুবল করে তারা এখানে বৃত্তি পায়। অন্যান্য অল্প-বয়স্ক শ্রমিকদের ন্যায় তারাও বছরে এক মাস করে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পায়—তার জন্য বেতন কাটা যায় না।

বিশেষ অবস্থাধীনে ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতি নিয়ে, বিশেষত, যারা কাজ করবে তাদের সম্মতি নিয়েই শুধু অতিরিক্ত সময় (over-time work) কাজ করানো চলে। অতিরিক্ত কাজের জন্য বিশেষ ভাতার বন্দোবস্ত আছে। ১৮ বছর বয়স্ক ছেলেদের, গর্ভবতী মেয়েদের বা শিশুকোলে মায়েদের অতিরিক্ত কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ।

সর্ববিধ কাজে নারীদের উৎসাহিত করা হলেও যে-কাজে শারিরীক পরিশ্রম অত্যধিক বা যে-সব কাজ অস্বাস্থ্যকর সে-সব কাজে মেয়েদের নিযুক্ত করা হয় না।

বছরে দু' সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহের ছুটি বরাদ্দ আছে

সকল শ্রমিকদের জন্যই। তাছাড়া আরো ৫টি সরকারী ছুটির দিন আছে। এসব ছুটির দিনেও তারা পুরো বেতন পায়।

১৯২৮ সালে যেখানে শ্রমিকের গড়পড়তা বাৎসরিক বেতন ছিল ৭০৩ রুবল, ১৯৩৬ সালে তা হয় ২,৭৭৬ রুবল। ১৯৩৭ সালে ৭ থেকে ৮ পার্শেণ্ট হিসাবে এবং ১৯৩৮ সালে আরো ৮ থেকে ১০ পার্শেণ্ট বেড়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর সময় তাদের বেতন প্রায় ৩·৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। খনি, ধাতু, তৈল, মেশিন-গঠন শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেকার কেউ না থাকায়, বিশেষ করে সকল প্রকার কাজে মেয়েদের উৎসাহিত করার সংগে সংগে শিশুদের সুব্যবস্থার আর অন্ত নেই! ফলে, শ্রমিক-পরিবারের আয় উপরোক্ত গড়-পড়তা আয়ের চাইতেও অনেক বেশি। ১৯৩০ সালে প্রতি শ্রমিক-পরিবারের গড়-পড়তা মাসিক আয় ছিল ৩৭·৫১ রুবল; ১৯৩৬ সালে মাথা-পিছু মাসিক আয় দাঁড়ায় ১৪০ রুবল। তার মানে, যে পরিবারে ৫ জন লোক তার আয় ৭০০ রুবল। অবশ্য যে-পরিবারে ষ্টেখানোভাইট আছে তাদের আয় তার চাইতেও অনেক বেশি। অনিপুণ শ্রমিক-পরিবারের আয় অবশ্য তার চাইতে কিছুটা নিচে। তবে এই সব অনিপুণ শ্রমিকদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। শুধু উপরোক্ত আয় দিয়েই তাদের যথাযথ চিত্র বুঝা যায় না। কারণ সামাজিক বীমা থেকে

তারা আরো ৩৪ পার্শেণ্ট আয় পায়; এতে তাদের দিতে হয় না কিছুই—সামাজিক বীমার মারফতে ছুটির দিনে বিশ্রামাগার বা স্বাস্থ্যনিবাসে কাটানো বা শিশুসদন, ক্লাব, কিণ্ডার গার্টেন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের এইটে দেওয়া হয়। কাজে অশক্ত হয়ে পড়লে, সন্তানের জন্মের দু'মাস আগে ও দু'মাস পরের দাতারূপে, শিশুদের খাদ্য রূপে এ-সব সেবা করা হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকীর সময় সামাজিক বীমা এ সব বাবদে খরচ করে ১০০৮ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল এবং দ্বিতীয় বার্ষিকীর সময় চার বছরে (১৯৩৩-৩৬ সালে) ২৬৪৬ কোটি ২২ লক্ষ রুবল খরচ করে। ২৫ বছর কাজ করার পর ৬৫ বছরে পুরুষদের এবং ২০ বছর কাজ করার পর প্রত্যেক নারী-শ্রমিকদের উপযুক্ত পেন্সন দেওয়া হয়।

বিশ্রামাগার বা স্বাস্থ্যনিবাসে সকল শ্রমিকদের প্রয়োজনানুরূপ সুব্যবস্থা করে তোলা না গেলেও ১৯৩৬ সালে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক বিনা খরচে এখানে থাকতে পায়; তাছাড়া, যারা খানিকটা খরচ দেয় তাদের সংখ্যাও ১০ লক্ষের কম নয়। বিনা খরচে যারা এসব স্থানে যায় তারা যাওয়া-আসারও খরচ পায় এসব স্থান থেকে। প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক মাসাধিক কাল নানা health resorts-এ বা গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যনিবাসে কাটায়। এর আদ্দেকই বিনা খরচে থাকতে-পরতে পায় এ সময়। তাছাড়া অনেক শহরেই এমন-সব বিশ্রামস্থলী

আছে যেখানে সপ্তাহের পরিশ্রমের পরে একদিন তারা আমোদ-প্রমোদে কাটাতে পারে।

এসব ছাড়া খরিদ্দারদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের (consumer's co-operative) দৌলতে তারা অনেক কম দামে তাদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি পায়। ১৯৩৫ সালে জিনিস-পত্রের যে দাম ছিল ১৯৩৬ সালে তার চাইতে ১৯ পার্শেণ্ট কমে যায়।

এ সবের ফলে এখন প্রত্যেক পরিবারই প্রচুর পরিমাণে মাংস, দুধ, ডিম, মাখন এবং অন্যান্য মিষ্টি আদি খেতে পায়। জুতা কাপড় প্রভৃতির দামও অনেক কমে যায়। তা সত্ত্বেও, তারা এখন এসবের জন্য শতকরা ৫০ পার্শেণ্ট বেশি খরচ ক'রে থাকে। তাছাড়া তৈজসপত্রাদি, বিশেষ ক'রে পুস্তকাদির জন্য খরচও ক্রমেই তাদের বেড়ে চলেছে।

ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের ফলে তাদের কৃষ্টির স্তর অনেক উপরে উঠেছে—তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা এখন ৯৭ পার্শেণ্টের কম নয়।

কৃষক

লেনিন বলতেন, ট্রাকটার, আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ ব্যাপক ভাবে প্রবর্তন ক'রে ছোট ছোট কৃষকের আর্থিক বনিয়াদ বদলে দাও, দেখবে তার ব্যক্তিগত মনস্তত্বও বদলে

গেছে। যেসব ভ্রমণকারী সোভিয়েট গ্রামাঞ্চলে গিয়েছেন তাঁদের বর্ণনায় তার সত্যতার আকাঠ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার শতকরা ৫৫ জন আজ কৃষি সমবায়ে যোগ দিয়েছে। মেশিন-ট্রাক্টার কেন্দ্র তাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি—ট্রাকটার, কম্বাইন প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে। সমবায়ে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়ে তা থেকে যন্ত্রপাতির বাবদে তাকে একটা খরচ দিয়ে দেওয়া হয়। বাকিটা মেম্বারদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফসল তারা সবাই পায়। প্রয়োজনীয় ফসলের অতিরিক্তটা ইচ্ছা করলে তারা বাজারে বিক্রী করেও দিতে পারে। তাছাড়া, যার যতটা শ্রমদিবস দাঁড়ায় সে অনুসারে অর্থও পায়। একদিনের 'শ্রম দিবসে' একদিনেরই শুধু মাইনে দেওয়া হয় এমন নয়। শ্রম দিবসে একজন যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তার চাইতে কাজের নর্ম (norm) বা আদর্শ অনেক কম। তাই এক একজন 'নর্মের' দ্বিগুণ তিনগুণ কাজ করে যায়। তাই তাদের একটি 'শ্রম দিবসে' দুই বা ততোধিক 'শ্রমদিবস' বলে গণ্য হয় এবং সে-মতে মজুরীও তারা পেয়ে থাকে। কেউ কেউ [illegible]র-পাঁচশ 'শ্রম দিবস' ও পেয়ে থাকে।

প্রত্যেক সমবায়ে দু'তিনশ পরিবার থাকে। তাদের নিজস্ব গরু বাছুর, হাস মুরগী, ছাগল, ভেড়া, শূকর ছোট-খাট বাগানও থাকে।

আজকের রাশিয়া

একটা কোলখোজ বা যৌথ কৃষি-ফার্মের বর্ণনা দিয়ে গড়পড়তা যৌথ কৃষি-ফার্মের বিকাশের ধারা বুঝাতে চেষ্টা করব। নিপ্রোপোট্রভস্ক্ যৌথ কৃষি-ফার্মের জনৈক কৃষক ১৯৩৬ সালে মস্কোতে এক সভায় তাঁদের কৃষি-ফার্ম সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন,

আমাদের কৃষিফার্ম রিম্যান ও রিকভ নামক যে দু'জন জমিদারের জমিতে গঠিত হয়েছে এখন তারা সেখানে গেলে চিনতেই পারবে না-যে কোনদিন এ জমি তাদের ছিল। ১১,৮০০ হেক্টর নিয়ে আমাদের কৃষিফার্মটি গঠিত হয়েছে। আগেকার মালিকরা আদিমযুগসুলভ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করাতেন। আমাদের ফার্ম গঠনের সময়ে কতকগুলো জায়গা ছোট-খাট ঘর-বাড়ী দিয়ে ভরে রাখা হয়েছিল, কতকগুলো জায়গা নানা আগাছায় ভরে উঠে, আবার কতক জায়গা তৃণভূমি বা Steppe ছিল। বর্তমানে,রাষ্ট্রের সাহায্যে আমরা এই অকেজো জমিকে ফলবন্ত করে তুলেছি, আমরা সেখানে কুড়িখানেক ইটের বসতবাটী তুলেছি, তাছাড়া আস্তাবল, মুরগী শূকরের থাকার আস্তানা গড়ে তুলেছি। ৯টা কামার-শালা, ১০টা কাঠের কারখানা, ৩টা পাম্পিং কেন্দ্র, একটা বৈদ্যুতিক কেন্দ্র, যান্ত্রিক তুলা শুকানোর যন্ত্রঘর, পনীর তৈরির প্ল্যাণ্ট প্রভৃতি গড়ে তুলেছি। আমাদের চারটা মোটরকার আছে, বহু ট্রাকটার, কম্বাইনও ক্ষেতে খাটছে।

আজকের রাশিয়া

রিম্যান ও রিকভের বল্‌তে কোন-কিছুরই অস্তিত্ব সেখানে আর পাওয়া যাবেনা। সব-কিছুই পুনর্গঠিত হয়েছে বা নতুন করে গঠিত হয়েছে—সব-কিছুই এমন মজবুত ও আধুনিকভাবে গঠিত যে তারা এমনটা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। অতি সুবৎসরে তারা প্রতি হেক্টরে জোর উৎপন্ন করেছে ৪০ থেকে ৫০ পুড [১] গম, তার চাইতেও কম পেয়েছে রাই (rye)। জলবায়ুর দিক দিয়ে বিশেষ অসুবিধাজনক স্থানে হলেও আমাদের যৌথ ফার্মে ১৯৩৬ সালে প্রতি হেক্টারে ৭৫ পুড গম এবং ৯০ পুড করে 'রাই' পেয়েছি—যদিও সেবার ফসল ভাল হয় নি। তাছাড়া তুলা, বিট, পশম, চামড়া, ডেয়ারী-জাত দ্রব্যাদিও পাওয়া গেছে অনেক।

আমরা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপন্ন করে সমগ্র দেশকে সাহায্য করেছি, আমাদের মেম্বাররাও তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজের ও রাষ্ট্রের সংগে কি ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের সমন্বয় ক'রে চলা যায় তা আমরা শিখেছি।

কৃষকদের দীন, ক্ষুৎপীড়িত, খালি পা ও ছেঁড়া-কাপড়-পরা চেহারা এখন আর চোখে পড়ে না, তারা এখন আর নোংরা, মূর্খ ও মূক নয়। যৌথ কৃষিক্ষেত্রে তারা যে-কাজ করে তার জন্য শুধু অর্থ ও উৎপন্ন ফসলের অংশই শুধু তারা পায় না, তাদের নিজেদের অধিকাংশেরই গরু, শূকর, ভেড়া, পাখী

---

[১] ১ পুড—৩৬ পাউণ্ডের সমান।

প্রভৃতি আছে। ছেলেরা যথাসময়ে স্কুলে যায়। আমাদের অনেকের ছেলেমেয়েই মাধ্যমিক, উচ্চ-বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কেউবা কৃষিবিজ্ঞান পড়ছে, কেউ পড়ছে জীব-বিজ্ঞান, কেউ হয়ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে, কেউ-বা বিমান-চালনা, ডাক্তারি কিংবা শিক্ষকের উপযোগী শিক্ষা আয়ত্ব করছে। আমরা এখন শির দাঁড়া করে চল্‌তে শিখেছি, নিদারুণ খাটুনী ও উপবাসের চাইতে পূর্ণাংগ জীবনের মধ্য থেকে আমরা অনেক-কিছু শিখেছি, জীবনের আস্বাদ পেয়েছি। হাঁ, আমাদের আগেকার মনিবরা ফিরে এলে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হবেন এই বলে যে, তাদেরই পূর্বেকার গোলামরা এখন আর একই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী নিয়ে পশু-জীবন যাপন করেনা, তার বদলে তারা দিব্যি ইটের আরামপ্রদ বাটীতে দিন কাটাচ্ছে—তাতে আছে বৈদ্যুতিক আলো. রেডিও, তাছাড়া কত-কি সুযোগ-সুবিধা ও রয়েছে—যা আমরা আগে কল্পনাও করিনি। তারা দেখতে পাবে, চাষী-ছেলেরা আগের মতো কাদায় পড়ে খেলা করেনা কিংবা অযত্নে মাছির মত মরেওনা; তার বদলে তারা এখন মনোহর 'শিশুসদনে' খেলা করে, যত্ন-আত্তির অভাব নেই—হয়ত-বা তাদের নিজেদের ছেলে-পেলেরাও এমন যত্ন-আত্তি পায় নি।

১০ হাজার রুবল খরচ করে আমরা যে পাঠাগার তৈরি করেছি কিংবা বহু টাকা খরচ করে আমরা যে সিনেমা গৃহ,

টেলিফোন এবং আজব উপসাগরের তীরে বিশ্রামাগার তৈরি করেছি তা দেখে তারা চোখ রগড়াবেন ছাড়া আর কি!”

এ হ'ল গড়পড়তা কৃষিফার্মের দৈনন্দিন চিত্র। কৃষির উন্নতির জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। রাষ্ট্রের সাহায্যে চারদিকে বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। নদীর গতি ফিরিয়ে এনে কত অনুর্বর স্থানকে উর্বর-করে তোলা হয়েছে! কৃষি-তত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশিষ্ট ধরণের সার প্রয়োগ করে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপাদনের গবেষণায় সফলকাম হয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বলে পুঁজিতান্ত্রিক দেশের লোকেরা যখন মারণাস্ত্র তৈরির দিকেই ঝোঁক দিয়েছে, তখন তাঁরা এই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েই কি করে জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন তার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন।

বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্রে ট্রাকটারের সাহায্যে চাষাব চলছে, এরোপ্লান দিয়ে বীজ ছড়ানো হচ্ছে, কোন যন্ত্র দিয়ে চাড়া গাছ পোতা হচ্ছে, কম্বাইনের সাহায্যে শস্য কাটা, ঝাড়াই, বস্তাবন্দী করা হচ্ছে, অন্যদিকে খড়গুলো আটি-বদ্ধ হয়ে স্তূপীকৃত হচ্ছে। এমনি যান্ত্রিকভাবে সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। আগেকার মত চাষীদের হাড়-ভাংগা খাটুনি খাটতে হয় না—বিজ্ঞান তাদের এ উপকার করেছে।

যে এরোপ্লানের সাহায্যে নিরীহ জনগণকে পুঁজিতান্ত্রিক

দেশে হত্যা করা হয়, সে এরোপ্লানের সাহায্যে কত জন-হিতকর কাজ করা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই।

কোন বিরাট ক্ষেতের উপর মেঘ জমা হয়েছে, বৃষ্টি হলে সমূহ ক্ষতি। খানকয়েক বিমান আকাশে উঠে গেল, মেঘগুলোকে দিল সরিয়ে। ক্ষেত রক্ষা পেল। বৃষ্টি না হলে ফসল নষ্ট হতে পারে, উঠে গেল আকাশে ক'খানা বিমান জল নিয়ে। দিল সমগ্র মাঠের উপর জল ছিটিয়ে। খবর পেল পঙ্গপাল আসছে, কাছে কোন জায়গায় তারা আস্তানা নিয়েছে, অমনি ক'খানা এরোপ্লান চলে গেল তাদের আস্তানার দিকে, দিল সব মেরে উজাড় করে।

এককথায় সোভিয়েট রাষ্ট্র আসাধ্য সাধন করছে কৃষি কাজের উন্নতির জন্য।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত ক'বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে রাজনৈতিক শক্তিও এ সময়ে প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল শিল্প ও কৃষির পুনর্গঠন। বিগত কয়েক বছরে আধুনিক নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। সাবেক ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে জমি

চাষ করে এমন কৃষক আর নেই। থাকলেও তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এখন তারা যৌথ কৃষিক্ষেত্রে মিলিত হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে জীবন কাটাচ্ছে।

উৎপাদন-প্রণালী এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর যে-কোন উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়নে যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিয়েছে। শোষকশ্রেণী সমাজ থেকে লুপ্ত হয়েছে, কৃষক মজুর এবং বুদ্ধিজীবীরা আজ শ্রমশীল জনসাধারণে পরিণত। সোভিয়েট সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত নানা জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব বিরাজমান। এই সবের ফলে দেশের রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এর পরিণতি ঘটেছে জগতের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে।

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়েছে।

শিল্প

সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রে শিল্পোন্নতি শুধু দেশের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি দিয়েই প্রমাণিত হয় না। একদিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংগঠিত শিল্পসমূহের অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রসার লাভ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত শিল্পসমূহের বিলোপ—ইহা দ্বারাও

আজকের রাশিয়া

সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রে যে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ হয়। দেশের মোট শিল্পজাত পণ্যের ৯৯.৯৭ ভাগ আজ উৎপন্ন হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত শিল্প থেকে; মাত্র শতকরা .০৩ ভাগ উৎপন্ন হয় ব্যক্তিগত শিল্প থেকে।

ব্যক্তিগত শিল্পের বিলোপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। ব্যক্তিগত শিল্প বিলোপ হওয়ার কারণ দুটি: প্রথমত সমাজ-তান্ত্রিক আর্থিক-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক আর্থিক-ব্যবস্থার চাইতে শ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ফলে সমস্ত শিল্পে নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে। উৎপাদন প্রণালী এবং শিল্পের উন্নতির দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রে যে হারে শিল্পের উন্নতি হচ্ছে তাতেও সে প্রধান প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। মহাযুদ্ধের আগে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হত বর্তমানে তার ন'গুণ বেড়ে গেছে। অথচ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন ঐ তুলনায় মাত্র শতকরা ২০ কিম্বা ৩০ ভাগ বেড়েছে।

শিল্পের ন্যায় কৃষিতেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে অন্যদিকে আবার তেমনি ব্যক্তিগত চাষাবাদ উত্তরোত্তর লোপ পেয়েছে। ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ঘর কৃষক অর্থাৎ কৃষকদের

শতকরা ৯৩·৫ জন যৌথ চাষাবাদে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে কুটিরশিল্পী ধরা হয়নি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যৌথ চাষাবাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে; বর্তমানে দেশে শুধু সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চাষাবাদ চলেছে। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য বেশি পরিমাণে উৎপাদনে সক্ষম।

যৌথ চাষাবাদের ফলে আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাদের সাহায্য ব্যতীত শিল্পের প্রসার সাধন সম্ভব ছিল না, আবার যন্ত্র-শিল্পের প্রসার সাধন ছাড়া শিল্পজাত পণ্যের জন্য কৃষকদের ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মেটান অসম্ভব ছিল। যৌথ চাষাবাদে যেরূপ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাতে তারা সহজেই কিছু পরিমাণ লোককে রেহাই দিতে পারে। ঐ সব লোককে যদি শিল্প, কারখানায় নিযুক্ত করা যায়, তাহলে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার পূর্বাপেক্ষা শতকরা ১৭৮ ভাগ বেড়ে গেছে।

যৌথ চাষাবাদে উৎপন্ন পণ্যের খুচরা বিক্রীও শতকরা ১১২ ভাগ বেড়ে গেছে। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সংগে জনসাধারণের জীবন-যাত্রা প্রণালীর উন্নতিও একসূত্রে গ্রথিত।

দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে আগত গৃহ-হারা নিরন্ন কৃষকদের জন্য এখন আর কাজের সন্ধান করতে হয় না; তাদের আর এখন অনাহারে দিন কাটাতে হয় না।

আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক অবস্থা—

১৯৩৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে আয় ছিল ৪৮৫০ কোটি রুবল; ১৯৩৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫০০০ কোটি রুবল হয়েছে। ১৯৩৩ সালে মজুর ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ, ১৯৩৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২ কোটি ৮০ লক্ষ। মজুর ও কর্মচারীদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি [illegible] ৩৪৫৯ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল থেকে এ সময়ে দাঁড়ায় ৯৬৪ [illegible] কোটি ৫০ লক্ষ রুবল।

১৯৩৩ সালে শিল্প কারখানায় মজুরদের গড়ে বাৎসরিক মজুরী ছিল ১৫১৩ রুবল; ১৯৩৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৪৪৭ রুবল। ১৯৩৩ সালে যৌথ চাষাবাদে নগদ আয় ছিল ৫৬৫১ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল; ১৯৩৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১৮০ কোটি ১০ লক্ষ রুবল হয়।

আজকের রাশিয়া

কৃষ্টিগত উন্নতি—

কৃষ্টিগত উন্নতির দিক দিয়ে বিগত ক'বছরে বিপ্লবের যুগ বলা যায়। এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। স্কুলে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের সংখ্যাও বেড়েছে। নূতন এক সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে থেকেই এর উদ্ভব হয়েছে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের তুলনায় আধুনিক সোভিয়েট সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখন আর সোভিয়েট সমাজে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী নেই, শোষকশ্রেণীও নির্মূল হয়েছে। কৃষক মজুর এবং বুদ্ধিজীবীরা এখন এই সমাজে পরস্পরের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করে বসবাস ও কাজকর্ম করছে। এর উপর ভিত্তি করেই সোভিয়েট সমাজের নৈতিক ও রাজ-নৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন জগতের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে।

পররাষ্ট্র নীতি

সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য।

আজকের রাশিয়া

ষ্ট্যালিন বলেন,

প্রথমত, আমরা শান্তি চাই এবং সকল দেশের সংগে ব্যবসা-সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চাই। যতদিন অন্য-সব দেশ সোভিয়েটের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং যতদিন তারা আমাদের দেশের স্বার্থ লঙ্ঘন করবার চেষ্টা না করবে ততদিন আমরা এই নীতি অনুসরণ করব।

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দেশের রাজ্যসীমা সোভিয়েটের সীমান্ত সংলগ্ন, তাদের সাথে আমরা প্রতিবেশী-যোগ্য ঘনিষ্ঠ ও শান্তি-পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব। যতদিন ঐ সকল দেশ সোভিয়েটের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক বেজায় রাখবে এবং যতদিন তারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা ভংগ করবার চেষ্টা না করবে ততদিন আমরা এই নীতি অনুসরণ করব।

তৃতীয়ত, যে-সকল দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত এবং যারা তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে আমরা তাদের সাহায্যদানের পক্ষপাতী।

চতুর্থত, আমরা আক্রমণকারীদের হুমকীতে ভীত নই। যে সকল যুদ্ধ-প্ররোচক রাষ্ট্র সোভিয়েট সীমান্তের অখণ্ডতা লঙ্ঘনের চেষ্টা করবে আমরা তাদের একটি আঘাতের বিনিময়ে দু'টি আঘাত দিব।

আজকের রাশিয়া

সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি নিম্নলিখিত জিনিষ-গুলির উপর নির্ভরশীল ঃ

(১) তার বর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত শক্তি ;

(২) সোভিয়েট সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ;

(৩) বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ;

(৪) লালফৌজ ও লালবহর ;

(৫) শান্তিনীতি ;

(৬) সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণের—যাদের স্বার্থের পক্ষে শান্তিরক্ষা আবশ্যক—তাদের নৈতিক সমর্থন ;

(৬) যে দেশ কোন-না-কোন কারণে শান্তিভংগ করতে ইচ্ছুক নয় তাদের সহজ কাণ্ডজ্ঞান।

* * * *

রাজনীতি ও সমাজনীতির সংগে অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধানের ফলেই সোভিয়েট ইউনিয়ন জগতে আজ শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেনা। পুঁজিপতিদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা-অর্জন, শ্রমিকের উৎপাদিত-দ্রব্যের মূল্যের বেশির ভাগ শোষণ করে তার তহবিল স্ফীত করে তোলা। এই উদ্দেশ্যেই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সম্পন্ন হয়, আইন-কানুন রচিত হয়, ট্যাক্স প্রবর্তিত হয়।

আজকের রাশিয়া

সোভিয়েট ইউনিয়নের কার্যবিধি অন্যপ্রকার। রাষ্ট্র এখানে শ্রমিক ও কৃষকের (toiling masses)। যখন কোন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন তাদের স্বার্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আইন-কানুন রচিত হয় তাদেরই সুখ-সুবিধা বিধানার্থ।

যখনই কোন শ্রমশিল্প বা যৌথ কৃষিক্ষেত্র কেন্দ্র করে জনপদ গজিয়ে উঠতে থাকে তখনই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় তাদের অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত উন্নতির দিকে। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে উঠে বিশাল বিশাল ইমারত, তাতে থাকে তাদের বাসস্থান, থাকে সমবায়ী ভোজনালয়, পাঠাগার, বিশ্রামাগার, ব্যায়ামাগার; মনের খোরাক জোগাবার জন্য থাকে রঙ্গালয়, সিনেমা। শিশুদের জন্য থাকে 'শিশুসদন', খেলার মাঠ; কিশোরদের জন্য তোলা হয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ শিক্ষায়তন, বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিকাল স্কুল।

স্থপতি জনসাধারণের স্বাস্থ্য, কৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যায়; শ্রমশিল্প, কৃষি তাদের জীবন-যাত্রা-নির্বাহের মান উন্নয়নের চেষ্টায় রত; বিজ্ঞানও সর্বতোভাবে নিয়োজিত তাদেরই সুখসুবিধা, স্বার্থরক্ষা বিধানার্থ।

এক কথায়, 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার' স্পর্শ জন-সাধারণের প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরই মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আজকের রাশিয়া

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের করতলগত। তাদের মুষ্টিমেয় সমাজের সুখ-সুবিধা বিধানই তার একমাত্র লক্ষ্য। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশের সাথে সন্ধি, চুক্তি সম্পাদিত হয়; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য, সিনেমা রঙ্গালয় তাদেরই খেয়াল চরিতার্থ করে। যে দু'চারটে স্বাস্থ্যনিবাস আছে তা তাদেরই বিলাস-ব্যসন চরিতার্থের জন্য, যে দু'চারটা দাতব্য চিকিৎসালয় গড়া হয় তাতে ক'জন দুর্গত জনগণের চিকিৎসা চলতে পারে!

সোভিয়েট ইউনিয়নের ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকের স্বাস্থ্যভংগের লক্ষণ দেখা মাত্র পরিদর্শক তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিনাখরচে স্বাস্থ্য- নিবাসের ব্যবস্থা করে—আদৌ যাতে তাদের রোগ না হতে পারে তার জন্য অসংখ্য গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে! জনহিতকর কাজে বিজ্ঞান নিয়োজিত হয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাদের শ্রম-সময় কমে যায়, তাতে তাদের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়; পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞানাদির সাহায্যে যেসব নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় তার ফলে বাড়ে বেকার সমস্যা, অভাবগ্রস্ত হয়ে তারা হারায় এই জীবনশক্তি।

END